রংদার রোববার

মাতৃবন্দনায় মেতে ওঠার পালা এ সময়। প্রচ্ছদে উঠে এল মায়েদের শক্তি হয়ে ওঠার কথা। জীবনদাত্রী মা ও দেবী মা যখন একাকার। রংদার রোববারের এই সংখ্যায় বিভিন্ন বিভাগে কলম ধরলেন শুধু মহিলারা।

মাতৃশক্তি

▸▸নয় থেকে বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 6 October 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 140 MLD

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
নকল থেকে সাবধান
MK
Since 90 Years
Ph : 9830303398

Manmohan JADU MALAM

হইচই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

উত্তরপত্রে স্লোগান, তৃণমূলের প্রতীক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : উত্তরপত্রের অর্ধেক পাতাজুড়ে আঁকা হয়েছে জোড়াফুলের প্রতীক। তার পাশেই বড় করে ইংরেজিতে লেখা টিএমসিপি। পাতার বাকি অংশে করা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গুণগান এবং শেষে লেখা 'টিএমসিপি জিন্দাবাদ, মমতাদি জিন্দাবাদ'। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি পরীক্ষার খাতার ছবি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে শিক্ষামহলে। উত্তরপত্রের একদম নীচে পাশ করিয়ে দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া। উত্তরপত্রে থাকা বিশেষ লোগোটি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। ছড়িয়ে পড়া ওই উত্তরপত্রের ছবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এবং উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বরও দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষায় রাজনৈতিক স্লোগান বা শাসকদলের প্রতীক আঁকার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ চাইছেন শিক্ষকরা।

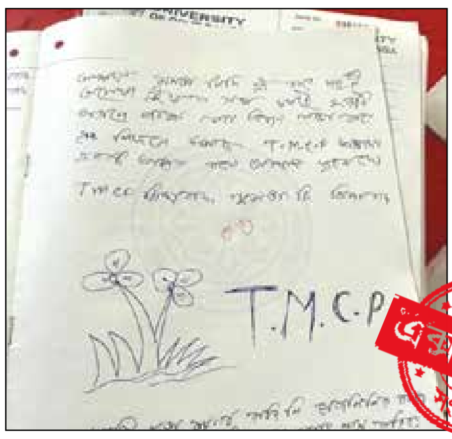

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

ঘটনার অন্তর্তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'বিভিন্ন কলেজে বেশ কিছু অতিরিক্ত উত্তরপত্র পাঠানো হয়। যে উত্তরপত্রের ছবি দেখা যাচ্ছে সেটা আসল নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষক উত্তরপত্র যাচাই করেছেন এবং অবাঞ্ছিত কথা লেখার জন্য গাইডলাইন মেনে শূন্য দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে বদনাম করার চেষ্টা হলে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন বিশ্বরূপ। শিক্ষাবিদ এবং পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মত, 'উত্তরপত্রে ওই ধরনের রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এসব বিকৃতরুচির পরিচয় দেয়। যে পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে রাজনৈতিক কথা লিখেছেন দ্রুত তাঁর কাউন্সেলিং দরকার।'

তবে উত্তরপত্রটি স্নাতক নাকি স্নাতকোত্তরের তা স্পষ্ট নয়। কোন বিষয়ের উত্তরপত্র সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে ছবি অনুসারে উত্তরপত্রের ১৩ নম্বর পাতায় রাজনৈতিক স্লোগান

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রখ্যাত বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ
ডাঃ ঋতুপর্ণা দাস
এম.বি.বি.এস, এম.ডি ফেলোশিপ ইন রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিন
RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
IVF TEST TUBE BABY IUI•ICSI
প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবার
আমরা আসছি আপনার শহর
রায়গঞ্জে
উকিল পাড়া, রায়গঞ্জ | 75508 62233

সপ্তমীর সকালে উলুধ্বনিতে দেবীর চক্ষুদান

শুধু বিগ বাজেটের কিংবা থিমের পুজো নয়, গৌড়বঙ্গের তিন জেলার এমন কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে এবার প্রথম পুজো হচ্ছে। আবার কোনও গ্রামের মানুষকে অঞ্জলি দিতে পাড়ি দিতে হয় বহু দূরে। এছাড়াও কোনও কোনও গ্রামে পুজো ঘিরে রয়েছে চরম উন্মাদনা। সেই গ্রামের পুজোর কথা তুলে ধরা হল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ চতুর্থ কিস্তি।

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : রক্ষাকালী পুজো ও চারদিন ব্যাপী মেলার সুবাদে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা গ্রাম বহুকাল ধরে উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ। সেই ঐতিহ্যবাহী বোল্লা গ্রামের দুর্গাপুজোতেও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে প্রচুর লোকসমাগম হয় দেবী দশভুজার দর্শনের আশায়। বোল্লা সর্বজনীন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় কালী মন্দিরের ঠিক সামনে, আলাদা দুর্গা মন্দিরে। বোল্লা গ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই পুজোর বাজেট ২০২৪ সালে কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই পুজোয় কোনও হাট, বাজার বা অন্য কোথাও থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় না। বোল্লা রক্ষাকালী পুজো কমিটি এই দুর্গাপুজোর সমস্ত খরচ বহন করে।

পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, সপ্তমীর দিন সকালে মন্দিরের সামনে পর্দা টাঙিয়ে দেবী দুর্গার চক্ষুদান। ঢাকের আওয়াজ আর মেয়েদের উলুধ্বনিতে সপ্তমীর সকাল থেকেই পুজো জমজমাট হয়ে ওঠে। এবছরও তার অন্যথা হবে না, বরং পুজোর আনন্দ কয়েকগুণ বেশি হবে।

কথা হচ্ছিল বোল্লা দুর্গাপুজো কমিটির ম্যানেজার, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব মানসরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের পাশে বসিয়ে তিনি জানালেন, 'আমাদের বোল্লা গ্রামের দুর্গাপুজো ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। পুজোর চারদিন দুই বেলা থাকে জলভোগ। বিভিন্ন রকমের ফলমূল, নাড়ু,

এরপর ষোলোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
কোয়ালিটি স্পেশাল
উদ্ভিদের নিরোগ আর অধিক ফলন পেতে মাটির অপরিহার্য
Trasco®
Super Agro India Pvt. Ltd

QUALITY SPECIAL

বালুরঘাট চকভৃগু প্রগতি সংঘের দুর্গা প্রতিমা। রবিবার। - মাজিদুর সরদার

মহানন্দা কেড়েছে নতুন জামার গন্ধ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৫ অক্টোবর : দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে। মহালয়ার দিন থেকে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও পুজোর উদ্বোধন হচ্ছে। আর প্রতিদিনই আট বছরের মেয়েটা ছলছল চোখ নিয়ে মাকে একটাই প্রশ্ন করছে, 'মা, পুজো তো চলেই এল। নতুন জামা কিনে দেবে না?' শুধু আট বছরের সোনিয়াই নয়, এমন প্রচুর শিশু বাবা-মা, দাদু-দিদার মুখ চেয়ে রয়েছে। এদিকে পুজোয় নতুন জামা কেনার জমানো টাকা দিয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয় তৈরি করেছেন তাদের অভিভাবকরা। এই অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর দিকে তাকিয়েই দিন কাটছে তাঁদের।

শনিবারই বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে মহানন্দা। সেচ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এখনও নদীর জল বাড়ছে। তবে খানিকটা মন্থর গতিতে। এরমধ্যেই ইংরেজবাজার পুরসভার ৮, ৯, ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অসংরক্ষিত এলাকায় নদীর জল ঢুকে পড়েছে। উৎসব মরশুমে ঘরছাড়া হয়েছে হাজার দেড়েক পরিবার। উঁচু জায়গায় অস্থায়ী শিবির তৈরি করে আশ্রয় নিতে হয়েছে মানুষজনকে। নিশ্চিতভাবে পুজোর দিনগুলো অস্থায়ী শিবিরেই কাটাতে হবে তাঁদের। তবে তাঁদের চিন্তা আরও বাড়িয়েছে বাচ্চাগুলোর আবদার।

পুতুল চৌধুরী নামে এক প্রৌঢ়া জানাচ্ছেন, 'মাসখানেক আগে মহানন্দার জল ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বাড়ি ছেড়ে মাঠের মধ্যে প্লাস্টিকের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। জল কমার পর আবার বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। সপ্তাহখানেক আগে ফের মহানন্দার জল বেড়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। আবার আমাদের প্লাস্টিকের নীচেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। তিন ছেলে, তাদের বৌ-বাচ্চা নিয়ে মাঠে রয়েছি। নিজে লোকের ঘরে কাজ করি। মাস গেলে কতই বা টাকা পাই! গতকাল ত্রাণের জিনিসপত্র পেয়েছি। একটা ত্রিপল, চিঁড়ে-মুড়ি, নুন-হলুদের প্যাকেট, এসব দিয়েছে। একটা শাড়ি আর পাজামা-পাঞ্জাবিও দিয়ে গিয়েছে। এসব পরে আমরা বুড়ো-বুড়ি না হয় পুজো কাটিয়ে দেব। কিন্তু বাচ্চাগুলোর কী হবে? ওদের জন্য তো কিছু কেনা উচিত। কিন্তু পারছি না। এই আচ্ছাদন বানাতে তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

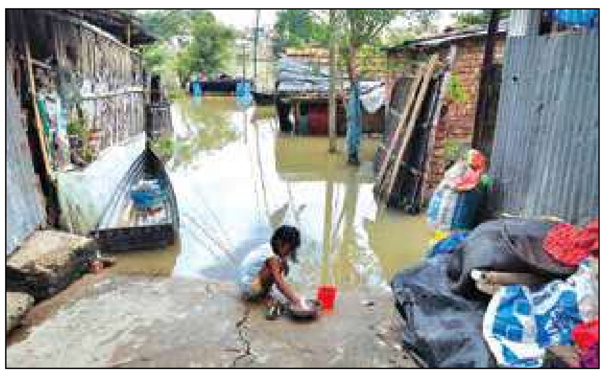

দুয়ারে বন্যার জল। শনিবার মালদা শহরের মহানন্দা ঘাটে। - অরিন্দম বাগ

রাজবংশী ভাষায় টেক্সট, ভয়েস সার্চের সুযোগ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে রাজবংশী ভাষা। এবার বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা গুগল এগিয়ে এসেছে ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর সেই ভাষাকে সর্বজনীন করে তুলতে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন। অথচ ডিজিটাল দুনিয়ায় এখনও পা পড়েনি রাজবংশী ভাষার। গুগল অন্য অনেক ভাষার সঙ্গে রাজবংশী ভাষাকেও ডিজিটাল মাধ্যমে এনে দিয়েছে।

স্থানীয় ও উপভাষা মিলিয়ে ভারতের প্রায় ৪০টিরও বেশি ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। এর কারণ, মাত্র কয়েক হাজার মানুষ এই ভাষাগুলি ব্যবহার করেন। ওইসব ভারতীয় ভাষা ও উপভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে গুগল কাজ করছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

আটটি ভাষায় গুগলের উদ্যোগ

- ■ রাজবংশী (ইন্দো-আর্য ভাষা, যা পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশে প্রচলিত)
- ■ কুরুখ (দ্রাবিড় ভাষা, যা কুরুখ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত, মূলত ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে)
- ■ মালবনি (কোঙ্কণি উপভাষা, যা মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলায় প্রচলিত)
- ■ শেখাওয়াতি (রাজস্থানি উপভাষা, যা শেখাওয়াতি অঞ্চলে প্রচলিত)
- ■ দুরুয়া (দ্রাবিড় ভাষা, যা মূলত ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে প্রচলিত)
- ■ বেয়ারিবাশে (স্বতন্ত্র ভাষা, যা বেয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষিণ কর্ণাটক ও উত্তর কেরলে প্রচলিত)
- ■ বজ্জিকা (বিহারের কিছু অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা)
- ■ অঙ্গিকা (ইন্দো-আর্য ভাষা, যা বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে প্রচলিত)

PATANJALI®
পতঞ্জলি গোরুর শুদ্ধ দেশি ঘি এবং তিলের তেল দিয়েই দীপ জ্বালান
পতঞ্জলির শুদ্ধ সাত্ত্বিক তেল এবং অন্য খাদ্য পদার্থ দিয়ে বাড়িতেই প্রসাদ বানিয়ে রাখবেন এবং মা ভগবতীর প্রসন্নতা পেয়ে নিজের পরিবারকে ভেজাল থেকে অবশ্যই রক্ষা করুন।
• পতঞ্জলি গোরুর ঘি ১০০% বিশুদ্ধ। যে কোনও ধরনের কৃত্রিম রং, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ চর্বির অশুদ্ধি থেকে মুক্ত
• দেশ এবং পৃথিবীর সব ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, পতঞ্জলি ঘিতে সবকিছুই বিশেষ। ঘি-এর পরীক্ষানিরীক্ষায় ৬০ ধরনের মাপদণ্ডে পতঞ্জলি গোরুর দেশি ঘি ১০০% শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।
পতঞ্জলির শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক খাদ্য পদার্থ

PATANJALI
New
COW's GHEE
1 L (905 g at 45°C)
Pulses
noodles
GARAM MASALA POWDER
Honey
100% ATTA

Sparky
Sab Dekhenge!
For Latest Products, Contest & Alerts follow us on instagram.com/sparkyjeans
JEANS | SHIRTS | HOODIES | JACKETS | T-SHIRTS | LOWERS
FACTORY OUTLET: C-11, Sec-63, Gautam Budh Nagar, Noida- 201301 (U.P.)
FOR TRADE ENQUIRIES:
WHOLESALERS, MULTI BRAND OUTLET & EXCLUSIVE BRAND OUTLET
EMAIL: jkjsparky@gmail.com
WEBSITE: www.sparkyjeans.in
NOW AVAILABLE ON Flipkart
facebook.com/sparkyclothing

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পরিবারের সঙ্গে দূরে কোথাও বেড়াতে বের হয়ে আনন্দ। বেশি চাইতে যাবেন না। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। চোখের সমস্যা কেটে যাবে।

বৃষ : পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হবেন। দূরের বন্ধুর সাহায্যে কোনও কঠিন কাজ করতে পেরে স্বস্তিলাভ। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায়। ছেলের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন।

মিথুন : ব্যবসার জন্যে ধার করতে হবে। শরীর নিয়ে সারা সপ্তাহ অশান্তিতে থাকতে হবে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। বাবার জন্যে বেশ অর্থ খরচ হবে। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক দিক থেকে অসম্মানিত হবার আশঙ্কা। পেটের রোগে দুর্ভোগ।

কর্কট : এ সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা করতে পারেন। কোনও ব্যাপারে সারা সপ্তাহ বেশ উদ্বেগে কাটাতে হতে পারে। জমি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে হঠাৎ বিবাদ হবার আশঙ্কা। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

সিংহ : সারা সপ্তাহ অস্থিরতায় কাটবে। মন স্থির করার চেষ্টা করুন। অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। রাজনীতি থেকে কোনও সুযোগ নিতে যাবেন না। সমস্যা হতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসায় আনন্দলাভ।

কন্যা : এ সপ্তাহে ব্যবসা ভালো চলবে এবং বাড়তি লাভও হবে। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কোনও নতুন কাজে যোগ দেওয়ায় সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমে শুভ।

তুলা : হঠাৎ রাজনৈতিক বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রেমের বিষয়টি দুঃখের হয়ে উঠতে পারে। কারও কথা শুনে কোনও কাজ করতে যাবেন না। অন্যায় কোনও কাজে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। বাবার সঙ্গে অকারণে মনোমালিন্য হবে। শান্তি থাকার চেষ্টা করুন। সৎবন্ধু লাভে আনন্দ।

বৃশ্চিক : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছপূরণ হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে এ সপ্তাহে বেশ কিছু খরচ হবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান। পেটের রোগের কারণে কোনও কাজ পিছিয়ে যেতে পারে।

ধনু : কোনও কারণে নিজের তৈরি জিনিস নষ্ট হতে পারে। জীবানু সংক্রমণে শারীরিক ভোগান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারোও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায়। পথে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বন্ধুর সঙ্গে অযথা তর্কে জড়িয়ে সমস্যা। পুরোনো সম্পর্ক ফের জোড়া লাগাতে পারে।

মকর : ব্যবসার জন্যে দূরে কোথাও যেতে হতে হতে পারে। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। হঠাৎ অফিসের কাজে বাইরে কোথাও যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায় পড়বেন।

কুম্ভ : হঠাৎ ব্যবসার কাজে এই সপ্তাহে দূরদেশে যেতে হতে পারে। কোনও সম্পর্কে নিয়ে সারা সপ্তাহ বেশ মানসিক অস্থিরতায় কাটবে। পুরোনো সম্পত্তি কিনে বেশ লাভবান হতে পারেন। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি হবেন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন।

মীন : এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। বাবা ও মায়ের পরামর্শে জীবনের কোনও বাধা কাটিয়ে উঠবেন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকুন। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দলাভ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৪ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর ২০২৪, ১৯ আহিন, সংবৎ ৪ আশ্বিন সুদি, ২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৮। রবিবার, চতুর্থী অহোরাত্র। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১০।১৮। বিষ্কুম্ভযোগ প্রাতঃ ৫।৫১। বণিজকরণ সন্ধ্যা ৫।৩৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৩।৪৮ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।১৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১০।১৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্‌ঋতে। বারবেলাদি ৯।৫৮ গতে ১২।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২। ৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ১। ২৮ মধ্যে ও ২।১৯ গতে ৫। ৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১২ মধ্যে।

রাতে তালা সীমান্তের গেটে, সন্ধ্যায় ফিরতে হবে

পুজোতেও বিধিনিষেধ

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। প্রতি বছরের মতো এবারও শারদোৎসবে মেতে উঠেছে বাঙালি। কিন্তু বাংলায় থেকেও পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারেন না কল্যাণ রায়, আরজু সরকাররা। কারণ, তাঁরা যে নিজভূমে পরবাসী। তাঁরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয়। কল্যাণ আক্ষেপের সুরে বললেন, ‘এলাকায় পুজোর আয়োজন করতে পারি না। ফলে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব থেকে আমরা বঞ্চিত। তবে পুজো দেখতে ওপারে যাই। চেষ্টা করি, সন্ধ্যার মধ্যে ঠাকুর দেখে ঘরে ফেরার। রাতে আলোর ঝলকানি, রাত জেগে ঠাকুর দেখা, কিছুই দেখার সৌভাগ্য হয় না।’ সন্ধ্যা হলেই সীমান্তের গেট পেরিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয় তাঁদের। ঠাকুর দেখে অনেক রাত হলে আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রয়েছে ভারতীয় গ্রাম ছিট সাকাতি। গ্রামটিতে ভারতীয় মোট জমির পরিমাণ ১৫৩ বিঘা। বাসিন্দাদের অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও আর পাঁচটা বাঙালির মতো পুজোয় শামিল হতে চান তাঁরা। একইভাবে নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি গ্রাম রয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। এর মধ্যে একটি গ্রামে হিন্দুদের বসবাস। বিএসএফের অনুমতি নিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। সারাবছরই সীমান্তের নিয়ম মেনে যাতায়াত করতে হয়।

ছিট সাকাতির বাসিন্দারা যান সাতকুড়ায় ঠাকুর দেখতে। আর বাঙালপাড়ার মানুষগুলো ঠাকুর দেখতে যান বেরুবাড়িতে। সীমান্ত এলাকার দুটি গ্রাম থেকে ওই এলাকাগুলির দূরত্ব তিন কিমির মতো। ছিট সাকাতির তরুণ বুলেট সরকার জানালেন, কাঁটাতারের ওই প্রান্তের পুজোয় চাঁদা তোলা থেকে পুজোর অন্যান্য কাজ, সবেতেই অংশগ্রহণ করেন তাঁরা। কিন্তু পুজোয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ তো রাতে ঠাকুর দেখেই মেলে। কিন্তু সেই সময়টাই তো তাঁদের হাতে থাকে না।

ঘেরাটোপের জীবন

- কাঁটাতারের বেড়ার এপারে দুর্গাপুজো হয় না, ফলে সেখানকার মানুষ পুজো দেখতে যান সাতকুড়া-বেরুবাড়িতে
- সীমান্তের গেটে তালা পড়ে যায় রাত আটটায়, তার মধ্যে না ফিরলে কৈফিয়ত দিতে হয়
- সেজন্য রাতের আলো, রাত জেগে ঠাকুর দেখা, কিছুই সম্ভব হয় না ছিট সাকাতির মানুষের
- বেরিয়ে দেরি হয়ে গেলে রাতে কোনও বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে হয়

ছিট সাকাতির আরজু সরকার বললেন, ‘প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে বিকেলে ভাইবোনদের নিয়ে প্যান্ডেলে যাই। কিন্তু রাতের আলোর বাহার ও ভিড় দেখতে পারি না। কোনওমতে ঠাকুর দেখে, আরতি দেখে বাড়ি ফিরি। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের আগে গেট পেরিয়ে যেতে হয়। নাহলে বিএসএফ গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে কৈফিয়তও দিতে হয়।’ ক্ষুব্ধ শরিফুল সরকার জানান, ভারতবাসী হয়েও পরবাসীর মতো থাকতে হয়। সন্ধ্যার পর পুজোমণ্ডপগুলিতে আলোর খেলা শুরু হয়। দেবী দর্শনে ভিড় জমে। পুজো উদ্যোক্তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অথচ সেসব কিছুই তাঁরা দেখতে পারেন না, জানালেন বাঙালপাড়ার বাসিন্দা দীপক রায়।

কেউ কেউ আবার রাতে ঠাকুর দেখার জন্য অন্য এলাকায় বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটান। স্থানীয় রেশমা খাতুন বলেন, ‘রাত আটটা বাজলেই সীমান্তের গেটে তালা পড়ে যায়। শুধু পুজোর দিনে নয়, রাতে মেলা বা কোনও অনুষ্ঠান থাকলেই আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে থাকতে হয়।’ এভাবেই যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাই সম্বল ওই কাঁটাতারের পারের মানুষগুলোর।

সবসময়ই অনিশ্চিত জীবন ছিট সাকাতির বাসিন্দাদের। -সংবাদচিত্র

পরিবারের সঙ্গে কাবাডি খেলোয়াড়। -সংবাদচিত্র

জাতীয় স্তরে কাবাডিতে সুযোগ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ অক্টোবর : কাবাডিতে সফল হওয়ার ইচ্ছা বহুদিনের, কিন্তু এভাবে সাফল্য আসবে তা কখনও ভাবেনি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ঋতু রায়। অবশেষে শিক্ষকদের চেষ্টায় রাজ্য স্তর থেকে জয়ী হয়ে জাতীয় স্তরের কাবাডিতে সুযোগ পেল সে। ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডোবা এলাকার বাসিন্দা পেশায় কৃষক নিখিল রায়ের মেয়ে ঋতু, বর্তমানে গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। সম্প্রতি রাজ্য স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৪ ও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারের পর জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়েছে সে। ডায়মন্ড হারবারে রাজ্য কাবাডি প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি জেলার দশজনের দলেও ছিল সে। ঋতু বলল, ‘জেলা থেকে রাজ্য, এবার রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। আমার এই সাফল্য স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সম্ভব হয়েছে।’

প্রত্যন্ত গ্রাম নলডোবা থেকে উঠে আসা ঋতুর সাফল্যে স্কুলের শিক্ষক সহ ছাত্রছাত্রী সকলেই গর্বিত। ঋতুর বাবা নিখিল রায় কৃষিকাজ করে সংসার চালানোর পাশাপাশি তাঁর পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি মেয়ের খেলাধুলোর প্রতি ভীষণই আগ্রহ রয়েছে। মেয়েকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছি। এখনও যে পুরোপুরি সমস্যা মিটেছে তা নয়, জাতীয় স্তরের খেলার ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আগেও যেভাবে সহযোগিতা করেছেন একইভাবে জাতীয় স্তরেও তাঁদের সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে।’ জাতীয় স্তরের ওই প্রতিযোগিতা মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও কবে হবে তা এখনও জানানো হয়নি।

> জেলা থেকে রাজ্য, এবার রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। আমার এই সাফল্য স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সম্ভব হয়েছে।
>
> – **ঋতু রায়**, *কাবাডি খেলোয়াড়*

জাতীয় স্তরে ঋতুর খেলার সুযোগের সমস্ত কৃতিত্ব স্কুলের দুই শিক্ষক অমরকুমার শৈব্য এবং স্বরবিন্দু রায়কে দিয়েছেন ঋতুর বাবা। বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষক অমর শৈব্য বলেন, ‘খুবই আনন্দের বিষয় যে স্কুলের ছাত্রী ঋতু জাতীয় স্তরে কাবাডি খেলার সুযোগ পেয়েছে। ঋতু আরও এগিয়ে যাক এটাই চায় স্কুলের সকলে।’

পাত্র চাই

■ মাহিষ্য, 38/5'-6", M.A. পাশ, ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য 45 বৎসরের মধ্যে ইস্যুলেস পাত্র চাই। (M) 8372053044. (C/112742)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। (M) 6295933518. (C/112254)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", বিটেক (ই-ই), নরগণ, মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, কলকাতায় প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile : 9903815914. (C/112794)

■ পাত্রী হলদিবাড়ি নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, ফর্সা, সুশ্রী, ২৫+/৫'-২", দেবগণ, কর্কট রাশি। এমএ (ইংরেজি), বিএড পাঠরতা। ব্যাংক, পোস্টাল, রেল বা অন্যান্য সরকারি চাকরিজীবী উত্তরবঙ্গ ভিত্তিক পাত্র চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) ৯৫৩১৭৪৯১৬৬. (C/112906)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, ৩০/৫'-৩", প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট (ইং) ও জিএনএম পাত্রীর জন্য স্থায়ী চাকরিরত সুপাত্র কাম্য। Mob : 9474761620, 9434071497. (C/112800)

■ দাস, শিক্ষিকা, M.A., Eng., 28/5'-1", চাকরিজীবী, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যার জন্য 33-এর মধ্যে সঃ চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। কোচঃ, আলিঃ, জলঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। (M) 7001805814. (C/112905)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-2", M.A., B.Ed. (Eng.), ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী, মাতা সঃ কর্মী। উক্ত কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ, উচ্চকায়স্থ, অনূর্ধ্ব 36, উচ্চপদে কর্মরত, সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 9434426834. (C/112925)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৩, এমএসসি পানভেল (মধ্য মুম্বই)-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। Ph : 8250657985. (C/112912)

■ EB, পাত্রী কর্মকার, 28+/5'-3", M.A. (Eng.), বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকা। শিক্ষিত, উপযুক্ত 32-33'এর মধ্যে MNC/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9832541759. (C/112918)

■ পাত্রী বোস, ৪৫/৫'-৩", ফর্সা, সুন্দরী, B.A., MBA, উপযুক্ত পাত্র চাই ৫০-এর মধ্যে। ৯০৩৮২৭৩৮৫৫. (K)

■ কায়স্থ, 23/5'-1", B.A. (Hons.) Bengali, B.Ed., আর্ট ও সংগীত জানা, M.A. ১ম বর্ষ পাঠরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/শিক্ষক পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-(M) 7479362102. (C/111844)

■ পাত্রী 31/5'-3", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, Ph.D., রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, Scientist, কেন্দ্রীয় সরকারের 'A' গ্রেড আধিকারিক, পুনেতে কর্মরতা। কেন্দ্রীয় সরকারের 'A' গ্রেড আধিকারিক/যোগ্য স্বর্বণ/অসবর্ণ 34 মধ্যে বাঙালি পাত্র কাম্য। ব্যবসা চলিবে না। (M) 7363012670. (C/111846)

■ সাহা, ৩৩/৫', সঃ চাকরি পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/111848)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 29+/5'-11", M.A. (রবীন্দ্র নৃত্য), ফর্সা, সুন্দরী, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9800477878. (C/111850)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, 32+/5'-3", M.A., Pol. Sci., পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িস্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9832466923. (C/112926)

■ পাত্রী (পাল), 29/5'-2", বিটেক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারি অফিসে কর্মরত, শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9046713997. (C/112928)

■ পাত্রী কায়স্থ, গোত্র-গৌতম, দেবগণ, 30/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc. Zoology, B.Ed., বাবা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার (হোমিও), কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরিরতা একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক) এবং কোচবিহার নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9434191455, 9434256464. (D/S)

■ পাত্রী মুখার্জি, M.Sc. (AP), 31/5'-3", কেঃ সঃ অফিসার, মালদায় কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রপক্ষ সরাসরি যোগাযোগ করুন- 8900319207. (C/112931)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকুরিরতা। সঃ চাকরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। (M) 7076784540. (C/111953)

■ EB, SC, 29/5'-4", সুদর্শনা, B.Tech., MBA, TCS Kolkata-তে কর্মরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 6289429033. (C/113260)

■ সাহা (SC), 28, পিতা অধুনা কালিম্পং নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত Ortho Surgeon, 5'-1, জাপানে Ph.D. পাঠরত কন্যার জন্য Doctor, Govt. Engr., Ph.D., 32-এর মধ্যে স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9932202103. (C/112911)

■ জেনারেল, 32/5', M.A., স্টেট গভঃ Gr. B চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 8617507970. (C/112805)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৯+/৫'-৫", রাজ্য সরকারি আধিকারিক, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9434257791. (C/111799)

■ কায়স্থ, ৩৪+, একমাত্র কন্যা, এমটেক, বেঃ সঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহ অধ্যাপিকা, সুশ্রী, জলপাইগুড়ি নিবাসী। অধ্যাপক, বাস্তুকার, সমপর্যায়ের পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9563682835. (C/112801)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, SC, 33/4'-11", M.Sc., ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9126375982. (C/112803)

■ তুফানগঞ্জ নিবাসী, নাপিত, নরগণ, 32+/5'-3", B.Ed., NET Qualified, M.Phil, Ph.D. পাঠরতা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9609756117. (D/S)

■ মধ্যবিত্ত, 24/5'-4", সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য অবিবাহিত বা নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। (M) 9804808697. (C/112496)

■ ঘোষ, 26/5'-4", B.Tech., পরমাসুন্দরী, MNC-তে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7003763286. (C/112496)

■ SC, 22/5'-3", Convent B.A. Pass, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/112496)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34, বিটেক, শিলিগুড়িতে কর্মরত, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9593716656. (C/112924)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ২৮/৫'-৪", শিলিগুড়ি নিবাসী, ইঞ্জিনিয়ার (IIT), MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত। শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। Ph : 7908675440. (C/112725)

■ তিলি কুণ্ডু, 34+, শিলিগুড়ি নিবাসী, নেশাহীন একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, উচ্চমাধ্যমিক, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ২৬-২৮'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9933537686. (C/112910)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, স্লিম, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/112180)

■ ৩১+/৫'-৬", কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারে (রেল) কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৮, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। Mob : 8116338240. (C/112795)

■ ব্যবসায়ী, স্নাতক, 31/5'-6", অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, পাত্রের জন্য ন্যূনতম স্নাতক, 5' থেকে 5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য (চাকরিরতা গ্রহণযোগ্য)। মোবাইল : 8348451464. (C/112796)

■ 30/5'-5", বণিক, B.Tech., MBA, উচ্চ বেসরকারি সংস্থায় ম্যানেজারের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9733245782. (B/B)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", সরকারি চাকুরে, দেবারিগণ, তুলা রাশি, বৃশ্চিক লগ্ন পাত্রের চাকুরে পাত্রী চাই। 6290381747, 8902184868. (M/G)

■ কায়স্থ, 42+/5'-7", MBA, ডিভোর্সি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 9609967441, 9382197925. (C/111950)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেবারি, 40/5'-8", Ph.D., CSE (IIT পাটনা), নয়ডায় Asst. Prof. পদে কর্মরত পাত্রের অনূর্ধ্ব 35-এর মধ্যে সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 7384225613. (C/112491)

■ ব্রাহ্মণ, 27, নিরামিষ, Ph.D., স্বল্পআয়, মধ্যবিত্ত পাত্রী কাম্য (ঘরজামাই থাকা আলোচনাসাপেক্ষ)। 9832608747. (C/112914)

■ একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, প্রপারে ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী। ভদ্র সাধারণ পাত্রী কাম্য। 9635715254. (C/112919)

■ জেনারেল, 30/5'-7", M.A., B.Ed., C.Ted., সরকারি স্কুল শিক্ষকের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8670726843. (C/111845)

■ গন্ধবণিক, দেবারি, ২৯/৫'-১১", সুদর্শন, রসায়নে Ph.D., হায়দ্রাবাদে কর্মরত। ন্যূনতম ৫'-৪"/M.Sc., ফর্সা, সুশ্রী, ২৫-এর মধ্যে স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। (M) 9474428083. (C/111849)

■ নমশূদ্র, 30/5'-6", ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Tech. (Civil), সরকারি (Indian Post) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Ph.: 9015332874, 9832665001. (C/112934)

■ কায়স্থ, 35+, সরকারি কর্মীর ভদ্র, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7029258952. (S/C)

পাত্রী চাই

■ তুফানগঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ, 52/5'-5", অবিবাহিত, জীবনবিমা ও স্টার হেলথ ইন্সুরেন্স-এর এজেন্ট, মাসিক আয় 45000/-, পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই 45-এর মধ্যে। ডিভোর্সি/বিধবা (সন্তানহীন) পাত্রী চলিবে। মোঃ 9635347944. (D/S)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ৩৬/৫'-৭", সুদর্শন, নিজস্ব ব্যবসা, কোচবিহার নিবাসী, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, Ground Floor commercially rented, অবসরপ্রাপ্ত মাতার একমাত্র পুত্র (দিদি বিবাহিত)-এর জন্য অনূর্ধ্বা ৩২, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Caste no bar. M,W/App : 8013136316. (C/112927)

■ বোস, 36/5'-4", B.Com., MBA, CIA, সঃ ব্যাংকে অডিটর, নিজ বাড়ি, (মাঙ্গলিক, দেবারি বাদে) পাত্রী চাই। 9733675402. (C/112930)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২/৫'-৭", M.A., B.Ed., ব্যবসায়ী, (Grocery Shop wholesale), আয় প্রতিমাসে ৩০/৪০ হাজার। সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9775384943. (C/112804)

■ কায়স্থ দাস 39/5'5" সরকারি চাকুরিজীবী (একমাত্র পুত্র)। শিক্ষিকা/সঃচাঃ পাত্রী কাম্য। M-8759573703 (M-ED)

■ নমশূদ্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র, 32/5'-6", B.A., নিজস্ব জমি-জায়গা-বাড়ি-দোকান আছে, আলিপুরদুয়ার (বীরপাড়া) নিবাসী, সচ্ছল পরিবারের ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001038914, 9593657004. (C/111952)

■ SC, 37+/5'-6", M.Sc., Ph.D. (Optometrist) কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট, নার্সিংহোম, আলিপুরদুয়ারে পৈতৃক বাড়ি, ডিভোর্সি (ছয় বছরের সন্তান আছে)। 30 বছরের মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9734301720. (C'/111951)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, দেবারি, 40+/5'-6", বিটেক, ব্যাঙ্গালোরে কেঃ সঃ চাকুরে। শিক্ষিতা, সুশ্রী, 30-35, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7908595002. (C/111851)

■ 45+/5'-6", বারুজীবী, দশমমান, কনট্রাক্টর, নামমাত্র ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের ঘরোয়া, সুন্দীর পাত্রী চাই। 7547915979, 9775514025. (C/112493)

■ পাত্র বিকম পাশ, বয়স 41, ছোট ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি ২নং ওয়ার্ডে বাড়ি রয়েছে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার, একমাত্র সন্তানের জন্য মাধ্যমিক পাশ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 9475213130. (C/112493)

■ কোচবিহার নিবাসী, 30/5'-8", পাল, জেনারেল, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র সুপুত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9474568284. (C/111853)

■ কায়স্থ, 32/5'-9", M.Sc. (Math), WB Govt. Block অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/112496)

■ মাহিষ্য, 30/5'-8", B.Tech., শিলিগুড়িতে A-গ্রেড অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9734485015. (C/112496)

■ সাহা, ৩৮/৫'-৯", ডিভোর্সি (১ মাস বিবাহিত), রেল স্টেশন মাঃ (৭৫ হাজার), কোচবিহার নিবাসী, সুদর্শন, দাবিহীন একমাত্র সন্তানের জন্য অবিবাহিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 8918762564. (B/S)

■ তিলি পাল, 30/5'-5", মাঙ্গলিক, নরগণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শিলিগুড়িতে, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9002460893. (C/112494)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", B.Tech., মাঙ্গলিক, 30 অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, স্লিম, মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (M) 9593549742. (C/112494)

■ পাত্র নমশূদ্র, 44/5'7" H.S Pass, Railway-তে কর্মরত (Divorcy)। Divorcy বা Widow বাচ্চা থাকলেও চলবে। পাত্রী চাই। M-9046153890 (M-112516)

■ কায়স্থ 34+/5'4" MBA মালদা নিবাসী একমাত্র পুত্র, MNC ঔষুধ কোম্পানীতে Senior Sales Officer (শিলিগুড়ি) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা সুশ্রী শিক্ষিতা ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। M-9733080742 (M-ED)

■ H.S শিক্ষক (SSC-2013), 34+/5'6", কাশ্যপ গোত্র পাত্রের অনূর্ধ্ব 28 সুন্দরী শিক্ষিত/চাকুরিজীবী (মালদা/রায়গঞ্জ) পাত্রী কাম্য। M-8159819965 (M-109689)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/112496)

নতুন ইনিংস
শুভেচ্ছা চন্দন-এণাক্ষীকে
সৌজন্যে:
RATNA BHANDAR
Jewellers
SINCE-1975
Hill Cart Road (Sevoke More) 99324 14419
City Centre, Uttorayon 94343 46666
Malbazar (Opp. SDO Office) 86959 13720
Falakata, Subhash pally 83585 13720

SINCE 1963 ORIENT GROUP
ORIENT JEWELLERS
Trust of Hallmark
ভবিষ্যতের নিতে যত্ন
সঙ্গে থাকুক ওরিয়েন্ট এর গ্রহরত্ন
Certified Gemstone
Customer Care: +91 83730 99950
www.orientjewellers.in
Beldanga • Raghunathganj • Dhulian • Kaliachak • Sujapur • Gazole
Balurghat • Kaliyaganj • Raiganj • Raiganj (Grand) • Islampur
Siliguri • Malbazar • Jalpaiguri • Dhupguri • Falakata • Alipurduar

প্রধান শিক্ষকের 'গায়ে হাত'

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় সরকারের জল প্রকল্পের কাজ স্কুল থেকে ফিরে যাওয়ার অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল হরিশ্চন্দ্রপুরে। এমনকি প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার অভিযোগও উঠেছে। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করেছে। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তুলসীহাটা সার্কেলের কস্তুরিয়া নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ২০২২ সালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান শকুন্তলা সিংহ কেন্দ্রীয় সরকারের জল প্রকল্পের একটি কাজ আদায় করেছিলেন। সেই প্রকল্পের বরাদ্দ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। কস্তুরিয়া নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় চত্বরে এই প্রকল্পের কাজ হওয়ার কথা ছিল। এমনকি এজেন্সির লোকজন স্কুল চত্বরে জায়গা পরিদর্শন করেও যায়। সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কৈলাশ রাম। তাঁর কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটও নিয়েও যায় এজেন্সির লোকেরা। শুক্রবার ঠিকাদার সহ এজেন্সির লোকজন প্রকল্পের কাজ করতে আসেন। অভিযোগ, স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার গুপ্ত জেলা প্রাথমিক কাউন্সিলের নির্দেশ না পেলে এই প্রকল্পের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না বলে এজেন্সির লোকজনকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সেকথা জানতে পেরেও গোটা গ্রাম উত্তেজিত হয়ে উঠে। সবাই স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

জলপ্রকল্প ঘিরে উত্তেজনা

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কস্তুরিয়া ও কুরসাডাঙি গ্রামে এক বছর ধরে জলকষ্ট চলছে। তুলসীহাটা পিএইচই থেকে বাড়ি বাড়ি ট্যাপ বসানো হলেও জল মিলছে না। স্কুল চত্বরে এই প্রকল্পটি হলে জলের সমস্যা মিটে যেত। যদিও প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমি এজেন্সির লোকেদের কাছ থেকে শুধু অর্ডার কপি দেখতে চেয়েছিলাম। তাঁরা কিছুই দেখাতে পারেননি। তবে আমি কাজ করতে নিষেধ করিনি। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। তখনই গ্রামবাসীদের একাংশ আমার উপর চড়াও হয়। আমাকে মারধর করা হয়। আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

প্রাক্তন প্রধানের স্বামী রামপ্রকাশ সিংহ বলেন, 'আমার বৌ প্রধান থাকাকালীন তৎকালীন বিডিও অনির্মাণ বসু এই প্রকল্পটি অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু এখন প্রধান শিক্ষক এই কাজে বাধা দিচ্ছেন। তাই এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কেউ মারধর করেনি।'

তুলসীঘাটা চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক মাসুদ করিম আনসারির বক্তব্য, 'এক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ একমাত্র এনওসি দিতে পারে। অন্য কেউ না। ঘটনাটি কী ঘটেছে খোঁজ নিচ্ছি।' বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানান, 'এখানে কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প এসেছে বলে আমার জানা নেই। খোঁজ নিতে হবে।'

শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ অক্টোবর : শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রাড়িয়ালে এক সাব-মার্সিবল পাম্প-এর শিলান্যাস করল হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মার্জিনা খাতুন। জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সাব- মার্সিবলটি নির্মিত হবে বলে জানান মার্জিনা।

বিরাজ গো মা... । গঙ্গারামপুর চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা। - চয়ন হোড়

পুজোর উদ্বোধনে না থাকার সিদ্ধান্ত

দেবীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর শাস্তি প্রার্থনা সুকান্তর

সুবীর মহন্ত ও রাজু হালদার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : আরজি কর থেকে জয়নগর। চিকিৎসক পড়ুয়া থেকে নয়ের কিশোরী। দুর্বৃত্তদের হাতে ভূলুণ্ঠিত নারী সম্মান। অকালে ঝরেছে প্রাণও। তাই এবার মা দুর্গার কাছে নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা জানাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার নিজেই সেকথা জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে নারীদের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাই তিনি এবার কোনও দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। রাজ্যের একাধিক পুজো কমিটি পুজোর উদ্বোধক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাঁকে। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছেন। সেসব মণ্ডপে গেলেও তিনি পুজোর উদ্বোধন করবেন না।

শনিবার বালুরঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করে সুকান্ত বলেন, 'দেবীপক্ষ চলছে। তবে এই দেবীপক্ষ স্বস্তির নয়। অভয়ার বিচার এখনও হয়নি। সেই বিচারের দাবিতে মন ভারাক্রান্ত। যেভাবে দুর্বৃত্তদের বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উপর মানুষ রুষ্ট। এবার দেবীপক্ষের মধ্যেই জয়নগরে এক নাবালিকাকে ধর্ষিতা ও খুন হতে হয়েছে। তাই একজন নাগরিক ও মেয়ের বাবা হিসাবে আমি ঠিক করেছি, এবার আর কোনও পুজো উদ্বোধন করব না। এভাবেই এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানাব। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেন মা।'

আগামীকাল তিনি জয়নগর যাবেন। জয়নগরের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ওখানে একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। সেখানে পুলিশকে মারধর সহ নানা ঘটনা ঘটছে। আসলে এটা পুলিশের উপর নয়, গৃহমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু কেউ তাঁকে সামনে পাচ্ছে না, তাই পুলিশ বা অন্যদের আক্রমণ করছে ক্ষিপ্ত মানুষজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে পেলে হয়তো তাঁর উপরেই এই আক্রমণ হত।'

> দেবীপক্ষ চলছে। তবে এই দেবীপক্ষ স্বস্তির নয়। অভয়ার বিচার এখনও হয়নি। সেই বিচারের দাবিতে মন ভারাক্রান্ত। যেভাবে দুর্বৃত্তদের বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উপর মানুষ রুষ্ট। এবার দেবীপক্ষের মধ্যেই জয়নগরে এক নাবালিকাকে ধর্ষিতা ও খুন হতে হয়েছে। তাই একজন নাগরিক ও মেয়ের বাবা হিসাবে আমি ঠিক করেছি, এবার আর কোনও পুজো উদ্বোধন করব না।
>
> **সুকান্ত মজুমদার,** কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

পুজোর মুখে বস্ত্রদান কর্মসূচিতে এসেও এনিয়ে সরব সুকান্ত। গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বস্ত্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তাঁর বক্তব্য, 'দেবীপক্ষেও আমাদের দুর্গাদের ধর্ষিতা ও খুন হতে হচ্ছে। শুধুমাত্র সরকারের অপদার্থতায় এসব হচ্ছে। এই মুখ্যমন্ত্রী যতদিন থাকবেন, রাজ্যে ধর্ষণ থাকবে। আমরা তাঁর পদত্যাগ চাই। জয়নগরে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সম্ভবত তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। জয়নগরের মানুষ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় আগুন লাগাচ্ছে। এসব ভাবা যায়! আমি আগামীকালই সেখানে যাচ্ছি।'

ইদগাহের জমি রেকর্ডে প্রতারণার অভিযোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ অক্টোবর : ইদগাহ নির্মাণের জন্য ৪১টি পরিবার অল্প সঞ্চয়ে চাঁদা তুলে জমি কিনেছিলেন গ্রামের মধ্যে। আর সেই জমি কেনা হয়েছিল গ্রামেরই দুই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নামে। কিন্তু সেই জমি হস্তান্তর করতে গিয়ে দেখা গেল ওই দুই প্রবীণ ইদগাহের জন্য কেনা জমি তাদের ছেলেদের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। গ্রামবাসীরা টাকা কিংবা জমি ফেরত চাইলে তাদেরকে কোনওটাই দিতে নারাজ ওই দুই ব্যক্তি। আর এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক এলাকার বসতপুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের টাকায় কেনা জমি ফেরানোর জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের পুলিশ প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বসতপুর গ্রামের বাসিন্দারা ইদগাহ নির্মাণের জন্য ৪১ শতক জায়গা কেনেন। এই জায়গা কেনার জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরা চাঁদা তোলেন এবং তাদের মসজিদের অধীনে থাকা সাত কাঠা জমিও বিক্রি করে দেন। এরপর জমিটি গ্রামের দুই বাসিন্দা আবদুস সাত্তার এবং মহম্মদ বিশু নামে দুই ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি নেওয়া হয়। এরপর গ্রামের বাসিন্দারা সেই জমি ফের তাদের কাছ থেকে মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়ার দাবি করলে তারা জানায় এই জমি দেওয়া যাবে না।

দেখা যায় ইতিমধ্যেই তারা দুই ভাই নিজেদের ছেলের নামে গ্রামবাসীদের টাকায় কেনা জমি রেকর্ড করে দিয়েছেন। অভিযোগ, গ্রামের কবরস্থানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ওই দুই ভাই। এরপরই গণ্ডগোল শুরু হয়। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

স্থানীয় বাসিন্দা আনসার আলি বলেন, 'গ্রামবাসীদের টাকায় কেনা জমি ওই দুজন আত্মসাৎ করেছে অসৎ উপায়ে। পাশাপাশি রেজিস্ট্রি করার জন্য আমরা ৪১ হাজার টাকা দিয়েছিলাম সেটাও হাতিয়ে নিয়েছে। এখন জমি, টাকা কোনওটাই ফেরত দিচ্ছে না তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন আবদুস সাত্তার। তার দাবি, মসজিদের যেটুকু পাওনা জমি ছিল, তা ফিরিয়ে দিয়েছেন বাকিটা রেজিস্ট্রি করেছেন। এবং ওই মসজিদের মৌলবি গ্রামবাসীর কাছে টাকা পেতেন। তাই তিনি সেই টাকা পরিশোধ করেছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
নিউ আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নিউ আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা স্বপ্না দাস - কে

27.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 63B 14752 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারিটি আমাদের এলাকার অনেক লোকের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং আমরা অনেক পুরস্কারের বেশ কয়েকজন বিজয়ী দেখতে পাচ্ছি। আমিও এই ধরনের খবর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এবং আমি তখন সেখানে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতে শুরু করেছিলাম। আমার ট্রায়ালটি ক্লিক করেছে, এবং আমি এখন একজন কোটিপতি হয়ে গেছি। আমি এই উপলক্ষে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

নর্দমা নির্মাণে নিম্নমানের কাজ

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে না এলাকার নর্দমা। বিষয়টি নজরে আসতেই এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল এলাকাবাসী। ঘটনাটি বালুরঘাট পুরসভার ১৪-নম্বর ওয়ার্ডের এনসি হাইস্কুলপাড়া সংলগ্ন এলাকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় কাউন্সিলার তথা বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি অনোজ সরকার। সঠিকভাবে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বালুরঘাট

বালুরঘাট পুরসভার চকভৃগুর ১৪-নম্বর ওয়ার্ডের এনসি হাইস্কুলপাড়া এলাকায় নতুন নর্দমা তৈরি করা হচ্ছে। নর্দমা তৈরিতে বালুরঘাট পুরসভার তরফে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সেই নর্দমা সঠিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা।

বাসিন্দা মানস তলাপাত্র ও প্রণতি বিশ্বাস বলেন, 'নতুন নর্দমা হচ্ছে। কিন্তু নর্দমার গভীরতা এক করা হচ্ছে না। কোথাও বেশি গর্ত আবার কোথাও কম গর্ত করা হচ্ছে। একটা কালভার্টের উপর দিয়ে নর্দমা হচ্ছে। তাহলে তো জলই বেরবে না। বিষয়টি কাউন্সিলারকে জানিয়েছি। সঠিকভাবে কাজ করার আবেদন করেছি।'

কাউন্সিলার তথা বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি অনোজ সরকার বলেন, 'ওয়াটার লেভেল করে ড্রেন করার কথা বলা হয়েছে। সঠিকভাবেই কাজ করা হবে।'

নারী নিরাপত্তায় জোর পুলিশের

রায়গঞ্জ ও মালদা, ৫ অক্টোবর : আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জের গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ। শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ কর্ণজোড়ার এসপি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ম্যাপ প্রকাশ করা হয়।

এবছর রায়গঞ্জ শহরে মোট ৩৭টি ড্রপ গেট তৈরি করা হচ্ছে। ৯ অক্টোবর দুপুর তিনটা থেকে ১২ অক্টোবর রাত দুটো পর্যন্ত শহরে বাইক, টোটো সহ অন্য যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি থাকবে বলেও জানানো হয় এদিন। শহরের তেরোটি জায়গায় পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। থাকবে পুলিশের ভ্রাম্যমাণ বাইকবাহিনীর ছয়টি কেন্দ্র। পাশাপাশি পুজোর প্রতিমা দর্শন নির্বিঘ্নে করাতে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় একশোজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করছে। শিশু ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মহিলাদের সুরক্ষার জন্যেও বিশেষ 'পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানে'র উদ্বোধনও করা হয়।

পাশপাশি এদিন মালদা শহরেও পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হল। মহিলা নিরাপত্তায় বিশেষ জোর থাকছে জেলা পুলিশের। রবিবারই উদ্বোধন হতে চলেছে পিঙ্ক পেট্রোলের। পাশাপাশি সাইবার সচেতনতা বাড়াতে পুজোর দিনগুলোতে সাইবার ট্রেজার হান্টের আয়োজন করছে মালদা জেলা পুলিশ।

পুজোর দিনগুলিতে ৪২০৪ জন পুরুষ সিভিক ভলান্টিয়ার, ৫৫৭ মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার, ৫০০ জন পুরুষ কনস্টেবল, ১০৮ জন মহিলা কনস্টেবল, ২৪৬ জন অফিসার, ১৫ জন ইনস্পেকটর কাজ করবেন। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য সাদা পোশাকের পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় টহল দেবে। উইনার্স স্কোয়াড যেমন শহরে টহল দেবে তেমনই একটু দূরের এলাকার জন্য পিঙ্ক পেট্রোলের ব্যবস্থা করা হবে। এবছর মালদা শহরে ড্রপগেটের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৮টি করা হয়েছে। পুলিশ সহায়তা বুথ বাড়িয়ে ১৭টি করা হয়েছে।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

মানিকচক, ৫ অক্টোবর : বিষাক্ত সাপের ছোবলে মৃত্যু হল নয় বছরের নাবালিকার। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে, মালদার মানিকচকের নারায়ণপুর চর এলাকায়। মৃত নাবালিকার নাম রতিকা চৌধুরী। সকালে বাড়ির পাশে খেলা করছিল রতিকা। সে সময় হঠাৎ ওর পা গর্তে পড়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের জানালে তারা ওই গর্তের কাছে এসে দেখে সেখানে একটি বিষধর সাপ রয়েছে। নদী পেরিয়ে দেড় ঘণ্টা পর মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছালে চিকিৎসক রতিকাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সারা বছর ঠাকুমা-দিদিমা
শারদোৎসবে শুধুই বুড়িমা
আজও অদ্বিতীয়!
বুড়িমার আতস বাজী
BURIMA FIRE WORKS
BELUR ● HOWRAH
Ph. 033-26545744

Authorised Spare Parts Distributor for North Bengal &Sikkim
ANAND
TATA MOTORS
Connecting Aspirations
WE ARE HIRING

Anand Group invites application for the following posts for its new business of Tata Motors Spare Parts Distributorship for North Bengal & Sikkim.

- General Manager (1)- Must be a MBA with at least 10 years of experience in Automobile/FMCG trade, good knowledge about the market and capable to handle workforce and targets.
- Sales Manager (2): Graduate with at least 7 years of experience as sales manager in automobile trade preferably in commercial vehicle segment.
- Distributor Sales Representative-DSR (7) : Graduate with minimum 3 years' experience in market as sales executive preferably in 4 wheeler automobiles
- Missionary Sales Representative - MSR (6) : Graduate with minimum 2 years automobile experience or fresh ITI/diploma automobile/mechanical.
- Accounts Executive (2): Billing and accounts executive. Should be experience in CRM, Tally, MS Office and at least 3 years experience.
- E-Commerce Manager (1) : Should be well versed with online platforms, excel and experience of online operations is compulsory.

Interested candidates can send their resume by email: **tata.parts@anandslg.com** or drop in sealed envelope clearly marked for the post at mentioned address below:
Anand Merchants Pvt Ltd, 37/485, Phapri Road, Near Forest Range office, eastern bye pass road, Siliguri 734008.

www.zalimlotion.in
ZALIM® LOTION
Fastest >Trusted >Tested
...Since Generations
দাদ, চুলকানি এবং একজিমা থেকে তৎক্ষণাৎ উপশম।
নিকটবর্তী মেডিকেল স্টোর থেকে কিনুন।
ANIL PUB.
E-mail for Dealership at zalimlotion1929@gmail.com

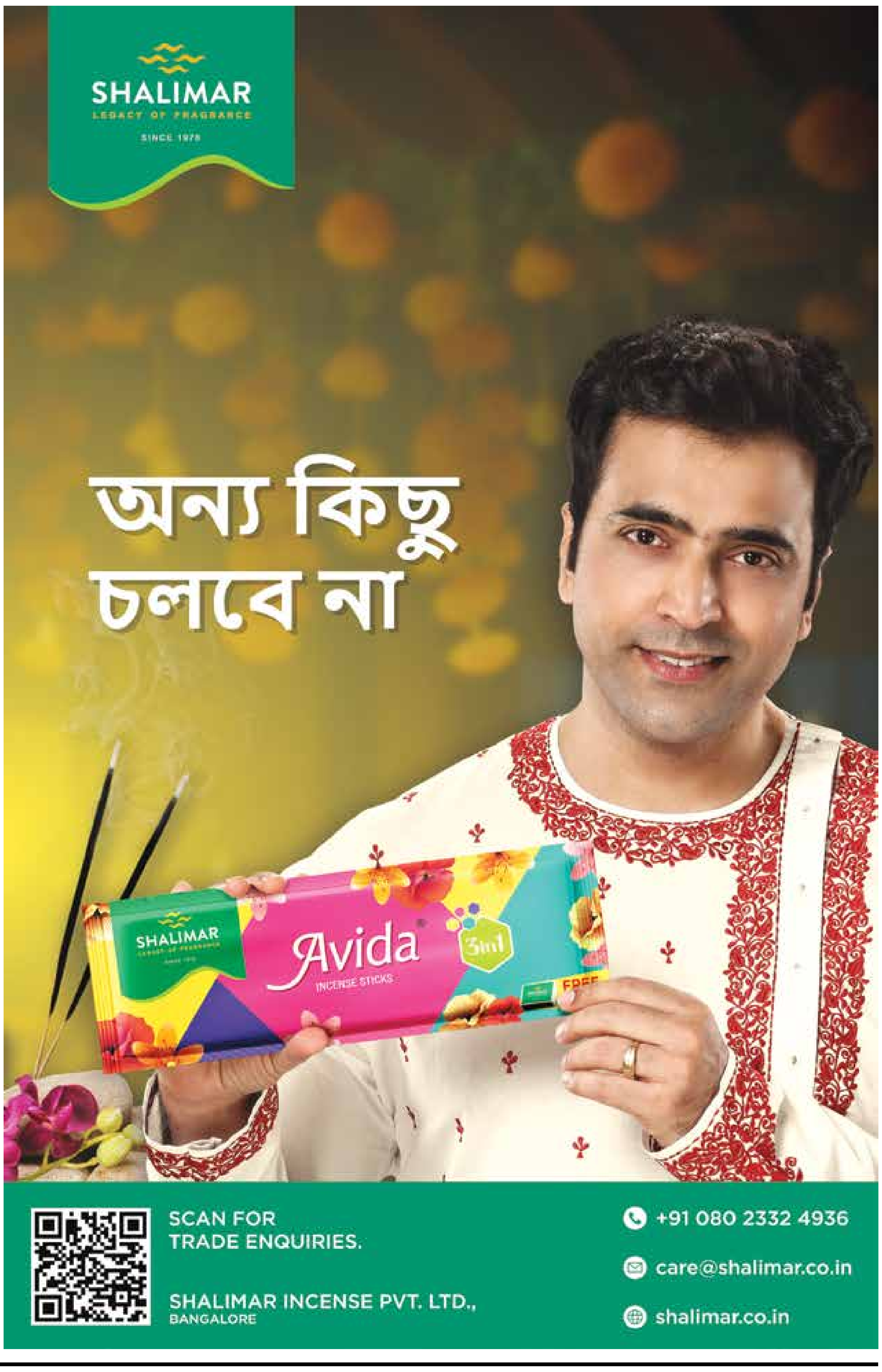

SHALIMAR
LEGACY OF FRAGRANCE
SINCE 1978
অন্য কিছু চলবে না
SHALIMAR Avida 3in1 INCENSE STICKS FREE
SCAN FOR TRADE ENQUIRIES.
SHALIMAR INCENSE PVT. LTD., BANGALORE
+91 080 2332 4936
care@shalimar.co.in
shalimar.co.in

কালিয়াগঞ্জে ক্ষুব্ধ পুলিশ

১৫ পদ্মনেতার নাম বাদ চার্জশিটে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : কালিয়াগঞ্জে থানা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বাইক পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় চার্জশিটে নেই বিজেপির প্রথম সারির ১৫ জন নেতার নাম। অভিযোগ উঠছে, তদন্তকারী অফিসার ওই ১৫ জনের নাম বাদ দিয়েছেন। ঘটনায় ফুঁসছে জেলা পুলিশ মহল। এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছেন না। তবে বাতাসে কান পাতলে শোনা যাবে ,পুলিশমহল বলছে কিল খেয়ে কিল হজম করব না। অবিলম্বে ওই ১৫জনের নাম চার্জশিটে ঢোকাতে হবে।

রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া – 'আমরা হতবাক। এর পিছনে নিশ্চয় অন্য কোনও কারণও রয়েছে।' রায়গঞ্জের বিশিষ্ট আইনজীবী রোহিত দাস বলেন, 'তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত হোক। তবেই আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।'

কুনোরে এক নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় ২৫ এপ্রিল কালিয়াগঞ্জ থানায় কয়েক হাজার বিজেপির নেতা-কর্মী ডেপুটেশন দিতে এসেছিল। ডেপুটেশনের নাম করে থানায় অগ্নিসংযোগ, পুলিশ অফিসারদের কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ভারী বস্তু দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ১২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগে অভিযুক্ত পদ্ম সাংসদের ছায়াসঙ্গী রানাপ্রতাপ ঘোষের জামিন খারিজ করে দেয় আদালত। যদিও সে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে। সুকান্ত মোড়ে দোকানদারি করছেন। আরও এক অভিযুক্ত ছোটন বর্মনের নামও চার্জশিটে নেই। অভিযুক্ত সম্প্রতি পুলিশের কনস্টেবল পদে যোগ দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। সিংহভাগ কাজ করার পর সেখান থেকে বদলি হয়ে বর্তমানে রায়গঞ্জ থানায় কর্মরত। পরবর্তীতে জগৎজীবন ঘোষ তদন্তের দায়িত্ব পান। দুই অফিসারের যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে তৈরি হয় চার্জশিট। দেখা যায় মামলায় ১৫ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ অফিসার বলেন, ঘটনায় দুজন সিভিক সহ ১৪জন পুলিশ অফিসার গুরুতর জখম অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি হন। তাদের মধ্যে একাংশকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। সেদিনের ঘটনায় কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দারাও রীতিমতো আঁতকে ওঠেন। আন্দোলনকারীদের মারের ভয়ে অনেক পুলিশকর্মী থানা সংলগ্ন শহরের বাসিন্দাদের বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাদের বাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, '১৫ জন অভিযুক্তের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব। পাশাপাশি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "আইন আইনের মতন চলবে। তৎকালীন আইসি দীপাঞ্জন দাসকে নোটিশ পাঠানো হবে। আদালতে এসে জানাতে হবে, ১৫ জনের নাম কেন চার্জশিটে নেই।' জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তারকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

আজ টিভিতে

গুহবাড়িতে কথা-এভির প্রথম দুর্গোৎসব পালন। নাচগান, খাওয়াদাওয়ায় জমে যাবে গুহবাড়ির দুর্গাপুজো। **কথা** -১ ঘণ্টার মহাপর্ব- রাত ১০টায় **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ কথা- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, বিকেল ৩.৩০ সন্তান, সন্ধ্যা ৬.২০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.২০ যা চণ্ডী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুজনে, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধ্যা ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বন্ধু

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ম্যাও, বিকেল ৩.০০ নবরূপে দেবী দুর্গা, বিকেল ৫.০০ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৮.৩০ প্রধান, রাত ১২.০০ সাঁঝবাতি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ সন্তান যখন শত্রু

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

পরাণ যায় জ্বলিয়া রে সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা সকাল ১১.৪৮ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

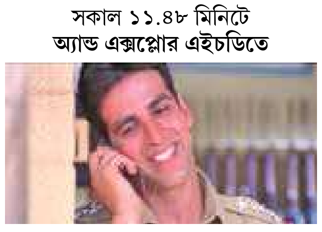

খাকি রাত ১০.২৫ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে

দ্য ডার্ক নাইট দুপুর ২.৫৫ মিনিটে সোনি পিক্সে

ধর্নায় বসবেন গৌতম

এনজেপিতে সরকারি বাসে নিষেধাজ্ঞা

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন (এনজেপি)-এ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এনবিএসটিসি)-র বাস ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এমনকি এর প্রতিবাদে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

দুর্গাপুজো পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মেয়র। কালীপুজোর আগে রেল সিদ্ধান্ত বদল না করলে এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান, স্থানীয় কাউন্সিলার এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের নিয়ে ধর্নায় বসবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন গৌতম। যদিও রেলের দাবি, স্টেশনে যেতে কোনও বাসকেই বাধা দেওয়া হচ্ছে না। এনবিএসটিসি কিংবা রাজ্যের তরফে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি করেছে রেল।

গৌতম বলেছেন, 'ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের বাচ্চা সহ ব্যাগপত্র নিয়ে এতদূর হেঁটে আসতে হচ্ছে বাসের জন্য। বয়স্কদের কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে রোদ এবং বৃষ্টিতে সমস্যা আরও বাড়ে। সরকারি বাস স্টেশনে যেতে দিচ্ছে না রেল। পুজোয় চালু করতে চাইছি। ওঁরা না আটকালে ভালো।'

শনিবার রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী এবং পরিবহণ সচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন মেয়র। নবান্ন স্তরেও যাতে রেলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা হয়, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম। রাজ্য সরকারের কথাতেও যদি কাজ না হয়, তবে তাঁর ধর্নায় বসা একপ্রকার নিশ্চিত করে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন দেবের প্রতিক্রিয়া, 'স্টেশনে বাস ঢুকতে দেওয়া হবে না, এমন কোনও নির্দেশিকা নেই। নেপালের বিভিন্ন বাস, সেনাবাহিনীর বাস তো ঢুকছে। যেহেতু এনজেপি স্টেশনটি বিশ্বমানের হবে, সেই লক্ষ্যে এখন কাজ চলছে। সেখানে যাতায়াতে একটু সমস্যা হতে পারে।' তবে এনবিএসটিসি'র বাস যে স্টেশনে ঢুকতে পারছে না, সেই বিষয়ে রেলকে কেউ জানায়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পাশাপাশি বাস স্টেশনে ঢুকলে 'রেলের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই' বলে জানিয়েছেন নীলাঞ্জন।

এনজেপি থেকে বিভিন্ন রুটে সিটিবাস পরিষেবা চালু করেছিল এনবিএসটিসি। আগে স্টেশন চত্বর থেকেই যাত্রীরা বাস ধরতে পারতেন। কিন্তু সম্প্রতি কোনও সরকারি বাস স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাসগুলি স্টেশন চত্বর থেকে দূরে সেনা ক্যাম্পের কাছে রাখতে হচ্ছে। একাধিকবার এ নিয়ে স্থানীয় স্তরে রাজ্য এবং রেলের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।

বারবার টক টু মেয়রে ফোন আসছে বলে জানিয়েছেন গৌতম। রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র। 'রাজনৈতিক কারণে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে' বলে তাঁর অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'স্টেশনে বাস ঢোকার ক্ষেত্রে কোনও বারণ নেই। গৌতম দেবের কথা আমরা কেউ বিশ্বাস করি না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বদনাম করতে এসব বলা হচ্ছে।'

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। - ফাইল চিত্র

> ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের বাচ্চা সহ ব্যাগপত্র নিয়ে এতদূর হেঁটে আসতে হচ্ছে বাসের জন্য। বয়স্কদের কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে রোদ এবং বৃষ্টিতে সমস্যা আরও বাড়ে। সরকারি বাস স্টেশনে যেতে দিচ্ছে না রেল। মেনে নেব না। পুজোয় চালু করতে চাইছি। ওঁরা না আটকালে ভালো।
>
> **গৌতম দেব**

বারলার বাড়িতে রোশন

নাগরাকাটা, ৫ অক্টোবর : ডুয়ার্স, তরাই, পাহাড় নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হয়ে সওয়াল করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। শনিবার তিনি বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেখানে বলেন, 'আমাদের তো ইচ্ছে যে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা হোক। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে খুবই ভালো হবে। তাহলে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই এলাকা চলে আসবে।' যদিও বারলা এদিন সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, 'রোশনরা আমার পুরোনো বন্ধু। ২০১০ সাল থেকে ওঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক। এখানকার মানুষ আমাদের ওপর ভরসা রেখে চলছেন।'

রোশন শনিবার বিকেলে হঠাৎই বারলার বাড়িতে আসেন। তিনি কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানে শহিদ মেজর দুর্গা মল্ল ও বীর আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার মূর্তি উদ্বোধনের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বলে জানান। সেখান থেকে দার্জিলিংয়ে ফেরার পথে তাঁর এই প্রথম বারলার বাড়িতে আগমন। চা বোনাস নিয়েও দুজনেই তাঁদের বিরোধিতার কথা তুলে ধরেন।

রোশনের কথায়, 'পাহাড়ে ১৬ শতাংশ হারের বোনাস দিয়েছে। শ্রমিকরা এতে একেবারেই খুশি নয়। মন্ত্রী পরবর্তীতে আরও ৪ শতাংশের বিষয়ে কথাবার্তার বিষয়ে সেখানকার জোটবদ্ধ শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে জানিয়েছেন। কথা হবে বলেও শুনেছি। ডুয়ার্সের ক্ষেত্রেও এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।'

e-TENDER NOTICE
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **NIT No: BANARHAT/EO/NIT-004/2024-25.** Last date of online bid submission 23/10/2024 at 06.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

E-TENDER NOTICE
NAGRAKATA DEV BLOCK
TENDER ID: 2024_ZPHD_761724_1 TO 8
NIT No: 26/NKT/24-25 fund: TDD(BCW) is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 21/10/24. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **https://wbtenders.gov.in** and office notice board
Sd/-
Block Dev. Officer
Nagrakata Dev. Block

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন-২০২৪-কে-১৯, তারিখ : ০৪-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং : এন-২০২৪-কে-১৯; কাজের নাম :** নরপতগঞ্জ প্রান্তের দিকে সেতু সংযোগের ক্ষেত্রে ফোর্বসগঞ্জ স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের জন্য সিগন্যাল এবং টেলিকমের কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,২১,৪৮,১৫৩.৮৯/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ২,১০,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ২৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
[illegible]

ডিসম্যান্টলিং ও অন্যান্য ইউটিলিটি স্থানান্তর
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি/ইএল/১৯/২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১. **টেন্ডার নং: এপি/ইএল/১৯/২৪-২৫, কাজের নাম :** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে : "অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম"-এর অধীনে ১৫টি স্টেশনে ডিসম্যান্টলিং ও অন্যান্য ইউটিলিটি স্থানান্তর। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ১,৫৫,০৩,৪৫৪.৫৫/- টাকা, **বায়নার অর্থ:** ২,২৭,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/
আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৫৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ১. আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** হারমুতিতে- প্রোজেক্ট আই ডি- ০৮.০৪.৫৩.২৪.৩.৫৩.০০৩ -এর অনুমোদিত কাজের বিপরীতে গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৩,১০,৪৭,৯৮৯.৫৫ টাকা। বায়নার অর্থ: ৮,০৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৩০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৩১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

দাঁতালের 'অবরোধে' যান চলাচল ব্যাহত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৫ অক্টোবর : শনিবার দুপুর তখন দুটো। লাটাগুড়ি চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মহাকালধামের ঠিক আগে হঠাৎই একটি মস্ত দাঁতাল উঠে পড়ে জাতীয় সড়কের ওপর। হাতিটি একবার লাটাগুড়ির দিকে আবার কখনও চালসার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। যার জেরে জাতীয় সড়কের এই পথে বন্ধ হয়ে যায় গাড়ির চলাচল। রাস্তার দু'ধারে আটকে পড়ে বহু যাত্রীবাহী গাড়ির পাশাপাশি পর্যটকদের গাড়িও।

পর্যটকদের মধ্যে বেশিরভাগই তখন জঙ্গল সাফারি অথবা গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনার থেকে ফিরছিলেন। সেইসময়ে চোখের সামনে হাতি দেখতে পেয়ে তাঁদের অবস্থা যেন খানিক রথ দেখা কলা বেচার মতো। গণেশের বাহনকে ঘিরে চলল দেদার ছবি তোলাও। ঘণ্টাখানেক পর বন দপ্তরের কর্মীরা পটকা ফাটিয়ে প্রথম হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। বিকেল ৪টা নাগাদ অন্য আরেকটি হাতি চলে আসে বন দপ্তরের বিচাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসের সামনে। সেই দাঁতাল মিনিটপাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকে জাতীয় সড়কের ওপর। আবার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে আর বনকর্মীদের আসতে হয়নি। হাতিটি নিজেই জঙ্গলে প্রবেশ করলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'জাতীয় সড়কের দু'পাশেই গভীর জঙ্গল। রাস্তাটি হাতি যাতায়াতের করিডর। মাঝেমধ্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে বনকর্মীরা খবর পেলেই সেই হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এদিনও সেরকম একটি ঘটনাই ঘটেছে।' তবে জাতীয় সড়কে হাতি বেরিয়ে পড়লে তাদের সামনে যেতে বা তাদের বিরক্ত না করতে সকলকে অনুরোধ করেন তিনি।

কলকাতার পর্যটক দীপালি সরকার, সন্দীপ সেনরা জানান, তাঁরা যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার থেকে ফিরছিলেন। টাকা খরচ করে জঙ্গলে ঘুরেও হাতির দেখা পাননি। কিছুটা নিরাশ হয়ে যখন ফিরছিলেন ঠিক তখনই রাস্তায় স্বয়ং গজরাজকে দেখে খুশি সামলে রাখতে পারেননি তাঁরা। হাতে থাকা মোবাইলের ক্যামেরায় প্রাণভরে বন্দি করে নেন সেই দৃশ্য।

ময়নাগুড়ির বাসিন্দা পিন্টু দাস এদিন জরুরি কাজে মালবাজার যাচ্ছিলেন। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে থাকায় যথেষ্টই বিরক্ত তিনি।

> জাতীয় সড়কের দু'পাশেই গভীর জঙ্গল। রাস্তাটি হাতি যাতায়াতের করিডর। মাঝেমধ্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে বনকর্মীরা খবর পেলেই সেই হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এদিনও সেরকম একটি ঘটনাই ঘটেছে।
>
> **বিকাশ ভি** *ডিএফও*

লাটাগুড়ি-চালসাগামী জাতীয় সড়কে হাতি। শনিবার শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

বেতন পেলেন ২০ কর্মী

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর : দীর্ঘ টালবাহানার পর পুজোর মুখে অবশেষে বেতন পেলেন এজেন্সির মাধ্যমে নিযুক্ত কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন কর্মী। শনিবার বেতন পাওয়ার পর খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ২০ জন কর্মী অক্টোবর মাসের ৪ তারিখ পেরিয়ে গেলেও সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পাচ্ছিলেন না। সেজন্য সংগঠনের তরফে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না।

এবিষয়ে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদ বলেন, '৪ অক্টোবর বিকাল পর্যন্ত বেতন না হওয়ায় শেষপর্যন্ত দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে গোটা বিষয়টি জানাই। এরপর তিনি আমাদের পরামর্শ দেন, জেলার জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে যেতে। আমরা জয়েন্ট লেবার কমিশনার সুমন্ত রায়ের কাছে যাই। গোটা বিষয়টি শোনার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'

রাতে কর্তৃপক্ষ ও বেতন না পাওয়া কর্মীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা মিটিং হয়। শেষপর্যন্ত শনিবার কর্মীরা তাঁদের বেতন পেলেন। এজেন্সি মারফত নিযুক্ত কর্মী সমীরকুমার সরকার বলেন, 'আমরা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জয়েন্ট লেবার কমিশনার সুমন্ত রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।'

> ৪ অক্টোবর বিকাল পর্যন্ত বেতন না হওয়ায় শেষপর্যন্ত দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে গোটা বিষয়টি জানাই। এরপর তিনি আমাদের পরামর্শ দেন, জেলার জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে যেতে। আমরা জয়েন্ট লেবার কমিশনার সুমন্ত রায়ের কাছে যাই। গোটা বিষয়টি শোনার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
>
> **রুয়েল রানা আহমেদ**

কুলিক নদীর পাড়ে থার্মোকলের বাক্স

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : কুলিক নদীর পাড়ে পক্ষীনিবাস লাগোয়া এলাকায় যথেচ্ছভাবে ফেলা হচ্ছে নিষিদ্ধ থার্মোকল ও আবর্জনা। অভিযোগ, ভিনরাজ্য থেকে আসা মাছের গাড়িগুলো থেকে অব্যবহৃত বাক্সগুলি ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন আবর্জনা নিয়ে এসে ফেলা হচ্ছে। ফলে কুলিকের জল যেমন দূষিত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষ নিষিদ্ধ থার্মোকল ও আবর্জনা ফেলার দাবি জানিয়েছেন।

রায়গঞ্জ শহরের লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত কুলিক নদী। শহরের বুক চিরে প্রবাহিত এই নদীর ইতিহাস বহু প্রাচীন। সেইসঙ্গে সেখানে রয়েছে কুলিক পক্ষীনিবাস। রাজ্য তো বটে, ভিনরাজ্য থেকেও এখানে আসেন পর্যটকরা। কিন্তু মানুষের অসচেতনতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আজ দূষিত। প্রশাসন নিশ্চুপ। বেশ কিছু দিন ধরে থার্মোকলের বাক্স ফেলে দিয়ে পালাচ্ছে লরিগুলি। সেগুলো নদীর জলে গিয়ে মিশছে।

স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী রাজভর জানান, 'ভোরের অন্ধকারে অথবা রাতের অন্ধকারে থার্মোকলের বাক্স এবং আবর্জনা ফেলে পালাচ্ছে। এখানে থাকা যাচ্ছে না। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।' দুলাল রাজভর নামে আরেক বাসিন্দা জানান, 'কে, কখন এসব ফেলে যাচ্ছে বোঝা বড় দায়। প্রশাসনের কর্তারা যাতায়াত করছে, কিন্তু তাদের চোখে পড়ছে না।' কৌশিক ভট্টাচার্য জানান, 'আগে কুলিক নদীতে থার্মোকলের বাক্স ফেলা হত, পুরসভা উদ্যোগ নিয়ে বন্ধ করেছে। এখন দেখছি কুলিক ফরেস্টের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে কুলিক বাঁচানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।'

লাগাতার বৃষ্টি হলে থার্মোকল ও আবর্জনা এক হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেলা বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা। তিনি বলেন, 'বাইরে থেকে থার্মোকল ও আবর্জনা নিয়ে এসে ফেলা হচ্ছে। যদিও ওই এলাকাটি জাতীয় সড়কের মধ্যে পড়ে। আমাদের এড়িয়ার মধ্যে পড়ে না। তবু আমরা নজরে রাখছি এবং পুলিশকে জানানো হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কুলিক ফরেস্ট এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখে। তাদেরও বলব নজর রাখতে।'

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
PO- BINNAGURI, DIST-JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail : apsbinnaguri1@gmail.com
Website : www.apsbinnaguri.org
(Mob No : 7718747807)
TENDER NOTICE: PROCUREMENT OF INTERACTIVE SMART CLASS SYSTEM (LED INTERACTIVE PANEL) FOR ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
1. Quotations are invited in two bid system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG/13/Panel dt 06 Oct 2024 and "Commercial Bid" for RFP No 09/APS/BNG/13/Panel dt 06 Oct 2024 and packed in large envelope, duly sealed. The quotes are to be superscribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of item alongwith technical specifications as per Part-V of RFP.
3. Delivery period after issue of Supply Order : Four weeks.
4. Last date for submission of bids :19 October 2024 at 1400hrs.
5. Date of opening of Technical bids: 21 October 2024 at 1300hrs.
6. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officer.
7. All rights reseved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.
Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnaguri

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন, বিখ্যাত বৈদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ, প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজি)-র শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার, সময়- প্রতিদিন ১১টা থেকে ৬টা, অগ্রিম যোগাযোগ - 94340-43593. (C/112497)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/112493)

কিডনি চাই

■ O+ কিডনিদাতা চাই। সহৃদয় পুরুষ/মহিলা 25-45 বৎসরের মধ্যে ইচ্ছুক থাকিলে অভিভাবক সহ সঠিক পরিচয়পত্র নিয়ে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No.- 9832052808. (C/111939)

ভাড়া

■ ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস-এর বিপরীতে হোটেল মেঘনাথ প্যালেস-এর টপ ফ্লোর-এ 2000 sqr.ft. কভার্ড (AC) আর 2500 sqr. ft. ওপেন এরিয়া ভাড়া দেওয়া হবে। Contact : 9734093030. (C/112929)

■ আলিপুরদুয়ারে ভগবতী মেডিকেলে Pharmacist Licence ভাড়া চাই। (M) 9851108096. (U/D)

স্পোকেন ইংলিশ

■ উচ্চারণ চর্চায় নির্ভুল ইংরেজি শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের গাইডেন্স। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/112496)

ক্রয়

■ পুরাতন কয়েন, স্ট্যাম্প, স্ট্যাম্পপেপার, অলংকার, বাসনপত্র ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করি। কোচবিহার। (M) 7679844559. (C/111847)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি শহরে পান্ডাপাড়ায় বাড়ি সহ পৌনে ছয় কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 9749571265. (C/112487)

ক্রয়/বিক্রয়

■ নতুন/পুরোনো বাড়ি, Flat, জমি ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। Bank lone-এর সুবিধা আছে। Slg. 9832480243. (C/112490)

কর্মখালি

■ মহিলা সহায়ক চাই, দিন-রাত্রির জন্য, একজন বিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সঙ্গে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, বয়স সীমিত 25 হইতে35'এর মধ্যে হতে হবে, পড়াশোনা ন্যূনতম মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা), যোগাযোগ :- 9434043593, শিলিগুড়ি সেবক রোড। (C/112497)

কর্মখালি

■ উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ- 9433766101. (K)

■ Wanted 1 female A.T, (GEN) M.Sc., B.Ed. in Physics in Maternity Leave Vacancy. Apply before Selection Committee on 22.10.24 at 12 noon in the school premises with all relevant testimonials in original & Xerox (2 sets) to the Secretary, Alipurduar Newtown Girls' High School (H.S.), P.O. & Dist : Alipurduar, 736121. (C/111955)

Required

■ 150 Bedded Hospital at Siliguri, urgent requirement - well educated- Marketing Executive (Fresher's may apply). Interested candidate can apply at- srograd@gmail.com, hr@anandaloke. com (C/112495)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

মাছ চুরির প্রতিবাদ করায় হুমকি

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : মাছ চুরির প্রতিবাদ করে প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়লেন এক পুকুর মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহর লাগোয়া খিদিরপুরে। পুকুরের মালিক কৃষ্ণ হালদারের বাড়ি বংশীহারী থানা এলাকায় হলেও বর্তমানে তিনি বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকায় বসবাস করেন। তাঁর অভিযোগ,'খিদিরপুরে একটি পুকুরে আমি মাছ চাষ করি। সেই পুকুরের লাগোয়া অপর একটি পুকুরের মালিক সম্প্রতি অতিবৃষ্টির সুযোগ নিয়ে আমার জমির মাছ চুরি করেছে। এর প্রতিবাদ করলে ওই পুকুর মালিক দলবল নিয়ে বাড়ি এসে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গিয়েছেন। আমি বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

গঙ্গারামপুরে হাইমাস্ট

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : পুজোর মুখে গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে হাইমাস্ট লাইটের উদ্বোধন করলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র। শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে আলোক বাতিস্তম্ভের উদ্বোধন করেন। গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিশনপাড়া ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আলোর দাবি তুলেছিলেন স্থানীয়রা। একইভাবে গঙ্গারামপুর কলেজেও এই আলোর উদ্বোধনকরেন তিনি।

আম আদমি'র জেলা কমিটি

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : পুজোর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি গঠন করল আম আদমি পার্টি। জেলায় ১২টি পদে একাধিক নেতৃত্বকে স্থান দিয়ে লিখিত আকারে প্রকাশ করেছে 'আপ' জেলা ইনচার্জ মৃত্যুঞ্জয় বসাক। তালিকায় জেলা সম্পাদক সহ মহিলা ও যুব শাখার ইনচার্জ সহ একাধিক পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সাজ পার্বণ

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : 'সাজ পার্বণ ২০২৪' প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে বালুরঘাট আর্য সমিতি জেলাস্তরে প্রথম স্থান অধিকার করল। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় ফলাফলের ভিত্তিতে ২২টা জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আর্য সমিতি। প্রথম স্থান অধিকার করে হুগলি জেলার প্রতিযোগী এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বীরভূম জেলার প্রতিযোগী। আর্য সমিতি ক্লাবের হয়ে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে সুকন্যা ফ্যাশন অ্যাকাডেমি ও মডেলিং স্টুডিও।

বৈঠকে সুকান্ত

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : শনিবার দুপুরে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে জেলা কোড় কমিটি এবং অন্য নেতাদেরকে নিয়ে বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। আগামীদিনের কর্মসূচি ও দলের রূপরেখা নিয়ে বৈঠক হয়।

বৃক্ষরোপণ

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। সেই জায়গা থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিল রোটারি ক্লাব অফ বালুরঘাট আত্রেয়ী গ্রেটার। শনিবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদামাইল লক্ষ্মীপ্রতাপ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্যদের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গণিত অভীক্ষা

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : শুক্রবার সেন্টার ফর পেডাগজিক্যাল স্টাডিস ইন ম্যাথমেটিক্স-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গণিতের পরীক্ষা 'অ্যাচিভমেন্ট কাম ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইন ম্যাথমেটিক্স ২০২৪'। বালুরঘাটের নালন্দা বিদ্যাপীঠ স্কুলে ৪৩০ জন ছাত্রছাত্রী এদিন এই পরীক্ষায় বসেছিলেন।

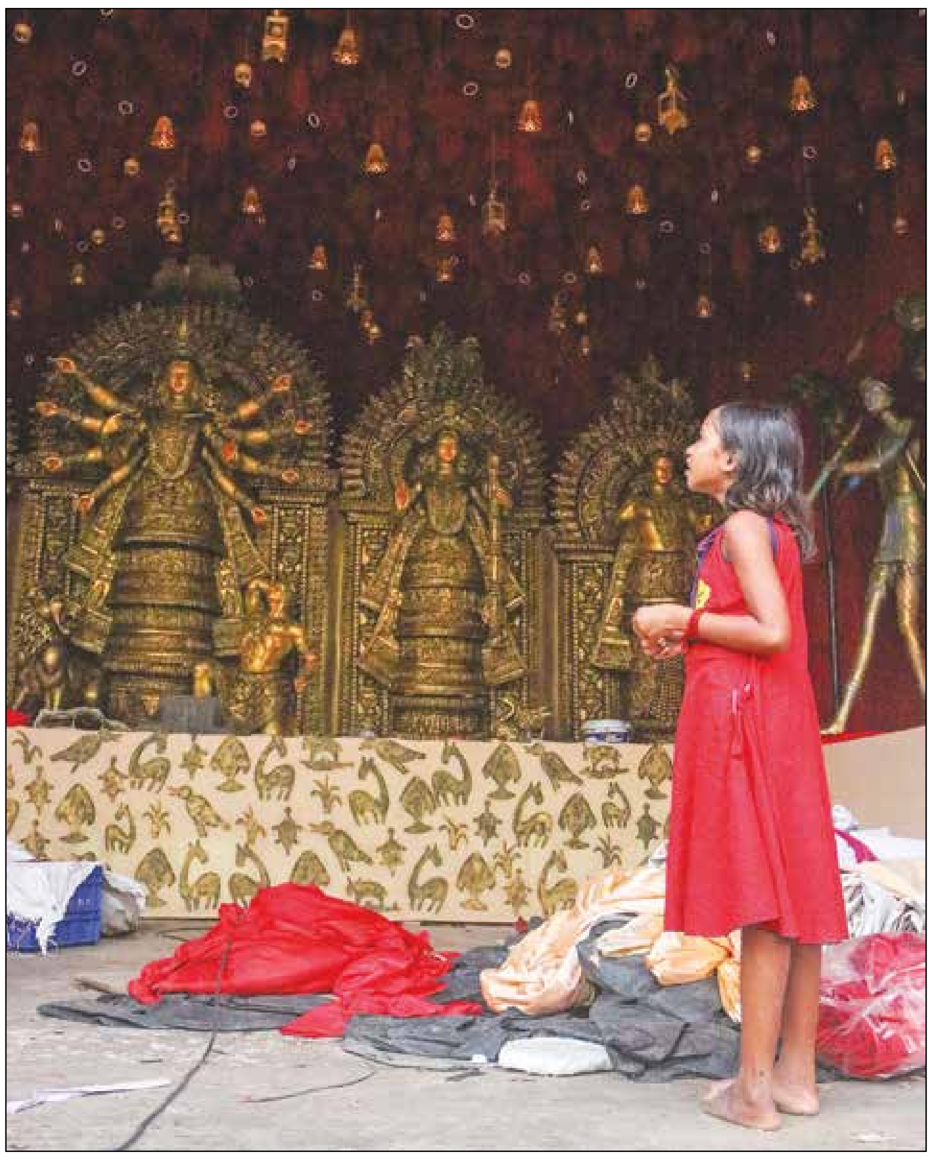

মায়ের সাজ দেখে মুগ্ধ মেয়ে। শনিবার বালুরঘাটের সৃজনী সংঘে। - মাজিদুর সরদার

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত জেলা পরিষদ সদস্য

অবৈধ মদের ঠেক উচ্ছেদের জেরে হামলা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৫ অক্টোবর : দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য তারাশংকর রায়। তিনি হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকা থেকে অবৈধ মদের ঠেক উচ্ছেদ করার চেষ্টার জন্যই তারাশংকরবাবুর উপর হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। একই দাবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও।

শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দরগাপাড়া এলাকায়। হামলার পর রাতেই তারাশংকরবাবুকে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় রুরাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। এখনও তিনি মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

আক্রান্ত তারাশংকরবাবু বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য। অভিযোগ, শনিবার রাতে তিনি শ্রীরামপুরের দরগাপাড়ায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর স্কলারশিপ ফর্মে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে স্বাক্ষর করার কাজ করছিলেন। সেই সময় এলাকারই বাসিন্দা জগদীশ সিংহ নামে এক যুবক তাঁর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। বাঁশ দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। পরে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। যদিও স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে প্রাণে বাঁচান। এই ঘটনায় রাতেই হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

> পুরুষ-মহিলা যেই হোক, এলাকায় কাউকে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্যই জেলা পরিষদের সদস্য তারাশংকর রায়কে হামলার মুখে পড়তে হল।
>
> **সুমিত্রা মণ্ডল**
> স্থানীয় বাসিন্দা

এই ঘটনার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক যুবকের আস্ফালনের ভিডিও ভাইরাল হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই না করলেও দেখা গিয়েছে, ওই যুবকের গলায় হুমকির সুর। তেমনটাই বলছেন গ্রামবাসীরা। তাঁরা আরও জানাচ্ছেন, অবৈধ মদের ঠেক উৎখাত করার চেষ্টা করার জন্যই আক্রান্ত হয়েছেন তারাশংকরবাবু।

এলাকার এক বধূ সুমিত্রা মণ্ডল জানাচ্ছেন, 'পুরুষ-মহিলা যেই হোক, এলাকায় কাউকে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্যই জেলা পরিষদের সদস্য তারাশংকর রায়কে হামলার মুখে পড়তে হল। ঘটনার পর আমরা ছুটে যাই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে আক্রান্ত তারাশংকরের মাথায় জল ঢেলে সুস্থ করার চেষ্টা করি।'

হবিবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে জগদীশ সিংহ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ঘনঘন চুরিতে অতিষ্ঠ ডালখোলাবাসী

ডালখোলা, ৫ অক্টোবর : পুরসভা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ডালখোলায়। বুধবার রাতে ডালখোলা দেশবন্ধুপাড়ার একটি গ্যারাজে ফের চুরির ঘটনা ঘটে। একটি মোটর সহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ চুরি যায়। পুজোর আগে ঘনঘন চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ ডালখোলাবাসী। বাসিন্দাদের অনেকেরই অভিযোগ, এলাকায় নেশাখোরদের আনাগোনা মাত্রাতিরিক্ত। তারাই নেশার সামগ্রী কিনতে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে।

গ্যারাজের মালিক মুসফিক জানান, 'প্রতিদিনের মতো বুধবার রাত ১০টা নাগাদ কাজ শেষ করে মল্লিকপুরে বাড়িতে যাই। বৃহস্পতিবার সকালে গ্যারাজের তালা খুলে দেখতে পাই গ্যারাজের সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। দোকানের মোটর সহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ ও মোবিলের ড্রাম নেই। নজরে আসে গ্যারাজের পেছন দিকের দেওয়ালের টিনের একটি অংশ খোলা। এর আগেও দোকান থেকে আমার মোবাইল ফোন চুরি গিয়েছে। পুজোর আগে এই চুরির ঘটনায় বেশ সমস্যায় পড়া গেল।'

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এরপর এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা সহ বেশ কিছু গহনা চুরি যায়। পরপর হওয়া চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত শহরবাসী।' যদিও এব্যাপারে সার্কেল ইনস্পেকটর বরুণ শেঠ-এর আশ্বাস, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।'

চোর সন্দেহে গ্রেপ্তার দুই

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : চোর সন্দেহে মালদার দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতরা হল শুভ সরকার (২১) ও দুলাল সরকার (২০)। তাদের বাড়ি মালদার মুচিয়ায়। বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গারামপুর শহরের শিববাড়ি শ্মশানে একটি বাড়ি ও দোকানের আশপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল ওই দুই তরুণ। চোর সন্দেহে তাদের আটক করে স্থানীয়রা। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। শুক্রবার চোর সন্দেহে ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপ, গ্রেপ্তার এক

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : পুজোয় প্রশাসনিক কর্তাদের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে পাচারের জন্য মজুত করা হয়েছিল নেশার কাফ সিরাপ ও মাদক। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশের কাছে মজুতের খবর আসে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত করে প্রচুর নেশার কাফ সিরাপ ও মাদক। এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযান চলে শহরের পূর্ব হালদার পাড়ায় (বাঁধমোড়)। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশ খবর পায়, এলাকার বাসিন্দা জয়দেব সরকারের বাড়িতে মজুত রয়েছে নেশার কাফ সিরাপ ও মাদক। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছায়। পুলিশ যাওয়ার আগেই পালায় জয়দেব। ওই বাড়িতে ছিল অসীম সরকার (২৫)। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ হাজার ৯৫০ বোতল নেশার কাফ সিরাপ ও ১৩ হাজার ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে শনিবার গঙ্গারামপুর আদালতে পেশ করা হয়। এই ব্যবসার সঙ্গে আর কারা যুক্ত, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

অনাথ শিশুদের পুজোতে পোশাক

কুশমণ্ডি ও হিলি, ৫ অক্টোবর : নীলকণ্ঠ স্বর্গদা অনাথ আশ্রমের ৩০ জন শিশুর হাতে শনিবার নতুন পোশাক তুলে দিলেন কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা। কুশমণ্ডি ব্লকের পাঁচ শতাধিক মানুষকে নতুন বস্ত্র দিলেন বিধায়ক রেখা রায়। শনিবার দুপুরে হিলি হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বস্ত্রদানের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নবদিগন্ত। শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি শনিবার বিকেলে ত্রিমোহিনীর একটি পুজোমণ্ডপের সম্মুখে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বস্ত্রদানের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সূর্যোদয়'।

লোকশিল্পী সংঘের সভা

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : শনিবার পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের বর্ধিত জেলা কমিটির সভা সংগঠিত হল গঙ্গারামপুর এবিটিএ মহকুমা কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্যনেতৃত্ব রঞ্জিত চক্রবর্তী, জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিস্ত্রি প্রমুখ।

বিদায় সংবর্ধনা

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গারামপুর সদর চক্রের গঙ্গারামপুর এফপি নং ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম কুমার সরকার মহাশয়কে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর সদর চক্রের এসআই এনামুল শেখ, গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই তথা তপন পশ্চিম চক্রের এসআই মদন বর্মন মহাশয় প্রমুখ।

শাখা সম্মেলন

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : সিপিআইএমের গঙ্গারামপুর এরিয়ার অন্তর্গত নয়াবাজার শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নয়াবাজার পার্টি অফিসে। পাশাপাশি নন্দনপুর-কড়িয়াল শাখার চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পার্টির ঠ্যাঙাপাড়া শাখা অফিসে।

আর্থিক সাহায্য

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : পতিরাম পুলিশের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের প্রদেয় আর্থিক সাহায্য পেল পতিরামের স্পন্দন কালচারাল অ্যাকাডেমি। শুক্রবার রাতে পতিরাম থানায় স্পন্দন ক্লাব কর্তাদের হাতে পুজোর চেক তুলে দেন ওসি সংকার সাংবো সহ অন্যরা।

স্বাস্থ্য শিবির

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের নিয়ার গ্রামে। এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৩০০ জন মানুষ ফ্রি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ডাক্তার মুজতবা আল মামুন শিবিরে চিকিৎসা করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ত্রিপল বিলি তপনে

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : 'ফরাক্কার গঙ্গা পার করলে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে কেউ চেনে না। সুকান্ত মজুমদার কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও সবাই চেনে।' তপনের সুতইল বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে বিপ্লব মিত্রকে এভাবে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুনর্ভবা নদীর ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। ২৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে পুনর্ভবা জলের প্রবল স্রোতে বাঁধ ভেঙে যায় গঙ্গারামপুরের নন্দনপুর পঞ্চায়েতের যাদববাটি ঝাড়তলায়। নদীর বাঁধ ভাঙার ফলে প্লাবিত হয় গঙ্গারামপুর ব্লকের যাদববাটি সহ তপন ব্লকের বাংলাপাড়া, সুতইল, কসবা বাটোর, সুরসুরিহাট, মান্দাপাড়া, লক্ষ্মীপুর গুড়াইলের নবাবনগর, ঘাটিকা, সাধুরঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বাঁধ ভেঙে তপনে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় প্রশাসনিক কর্তারা থেকে শুরু করে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র তপনে গিয়েছিলেন।

শুক্রবার বিকেল হতে তপন ব্লকের রামপাড়া চ্যাঁচড়া সুতইল গ্রামে বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর -পূর্বাঞ্চলের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেই সঙ্গে পলিথিন বিলি করেন। পাশাপাশি বাঁধ ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করার পর জিগাতলি এলাকা পরিদর্শন করেন।

> বিপ্লব মিত্র যদি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে তো মুশকিল। বিপ্লব মিত্রকে গঙ্গা পার হলে তো কেউ চিনবে না। সুকান্ত মজুমদারকে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও চেনে লোকে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**
> কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

এদিন তপনের বন্যা কবলিত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বিপ্লব মিত্রকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'গত কয়েকদিন আগে বাঁধ ভেঙে গিয়ে তপনের এক নম্বর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আজকে আমরা বন্যাদুর্গতদেরকে ত্রিপল দান করলাম। এবং তার সঙ্গে ভাঙা বাঁধ পরিদর্শন করলাম। এই বাঁধ বহুদিনের সমস্যা। এই বাঁধকে বোল্ডার দিয়ে না বাঁধলে প্রতিবছরই কোথাও না কোথাও বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়। আমি রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করব, আমি নিজেই চিঠি দেব। যেন এটাকে বোল্ডার দিয়ে বাঁধানোর জন্য ইমিডিয়েট ব্যবস্থা করে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালে, আমরা প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা করব। বিপ্লব মিত্রকে প্রতিদিন টিভিতে দেখায় না, সুকান্ত মজুমদারকে প্রতিদিন দেখায়। বিপ্লব মিত্র যদি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে তো মুশকিল। বিপ্লব মিত্রকে গঙ্গা পার হলে তো কেউ চিনবে না। সুকান্ত মজুমদারকে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও চেনে লোকে।'

তবে সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষকে একেবারে পাত্তা দেননি ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তিনি বলেন, 'সুকান্তবাবু কী বলল, সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। সুকান্তবাবু একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি। তাই তিনি সাংগঠনিকভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমিও বিভিন্ন প্রান্তে যাই। সেই হয়তো উনি দেখতে পান না।'

রাস্তায় কাদাজল, পুজোয় যাতায়াত নিয়ে আশঙ্কা

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে চরম বেহাল অবস্থায় বালুরঘাট ব্লকের পতিরামের পার্শ্ববর্তী নাজিরপুর মোড় থেকে নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত রাস্তাটি। রাস্তাটির সংস্কারের জন্য সংবাদমাধ্যম থেকে সাধারণ মানুষের আবেদন নিবেদন ও দাবি বহুবার আছড়ে পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ওপর। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। জেলা প্রশাসনের তরফে রাস্তা মেরামতির বরাদ্দ অর্থ এসে পৌঁছালেই বেহাল এই রাস্তাটি পুরোপুরি সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নাজিরপুর মোড় থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষজনের যাতায়াত তথা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান রাস্তা এটি। বেশ কয়েকবছর ধরে এই রাস্তাটির মেরামত হয়নি। ফলে বর্তমানে এই রাস্তায় চলাচল করা যাচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে প্রায় একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এই এলাকায়। ফলে এই রাস্তার পিচ-পাথর সমস্ত উঠে গিয়ে প্রায় কাঁচা রাস্তার রূপ ধারণ করেছে রাস্তাটি। পুরো রাস্তা নোংরা কাদাজলে ভর্তি।

যেখানে-সেখানে গর্ত, খানাখন্দ। তার ওপর এমনভাবে পুরো রাস্তাজুড়ে এমন কাদা জমেছে যে, সাইকেলে, হেঁটে কিংবা বাইকে যাতায়াত অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। নাজিরপুর হাইস্কুলের সামনে থেকে শুরু করে আরআই অফিস পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা পুরোপুরি চলাচল অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার সবটাই কমবেশি একইরকম।

নিরুপায় মানুষজন নাজিরপুর বয়দুল মোড় থেকে মটরা হয়ে হরিশিরা গ্রামের মধ্য দিয়ে যাতায়াত শুরু করেছেন। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এক স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত সরকারের আক্ষেপ, 'এবারে রাস্তার যা অবস্থা তাতে আমাদের পুজোটা পুরোটাই না মাটি হয়ে যায়। কারণ, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করব কীভাবে?

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপা দাস মণ্ডলের সাফাই, 'নাজিরপুরের রাস্তা খুব খারাপ সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি ইতিপূর্বেই মেরামতির তালিকায় এই রাস্তার নাম লিখে জেলা পরিষদে জমা দিয়েছি। টাকা এলে কাজ শুরু হবে।' জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জেলার কয়েকটি রাস্তার মেরামতির অর্থ এসে পৌঁছানোর কথা। অর্থ এলেই সরকারি নিয়ম মেনে এই রাস্তার পুরোপুরি সংস্কার হবে।'

রাস্তাজুড়ে কাদাজল। শনিবার পতিরামে তোলা সংবাদচিত্র।

অনিয়মিত সাফাই বুনিয়াদপুরে

বুনিয়াদপুর, ৫ অক্টোবর : বুনিয়াদপুর শহরে পুরসভার বিরুদ্ধে নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না করার অভিযোগ থাকলেও টনক নড়েনি কর্তৃপক্ষের। যদিও মাঝে মধ্যে পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীদের রাস্তার ধারের আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখা যায়। তবে নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় দুর্গন্ধের জেরে পথচারীদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাচল করতে হয়।

শারদীয়া উৎসবের আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। কিন্তু তার আগে বুনিয়াদপুরের বেশ কিছু স্থানের রাস্তাঘাটে চোখে পড়ছে শুধুই আবর্জনা। বুনিয়াদপুরের রশিদপুর, কোর্টমোড়, পিরতলা, ট্রাফিক মোড়, হাটখোলার রাস্তার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা পড়ে রয়েছে। ভ্যাটগুলি উপচে পড়ছে। পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ নেই।

বুনিয়াদপুরের এক ব্যবসায়ী নিখিল সরকার বলেন, 'মাঝে মধ্যে পুরসভার সাফাইকর্মীরা এসে নাম কা ওয়াস্তে আবর্জনা তুলে নিয়ে যায় এবং রাস্তা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে তাঁদের দায়িত্ব সারে। কিন্তু পাড়ার আবর্জনা কোনওদিনও পরিষ্কার করে না। পিরতলার কাছে একটি পুকুরের ধারের পাড়ার রাস্তায় দুর্গন্ধে যাওয়া-আসা করতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। বুনিয়াদপুরের নাগরিক সমাজ কিংবা ব্যবসায়ী সমিতি কোনওদিন রা কাড়ে না। আমরা নাগরিকরা চাই, পুরসভা প্রতিদিন শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করুক।'

এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক কমল সরকার বলেন, 'শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখতে পুরসভার সাফাইকর্মীরা কাজ করছে। তবুও অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন আমি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব। তবে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শুধু পুরসভার একার নয়, নাগরিকদেরও সমান দায়িত্ব।'

স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ কুমারগঞ্জে

কুমারগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেরার হয়ে গেছেন ভিনরাজ্যে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে সন্তান সহ প্রথম স্ত্রীকে। অসহায় স্ত্রী কুমারগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হলেন। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জের ভোঁওর এলাকায়। পাঁচ বছর আগে রাধাকৃষ্ণপুর এলাকার রুপালি টুডুর সাথে বিয়ে হয় ভোঁওর এলাকার সন্তোষ মার্ডির। তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে চলত অত্যাচার। এমনকি স্বামী সহ শ্বশুর, শাশুড়ি সকলেই গৃহবধূকে হুমকি দিয়ে কথা শোনাত। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দাবি ছিল যে, অন্যত্র বিয়ে হলে তারা আরও অনেক পণ পেত। ওই গৃহবধূর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনায় চার বছর আগে দুই পক্ষের তরফে একটা সালিশি সভাও হয়েছিল। তারপর কিছুদিন ঠিকঠাক ছিল। ঘটনা নতুন মোড় নেয় স্বামী সন্তোষ মার্ডি দ্বিতীয় বিয়ে করলে। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে গিয়েছে ভিনরাজ্যে। এদিকে স্বামীর বাড়ি থেকে তাকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আনেন প্রথম স্ত্রী রুপালি টুডু। কুমারগঞ্জ থানায় স্বামী সহ শ্বশুর সুফল মার্ডি এবং শাশুড়ি আরতি হাঁসদার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করলেন তিনি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পটচিত্র বিক্রি হলে তবে ছেলেমেয়ের নতুন জামা

বিপ্লব হালদার

তপন, ৫ অক্টোবর : পুজোর বেশি বাকি নেই। ডুগডুগি হাটের সুনীতা, লিপিকা, কল্পনারা ব্যস্ত পটে ছবি আঁকতে। তাদের তৈরি পটের ছবিতে সেজে উঠবে বাংলা ও বিহারের দুর্গামণ্ডপ। পটচিত্র বিক্রি করে যে টাকা আসবে, তা দিয়ে সুনীতারা ঘরের ছেলেমেয়েদের পুজোর পোশাক কিনবে। তাই, দিনরাত এক করে একটার পর একটা পটে ছবি এঁকে চলেছেন। অন্যদিকে হ্যালোজেনের আলোয় চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

পুজোমণ্ডপ সাজিয়ে তোলার জন্য ডুগডুগি হাটের শতাধিক মহিলারা শোলা, নারকেল ছোবা, হোগলাপাতা ও বাঁশের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবজন্তু ও বিভিন্ন দেব দেবীর পটচিত্র। তাদের এই পটচিত্র যেমন জেলায় দেখা যাবে। জেলার পাশাপাশি শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, ময়নাগুড়ি, বিহারের বড় বাজেটের পুজোমণ্ডপে দেখা যাবেন সুনীতাদের তৈরি পটচিত্র। মহিলা হস্তশিল্পী সুনীতা হাঁসদা বলেন, 'সারাবছর সংসারের বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল সাজিয়ে তুলতে আমরা পটচিত্র তৈরি করছি। সংসার সামলে আয় বেশ ভালো হচ্ছে।'

মণ্ডপসজ্জার সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত। শনিবার তপনে তোলা সংবাদচিত্র।

পটে ছবি আঁকছেন কল্পনা মাহাত। তিনি বলেন, 'দুর্গাপুজো এলে মণ্ডপ সাজিয়ে তুলতে ডেকরেটর মলিকেরা আমাদের কাছে থিম তৈরির সামগ্রিক দিয়েছেন। রাতদিন এক করে সেই থিম ফুটিয়ে তুলছি।' পটে ছবি আঁকায় ব্যস্ত হস্তশিল্পী লিপিকা রায়। তিনি বলেন, 'পটে আমরা ময়ূর, বাঘ, হরিণ সহ বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি এঁকে সাজিয়ে তুলছি। এগুলো ইসলামপুর, শিলিগুড়ি ও বিহারে যাবে। আমাদের তৈরি পটচিত্র দেখে লোকজনা আনন্দ পেলে সেটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি।' বিপাশা মাহাত কথায় কথায় বলেন, 'নারকেল, ছোবা, পাটকাঠি, হোগলাপাতা সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে আমরা দেবদেবীর মূর্তি, জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালার থিম তৈরি করছি। জেলা সহ জেলার বাইরে পুজোমণ্ডপগুলিতে সেগুলি লাগানো হবে। রোজগার যাই হোক না কেন? দর্শকদের কাছে ভালো লাগলে আমরা খুশি হব।'

উত্তর সম্পাদকীয়

উত্তরের পর্যটন

প-এ পুজো, প-এ তেমন পর্যটনও। অনেকের কাছেই পুজো মানে পর্যটন। ঘুরে বেড়ানোর সময় এখন। বলা হয়, উত্তরবঙ্গ তিন টি-এর ওপর দাঁড়িয়ে। এই তিনটি ‘টি’-র একটি ট্যুরিজম। গত তিন সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, নাটক ও সংগীত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুজোর আগের শেষ রবিবার আলোচনায় উত্তরের পর্যটন। দুটি বিশেষ প্রতিবেদন উত্তর সম্পাদকীয়তে।

আশঙ্কার ত্র্যহস্পর্শ

কৌশিক দত্ত

অক্টোবরের শুরুতেও উত্তরের আকাশে বর্ষার ঘন মেঘ। আবহবিদদের ভাষায় যাকে বলে লেট মনসুন। ক্যালেন্ডারের পাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি পিছু ছাড়েনি উত্তরবঙ্গের। তার জেরে পুজোতেও এবার আশঙ্কা। উত্তরের সমতল তো বটেই, পাহাড়ের সেই রোদ ঝলমলে ছবিটা দেখা যাচ্ছে না মধ্য আশ্বিনে।

উত্তরের পর্যটনেও ঘনঘটা। ডুয়ার্স, দার্জিলিং পাহাড় এবং সিকিম মিলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা সার্কিট সেখানকার পুজো পর্যটন তার লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারেনি। উত্তরবঙ্গে কাজ করা প্রায় ৬০০০ ট্যুর অপারেটর সেকথা স্বীকার করে নিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পর্যটনে এই ধাক্কার জন্য শুধু আবহাওয়াকে দায়ী করে হাত ধুয়ে ফেলা যাবে? নাকি ঈশানকোণে আরও মেঘ জমেছে?

কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে পর্যটনে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে। উত্তরবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সার্কিটে এই পর্যটনের ধাঁচ বদলে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে হোমস্টে ট্যুরিজম। বলা যায়, উল্কার গতিতে উত্থান ট্যুরিজমের এই সেক্টরের। কিন্তু আমাদের দেশ, আরও সূচিমুখ করলে, আমাদের রাজ্যে যে কোনও নতুন শিল্প বা পেশা গড়ে ওঠে অনেকটাই অনিয়ন্ত্রিতভাবে (আনঅর্গানাইজড)। হোমস্টে ট্যুরিজমও তার বাইরে নয়। তাই এখানকার হোমস্টে ট্যুরিজমের জন্য কোনও বাস্তবসম্মত গাইডলাইন তৈরি হয়নি। দিল্লিতে বসে সর্বভারতীয় স্তরে হোমস্টে ট্যুরিজমের যে গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গের জন্য তা কতটা প্রযোজ্য বা বাস্তবসম্মত তা কোনওদিনই খতিয়ে দেখা হয়নি। ফলে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে হোমস্টে পর্যটনের বেশ কিছু কুফল ফলতে শুরু করেছে। ঠিক যেমনটা হয়েছে এখানকার ট্যুরিস্ট ক্যাবচালকদের জন্য সুষ্ঠু নীতি না থাকায়। সেকথায় পরে আসা যাবে।

উত্তরবঙ্গে পর্যটন যে টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার পিছনে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক অদূরদর্শিতা। কারণগুলো একটা একটা করে খতিয়ে দেখা যাক।

২০২৩ সালে ১ নভেম্বর উত্তর সিকিমে প্রায় ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায় গ্লেসিয়ার লেক সাউথ লোনাক ফেটে বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। তিস্তা হয়ে নেমে আসা বিপুল জলরাশি সিকিম ও উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার ভূগোলটাই বদলে দিল। সিকিম-দার্জিলিং-ডুয়ার্স নিয়ে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা সার্কিট তার মধ্যে পর্যটকদের সবচেয়ে আকর্ষণ করে নিশ্চিতভাবেই উত্তর সিকিম। লাচেন-লাচুং-ইউমথাংয়ের অমোঘ আকর্ষণে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ছুটে আসেন। সিকিমে এই পর্যটক আসার পরোক্ষ সুবিধা পায় উত্তরবঙ্গ। এনজেপি বা বাগডোগরা থেকে গাড়িচালকরা যাত্রী পান। আবার উত্তর সিকিম থেকে নেমে উত্তরবঙ্গের কোথাও কয়েকদিন কাটিয়ে যান পর্যটকরা। সবমিলিয়ে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে অক্সিজেন জোগান সিকিমের পর্যটকরাও। এই অক্সিজেনের জোগানটাই কমে এসেছে তিস্তা বিপর্যয়ের পর। এখনও লাচুং বন্ধ। লাচেন কখনও খুলছে, কখনও বন্ধ। সিলভার ফার ভ্যালিতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। তার ফল যে শুধু সিকিম ভুগছে তাই নয়, উত্তরবঙ্গও ভুগছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘা সার্কিটের পর্যটনে সবচেয়ে বড় আঘাত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। লোনাক লেক বিস্ফোরণের পর তিস্তার চরিত্র আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তাতে ইন্ধন দিয়েছে পাহাড় কেটে বেপরোয়া রাস্তা ও টানেল তৈরি, গাছ কেটে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ। ফলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এখন রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গ-সিকিমের পর্যটনে এর প্রভাব পড়ছে ভয়ংকরভাবে। তা ছড়িয়ে যাচ্ছে পর্যটনের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে। একটা পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। লাচেন-লাচুংয়ে যত ট্যুরিজম প্রপার্টি আছে তার প্রায় ৭০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের কেউ ব্যক্তিগত বা কোনও সংস্থার লিজ নেওয়া। তার আবার একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গের। পুজোয় ইউমথাং বন্ধ থাকায় তাঁরা সকলেই চরম আর্থিক ক্ষতির শিকার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা সার্কিটের এই মুমূর্ষু অবস্থায় খাঁড়ার ঘা দিয়েছে বাংলাদেশ। সেখানকার টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন থেকে বিদেশি মুদ্রা আয়ের বড় উৎস বাংলাদেশ। সেই আয়ের উৎসটাই শুকিয়ে গিয়েছে গত কয়েকমাসে।

সমস্যার শেষ এখানেই নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা কতটা বিপজ্জনক তা নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন অনেকে। অনেকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় দার্জিলিং যাওয়া সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, অর্থাৎ সিকিমগামী রাস্তা যে দার্জিলিং যাওয়ার রুট নয়, তা তাঁদের কে বোঝাবে? দার্জিলিং যাওয়ার অন্তত চারটি অত্যন্ত চালু রাস্তা রয়েছে। এই নেতিবাচক প্রচারও এখানকার পর্যটনে ভালোরকম প্রভাব ফেলছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে কেন্দ্রীয় ও দুই রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধও সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। কেউই বুঝতে চেষ্টা করেনি, চা শিল্পের মৃতপ্রায় অবস্থায় উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা একমাত্র পর্যটন। আর সিকিমের ক্ষেত্রে পর্যটন ছাড়া আর কোনও বিকল্প তো নেই। সেই পর্যটনের জন্য কেন্দ্র তো বটেই, দুই রাজ্য সরকারেরও তেমন উদ্যোগ কোথায়?

উত্তরবঙ্গে এক পর্যটন ব্যবসায়ী আক্ষেপ করছিলেন, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী এখনও নাকি এখানকার পর্যটনের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে বসার সময়ই পাননি। এটা একটা নিছক তথ্য নয়। এর পিছনে রাজনীতির অঙ্কও কাজ করছে। রাজ্যের পর্যটন রাজধানী যে শিলিগুড়ি, সেকথা দক্ষিণবঙ্গের নেতারা কোনওদিনই মানতে চাননি। উত্তরবঙ্গ পর্যটন থেকে রাজ্যকে যে আয় দেয়, দক্ষিণবঙ্গের পক্ষে তা দেওয়া কোনওদিনই সম্ভব নয়। তাই সব বুঝেও উত্তরের পর্যটনকে চেপে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন নবান্ন আর মহাকরণের কর্তারা। সমস্যার বীজটা পোঁতা আছে এখানেই।

দক্ষিণবঙ্গে নেতাদের কাছে কার্যত অপরিচিত উত্তরবঙ্গের পর্যটনে সমস্যা ঠিক কোথায়, তা বোঝা কোনওদিনই সম্ভব নয়। বাম আমলে তবু বন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী হতেন উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিধায়করা। বাম জমানার শেষদিক থেকেই ছবিটা বদলাতে থাকে। আর হাল আমলে দক্ষিণবঙ্গের গায়ক নেতারা যবে থেকে উত্তরের পর্যটন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন তখনই উত্তরের পর্যটনের আকাশে মেঘ কতটা জমেছে তার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে।

সেই মেঘ আজ অশনিসংকেত দিচ্ছে। ফিরে আসি হোমস্টের কথায়। পাহাড় এবং ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা হোমস্টে এই বিপদের দিনে ত্রাতা হতে পারত। কিন্তু তার জন্য দরকার ছিল সুষ্ঠু নীতিনির্ধারণের। মধ্যবিত্ত পর্যটকদের কাছে উত্তরবঙ্গের হোমস্টে অন্যতম আকর্ষণ হতে পারত। কিন্তু কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় হোমস্টের ভাড়া, পরিষেবা কোনওটাই প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনের এই হতশ্রী অবস্থার সুযোগটা নিচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারত। মেঘালয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ইন্টারন্যাশনাল মিট করে দেশ-বিদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। অরুণাচলপ্রদেশ শেষ সীমান্তে ডং গ্রামে দেশের প্রথম সূর্যোদয় দেখার জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। আর সেখানে উত্তরবঙ্গে বনবাংলোগুলি পুজোর সময় খোলা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও টানাপোড়েন চলছে। পার্থক্যটা এখানেই।

নির্দ্বিধায় বেড়ান পাহাড়-ডুয়ার্সে

দীপ সাহা

সোশ্যাল মিডিয়ার একটি ভ্রমণ গ্রুপে চোখ গেল সেদিন। কলকাতার এক ব্যক্তি সেখানে লিখেছেন, পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং পাহাড়ে কাটাব বলে হোটেল বুক করে রেখেছিলাম। এখন কি সেখানে যাওয়াটা ঠিক হবে?

পোস্টটি অ্যাপ্রুভ হওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যে কমেন্ট বক্সে ঝড়। ‘আপনার কি আক্কেল নেই?’, ‘দেখছেন তো পাহাড়ের কী অবস্থা!’, ‘এবারে কি না বেরোলেই নয়?’- এমন ভূরিভূরি মোড়লমার্কা কথাবার্তা। একজন আবার লিখেছেন, ‘খবরে দেখেননি ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ। তারপরও কীভাবে ঘোরার কথা ভাবেন?’

কৌতূহলবশত এমন মন্তব্য করা ভদ্রলোকের প্রোফাইল খুলে বুঝতে পারলাম, তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা। খুব ইচ্ছে করছিল, তাঁকে ওই কমেন্ট বক্সেই প্রশ্ন ছুঁড়ি, ‘দাদা, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে দার্জিলিংয়ের কোথায় কোথায় যাওয়া যায়?’ না, প্রশ্নটা করিনি। কারণ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যাঁদের ন্যূনতম ধারণা নেই, তাঁদের সঙ্গে তর্ক জুড়তে মনটা ঠিক সায় দেয়নি।

তবে, এমন পোস্ট একটি নয়, একাধিক ভ্রমণ গ্রুপে রোজই এসব প্রশ্ন ভিড় করছে। এই তো, দিনদুয়েক আগে কলকাতার এক পরিচিত দাদা-বন্ধু আমাকেও ফোন করে বসলেন।

-কী হে ভাইয়া, শুনছি তোমাদের ওখানে নাকি ধস আর ধস। পুজোয় পরিবার নিয়ে পাহাড়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

প্রশ্নটা শুনে খানিক চুপ করে থেকে জানতে চাইলাম, কোথায় যেতে চাও? সেই দাদা-বন্ধু জানালেন, স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তাঁর ইচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়ের কিছু অফবিট লোকেশনে যাবেন। পরিকল্পনায় রয়েছে কার্সিয়াংয়ের বেলটার, চটকপুর, মিরিকের রংভং। তাঁকে ধীরস্বরে জানালাম, দার্জিলিংয়ে তো তেমন কোনও সমস্যা নেই। আর তুমি যে জায়গাগুলোর কথা বলছ, সেগুলোতে নির্দ্বিধায় যাওয়া যেতে পারে।

আমার কথা ফুরোনোর আগেই সে বলে উঠল, ‘তাহলে যে টিভি আর সোশ্যাল মিডিয়ায়...’। আমিও তাকে প্রশ্নটা শেষ করার সুযোগ দিলাম না। শুধু এতটুকুই বললাম, ‘এসে দেখো, বিপদ হলে তো আছিই।’

এমন আশ্বাস অবশ্য সব ভ্রমণপিপাসুকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা পরিস্থিতি না জেনেই পুজো-প্ল্যানিং নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুকিং বাতিলে উতলা হয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য খানিক কষ্ট হয় বৈকি।

বাঙালির কাছে পুজো মানেই ব্যাগ গুছিয়ে দে ছুট। পরিবার নিয়ে একটু আলসেমিতে কাটিয়ে দেওয়া কয়েকটা দিন। তা সে পাহাড় হোক বা ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল। পর্যটনের সঙ্গে জড়িয়ে কয়েক হাজার মানুষও অপেক্ষায় থাকেন এই সময়টার। কারণ বছরের দুটো পর্যটন মরশুমের মধ্যে পুজোর সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বছরের প্রায় অর্ধেক আয় হয় এই সময়টায়। শুধু হোমস্টে, হোটেল মালিক নয়, গাড়িচালক, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী, পাহাড়ি পথে থাকা ছোট ছোট দোকানদার- সংখ্যাটা সবমিলিয়ে লাখ পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এবছর তাঁদের মুখটাই ব্যাজার। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গর্ব গৌড় আর আদিনা নিয়ে পর্যটনের কথা ভাবাই হয় না তেমনভাবে।

তিস্তার ছোবলে কার্যত ছবি হতে বসেছে কালিম্পং ও সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই খুলছে, এই বন্ধ হচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, রাস্তাটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাহাড় কেটে নতুন করে রাস্তা তৈরি না হলে জাতীয় সড়কটি তিস্তায় বিলীন হয়ে যাবে অচিরেই। ওই রাস্তা নিয়ে রাজনীতির তর্জা অনেক দেখেছে উত্তরের মানুষ। সেসব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাবে। তাই, থাকুক সেসব।

প্রাক পুজো পর্যটন মরশুমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি ভয় ধরিয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ধস। খুব সতর্কভাবেই আমি ‘বিক্ষিপ্ত’ শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ, দার্জিলিং পাহাড় হাতের তালুর মতো ছোট্ট একটি জায়গা নয়, বিস্তীর্ণ তার এলাকা। সেখানে দু-চারটি জায়গায় সামান্য ধস বিক্ষিপ্তই। খুব অবাক লাগে, যখন সেরকমই কোনও একটি ধসের ছবি বা ভিডিও শেয়ার করে কাউকে লিখতে দেখি, ‘বিপর্যস্ত দার্জিলিং পাহাড়, খুব সাবধান।’

গত ১০ বছরে পাহাড়ি পর্যটন অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে হোমস্টে কনসেপ্ট চালুর পর প্রচারের আলোয় এসেছে একাধিক অফবিট লোকেশন। দার্জিলিং শহরের কোলাহল এড়িয়ে অনেকেই চাইছেন, একটু নিরিবিলিতে কয়েকটা রাত কাটাতে। আর সেই চাহিদা মাথায় রেখেই গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে। ফলে থাকার জায়গার অভাব কার্যত নেই। ফলে যদি ধরেও নিই, ধসের জন্য কোথাও গিয়ে আটকে পড়তে হল, সেক্ষেত্রে পর্যটকদের থাকাখাওয়া নিয়ে অন্তত চিন্তার কিছু নেই। আর প্রশাসনও এখন যথেষ্ট তৎপর। কোথাও অল্পবিস্তর ধস নামলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়ার যে যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তার যৌক্তিকতা নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের পথে এখন প্রচুর বিকল্প রাস্তাও তৈরি হয়েছে। কোথাও সমস্যা হলে বিকল্প পথও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঠিক এই যুক্তিই দিচ্ছিলেন উত্তরের পর্যটনোদ্যোগী রাজ বসু। তাঁর কথায়, ‘পাহাড়ে এখন থাকার জায়গার অভাব নেই। রাস্তার অভাব নেই। আর কোনও ট্যুর অপারেটরই চাইবেন না, গেস্টরা এসে বিপদে পড়ুক। তাই তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব তাঁদের। খুব অবাক লাগে, যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু অপপ্রচার দেখি। এসব করে আসলে উত্তরের পর্যটনশিল্পে আঘাত হানা হচ্ছে।’

টি-টিম্বার-ট্যুরিজম, এই ত্রয়ীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তরের অর্থনীতি। টিম্বার অর্থাৎ কাঠের ব্যবসা পাততাড়ি গুটিয়েছে অনেক আগেই। সুনাম হারাতে বসেছে চা-ও। ফলে সবেধন নীলমণি ট্যুরিজম অর্থাৎ পর্যটনশিল্পকেও যদি কুড়ালের ঘা দিতে দিতে শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হয়ে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আমার সম্যক ধারণা নাই থাকতে পারে, এতে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু যদি কিছু না জেনে ভুলভাল মন্তব্য করি, সেটা সত্যিই অন্যায়। ঠিক উলটোটাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তরের পাহাড় নিয়ে যেভাবে পর্যটকদের ভয় দেখাচ্ছেন কিছু মানুষ, তা সত্যিই উদ্বেগের। তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক, কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী সেখানে পরিস্থিতির সঠিক বর্ণনা দিয়ে সাহায্য করছেন। কিন্তু সেই সংখ্যাটা নিতান্তই কম।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল যেমন বলছিলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় ভয়ংকর নেগেটিভ প্রচার চলছে। সেটাকে রোখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কিন্তু যেভাবে একটার পর একটা ভিডিও, ছবি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, সেটাকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না।’ তাঁর যুক্তি, ‘পাহাড়ে এখন প্রচুর গন্তব্য। তাছাড়া ডুয়ার্স তো আছেই। ফলে ঘোরার জায়গার অভাব নেই উত্তরে। যাঁরা ভেবে নিয়েছেন পুজোর ক’টা দিন উত্তরবঙ্গে এসে কাটাবেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় আসতে পারেন।’

শুধু রাজ কিংবা সম্রাটরা নন, বেহাল সড়ক আর ধসের দোহাই দিয়ে উত্তরের পর্যটনের টুঁটি টিপে ধরার অপপ্রয়াস দেখে শঙ্কিত পাহাড়-ডুয়ার্সের লাখো মানুষ। তাঁদের বাড়া ভাতে কেউ ছাই দেবেন না প্লিজ।

কোথায় কোথায় যেতে পারবেন?

কালিম্পং পাহাড়

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং শহর হয়ে সিকিম যাওয়ার মূল রাস্তায় পদে পদে বিপদ আছে ঠিকই, কিন্তু একাধিক বিকল্প পথে কালিম্পংয়ে যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সময় একটু বেশি লাগে। তবে, পর্যটকরা চাইলে কালিম্পং শহরকে এড়িয়ে একাধিক অফবিট ডেস্টিনেশনে ঘুরতে যেতে পারেন। ডুয়ার্সের গরুবাথান থেকেই কার্যত শুরু হয় কালিম্পংয়ের পাহাড়। ওই পথ ধরে যাওয়া যেতে পারে চেলখোলা, ঝান্ডি, মানজিং, ফাগু, শ্যামাবিয়ং, নকদাঁড়া, শেরপাগাঁও, লাভা, কোলবোং, লোলেগাঁও, কোলাখাম, রিশপ, মায়রং, ডুকাভ্যালি, পেডং, সিলেরিগাঁও, ইচ্ছেগাঁও, সাংসের, বিদ্যাং সহ আরও বহু জায়গায়।

কালিম্পং যাওয়ার দ্বিতীয় বিকল্প পথ কালিঝোরা পেরিয়ে পনবুদাঁড়া হয়ে। ওই পথে যাওয়া যেতে পারে সামথার, চারখোল, কাফেরগাঁও।

ডুয়ার্সের নাগরাকাটা হয়ে ঝালং, বিন্দু, রঙ্গো, প্যারেন, তোদে-তাংতাও যেতে পারেন পর্যটকরা। ভুটান লাগোয় ওই এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য মন ভালো করে দিতে পারে যে কারও। আর হালকা বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। পুজোর ক’টা দিন চুটিয়ে মেঘ-কুয়াশার খেলা দেখতে পারবেন পরিবার নিয়ে।

ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের অতি পরিচিত লাটাগুড়ি, গরুমারা, চিলাপাতা, গজলডোবা তো আছেই। সেইসঙ্গে এখন কিছু অফবিট অপশনও থাকছে পর্যটকদের কাছে। ভারী বর্ষা হলেও কোথাও কোনও সমস্যা নেই। বরং বর্ষায় ডুয়ার্সের মতো সুন্দর আর কিছু নেই।

দার্জিলিং পাহাড়

শুধুমাত্র দার্জিলিং পাহাড়েই এখন ৪০টিরও বেশি অফবিট লোকেশন রয়েছে। জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লকের সামান্য কিছু জায়গা বাদে দার্জিলিংয়ের যে কোনও জায়গায় বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে। কার্সিয়াংয়ের সিটং, অহলদাঁড়া, মংপু, যোগীঘাট, চিমনে, বাগোড়া. চটকপুর, বেলটার, বুংকুলুং, দার্জিলিংয়ের আশপাশে বিজনবাড়ি, রেলিং, লামাগাঁও, কালেজভ্যালি, রংভং, লেবং, লেপচাজগৎ সহ আরও কিছু জায়গায় এখনও কোনও সমস্যা নেই। বিকল্প পথ ধরে যাওয়া যেতে পারে লামাহাটা, তাকদা, তিনচুলেতেও।

ছবি : অভি সাহা

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অতিরিক্ত মেট্রো

শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত হাওড়া-এসপ্ল্যানেড রুটে অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। মোট ১৩০টি মেট্রো ওই সময় চলাচল করবে। এসপ্ল্যানেড থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে।

যৌন হেনস্তা

নিউটাউনে শুক্রবার রাতে এক তরুণীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।

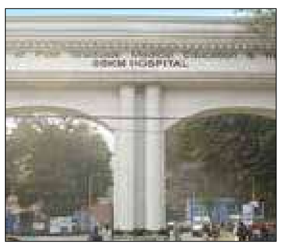

সন্তানের জন্ম

কলকাতায় প্রথম বিনামূল্যে এসএসকেএম হাসপাতালে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আইভিএফ-এর মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা। ওই প্রসূতির বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।

পূর্বাভাস

ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত হবে। রবিবার দক্ষিণের প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

অনশনেই জুনিয়ার ডাক্তাররা

সময়সীমা শেষে ঘোষণা, অবস্থানের অনুমতি দিল না পুলিশ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : এবার আমরণ অনশন শুরু জুনিয়ার ডাক্তারদের। ঘড়ির কাঁটায় রাত ৮টা ৩৫ মিনিট। সরকারকে দেওয়া দাবি পূরণের ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেই শনিবার আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁরা যে কাজে যোগ দিচ্ছেন, সেকথা শুক্রবারই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম দফায় ৬ জন ডাক্তার অনশনে বসছেন। তবে এই ছ'জনের মধ্যে আরজি করের কেউ নেই। স্বচ্ছতা আনার জন্য অনশন মঞ্চে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। সাধারণ মানুষ যাতে দেখতে পান, তাঁরা সত্যিই অনশন করছেন কি না?

আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার মৃত্যুর বিচার, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি সহ ১০ দফা দাবি নিয়ে পূর্ণ কর্মবিরতি চলছিল জুনিয়ার ডাক্তারদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেই কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হলেও পুলিশের অভব্য আচরণের প্রতিবাদে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন জুনিয়ার ডাক্তাররা। পুলিশ নিঃশর্তভাবে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে বলে হুমকি দেন তাঁরা। পাশাপাশি যে ১০ দফা দাবি সরকারের কাছে তাঁরা রেখেছেন, তা মেনে নেওয়ার দাবিও জানাতে থাকেন। শুক্রবার রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তাঁরা জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের ১০ দফা দাবি না মেনে নেওয়া হলে জীবন বাজি রেখে অনশনে নামবেন তাঁরা। সেইমতোই শনিবার রাত ৮টা ৩৫-এর পর অনশন কর্মসূচির কথা তাঁরা ঘোষণা করেন।

উৎসবে
JUSTICE
I WILL NOT BOW DOWN TO TYRANNY I WILL FIGHT FOR

ধর্মতলায় ডাক্তারদের বিক্ষোভের একটি মুহূর্ত। শনিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

এর আগে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ১১ দিন অবস্থানে বসেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এদিন দুপুর থেকেই ধর্মতলার অবস্থানমঞ্চে দীর্ঘ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দেন তাঁরা। অনেকটা স্বাস্থ্য ভবনের ধাঁচে এখানে আন্দোলনে বসার প্রস্তুতি নেওয়া হতে থাকে। নিয়ে আসা হয় বায়ো টয়লেট। আনা হতে থাকে খাবার, পানীয় জল, বসার চৌকি। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আনা হয় ত্রিপল। কিন্তু বৃষ্টির দাপটে তাও টাঙানো যায়নি দীর্ঘক্ষণ। শুধুমাত্র অবস্থানমঞ্চের ওপরই ছাউনির ব্যবস্থা ছিল সেইসময়। ফলে কাকভেজা হতে হয় তাঁদের। এখানেই শেষ নয়, রাত ৮টা নাগাদ ম্যাটাডরে করে মঞ্চ বাঁধার জন্য বাঁশ এলে পুলিশ বাধা দেয়। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। শেষে জুনিয়ার ডাক্তাররাই হাতে করে সেই বাঁশ মঞ্চের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁরা সাফ জানান, পুলিশ যতই তাঁদের বাধা দিক না কেন, আন্দোলন থেকে তাঁরা পিছু হটবেন না।

বিকাল থেকেই স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল। পুজোর সময় নিউ মার্কেটে বাজার করতে আসা বিভিন্ন জায়গার মানুষকে দেখা যায় অবস্থানমঞ্চে উঁকিঝুঁকি মারছেন। স্বাস্থ্য ভবনের ধাঁচেই অবস্থানমঞ্চ থেকে স্লোগান শুরু হয়। মঞ্চের সামনে আঁকা হয়েছে তিলোত্তমার প্রতীকী ছবি। মঞ্চে বিশাল একটি ঘড়ির পাশাপাশি তিলোত্তমার প্রতীকী ছবি ও লাল-সাদা শাড়ি পরিহিত একটি পুতুলও রাখা হয়। আন্দোলনের অন্যতম মুখ রুমেলিকা কুমার বলেন, 'মঞ্চ খুলে নেওয়ার জন্য শুক্রবার রাত থেকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সরকার আমাদের অনশনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনশনে কেউ অসুস্থ হলে তার দায় সরকারকে নিতে হবে। তিলোত্তমার বিচার আমরা চাই। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আমরা আগেই জানিয়েছি, উৎসবে ফিরছি না।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে ডক্টর্স ফর ডেমোক্র্যাসির সম্পাদক সুকান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'সমস্যা মেটাতে সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেও হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করছে না সরকার। জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে আমরা আছি।' অপর সিনিয়ার ডাক্তার জ্যোতির্ময় গোস্বামীও সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, সরকারের উচিত ১৪ তলা বাড়ি থেকে নেমে এসে কথা বলা। এদিকে মেট্রো চ্যানেলের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ না চালানোর জন্য কলকাতা পুলিশ জুনিয়ার ডাক্তারদের আবেদন জানায়। পুলিশের বক্তব্য, পুজোর সময় ধর্মতলা চত্বরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। মানুষ কেনাকাটা করতে আসেন এখানে। এর ফলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে।

নাবালিকাকে খুন-ধর্ষণের অভিযোগ

কুলতলিতে পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : উৎসবের আবহেও আরজি করের ঘটনায় নির্যাতিতার বিচার চেয়ে রাজপথে অবস্থানে বসেছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। এর মধ্যেই শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা মহিষমারি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এদিন সকাল থেকেই সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল এলাকায় সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ঘটনাস্থলে গেলে তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডলকে তাড়া করে বিক্ষুব্ধ জনতা। তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয় বলেও অভিযোগ। তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলকেও গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। মারমুখী জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটবৃষ্টি করে। এতে কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন। এরপরেই পুলিশ ও র‌্যাফ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। পুলিশ ফাঁড়ি পোড়ানোর ঘটনায় যুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। নাবালিকার দেহ কাটাপুকুর মর্গে নিয়ে যাওয়া হলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বাম-বিজেপি। তখনও পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধ বাধে বিরোধীদের। খুনের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করলেও ধর্ষণের অভিযোগ মানতে নারাজ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার টিউশনে গিয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির ওই নাবালিকা। তারপর থেকেই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শনিবার ভোররাতে জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় একটি পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তারপরই দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। মহিষমারি পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পর থানা ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে হাজির হন সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। বেলা বাড়লে বাম, বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। নেতানেত্রীরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেও একদল জনতা চলে যায় মহিষমারি পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখানে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ইট মেরে ফাঁড়ির কাচের জানলা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। তছনছ করা হয় ফাঁড়ির কাগজপত্র। আগুনের দাপটে পুলিশ ব্যারাকের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে।

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বলাইচন্দ্র ঢালি জানান, খুনের কথা স্বীকার করেছে ধৃত মোস্তাকিন সর্দার। তবে ধর্ষণের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। রাত ৯টা নাগাদ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অপহরণের মামলা রুজু করা হয়। রাতেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন ধরানোর ঘটনায় অভিযুক্তদেরও চিহ্নিত করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শনিবারই ধৃতকে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়। তাকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তার পক্ষে কোনও আইনজীবী দাঁড়াননি। তার বিরুদ্ধে খুন, তথ্যপ্রমাণ লোপাট, অপহরণ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে ধর্ষণের বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

হামলার মুখে জখম হন পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক। এসডিপিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছে লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। র‌্যাফও নামানো হয়। পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নাবালিকার দেহ নিয়ে যাওয়া হলে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যান জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় তৃণমূল সাংসদকে। তাঁকে জুতোও দেখানো হয়। সেই সময়ই বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল সেখানে হাজির হন। প্রতিমার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। অগ্নিমিত্রা সাংসদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'আপনি এখানকার সাংসদ, আপনাকে জবাব দিতে হবে।' কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সিপিএমের যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও সেখানে হাজির হন। বিরোধীদের হাসপাতালে ঢুকতে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। মীনাক্ষীরা ছাত্রীর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বাম মহিলা-যুব ব্রিগেডের।

কুলতলির ঘটনায় বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার। শনিবার কলকাতায়।

মৃতদেহ বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্স আটকে দেহ সংরক্ষণের দাবি তোলেন তাঁরা। কান্তি বলেন, 'এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করছি। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্তের ভিডিও রেকর্ডিং হোক।' সুরতহালের সময় বহিরাগতদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মীনাক্ষী। বিকেলে নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাটাপুকুর মর্গে নিয়ে যাওয়ার পরও বিক্ষোভ থামেনি। সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধরকে মর্গ থেকে পুলিশ বের করলে আবার গণ্ডগোল শুরু হয়। সন্ধেতেও মহিষমারি হাটে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। আরজি করের ঘটনায় ধর্ষকদের এনকাউন্টারের নিদান দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পথে হেঁটেই তৃণমূল সাংসদ দেব বললেন, 'শুট অ্যাট সাইট'।

হুমকি সংস্কৃতির তদন্ত রিপোর্ট

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : আরজি করে হুমকি সংস্কৃতির ঘটনায় রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষ তদন্ত কমিটি। শনিবারই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসে কলেজ কাউন্সিল। তদন্ত কমিটির সামনে রিপোর্ট পেশ করেন আরজি করের অধ্যক্ষ। সূত্রের খবর, হুমকি সংস্কৃতিতে অভিযুক্ত ৫৯ জনের মধ্যে অধিকাংশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। তাঁদের মধ্যে ৪০ জন গুরুতর অভিযুক্ত। অভিযুক্ত জুনিয়ার ডাক্তার, ইন্টার্ন, পিজিটি, এমবিবিএস পড়ুয়াদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বেশিরভাগই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। ৪-৫ জন বাদ দিলে সকলেই অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের যে ঘরে বৈঠক চলে, তার বাইরে বিক্ষোভ দেখান জুনিয়ার ডাক্তার ও পড়ুয়ারা।

আরজি করে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগের তদন্তে ৭ সদস্যের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মোট ৫৯ জনের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে সিনিয়ার ডাক্তারদেরও নাম জড়ায়। কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত, অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তার ভিত্তিতেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। সূত্রের খবর, রিপোর্টে ৪০ জনকে গুরুতর অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিরাও নানাভাবে অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সন্দীপ ঘোষ ও আশিস পান্ডের আর্থিক লেনদেনের তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। তাদের দাবি, সন্দীপ ঘনিষ্ঠদের কাছে আশিসের মাধ্যমে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির টাকা পৌঁছেছে। সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন আশিস। আশিসের অ্যাকাউন্ট থেকে কাদের কাদের টাকা পাঠানো হয়েছে, সেই সমস্ত অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে সিবিআই। তবে কেন এই লেনদেন হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় তদন্তকারীদের কাছে। এই বিষয়ে আশিস ও সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই। এদিন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সন্দীপকে। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের রিমান্ড লেটারে উল্লেখ করা হয়েছে, টালা থানার ওসি সেমিনার রুমে যাওয়ার আগেই ১০-১৫ জন জুনিয়ার চিকিৎসক সেখানে ছিলেন। হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে এক এএসআই প্রথম জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি করেন। তাতেই এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। এই জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে সন্দীপের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না তা নিয়েও জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

ওগো আমার আগমনী...

১) মেয়েদের হাতে সাজছেন মা। ভবানীপুরের একটি মণ্ডপে। ২) দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কের একটি মণ্ডপ ও ৩) নলহাটির ভদ্রপুরে সপরিবারে মা দুর্গা। - আবির চৌধুরী, রাজীব মণ্ডল এবং তথাগত চক্রবর্তী

অনুদান ফেরাল মাত্র ৫৯টি পুজো

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের জেরে এবার দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার লাগোয়া কিছু অবাঙালি অধ্যুষিত ও বিজেপি প্রভাবিত এলাকা ছাড়া অনুদান ফেরানোর হিড়িক তেমন নেই। এবছর রাজ্যের ৪১,৮৮৯টি পুজো কমিটি রাজ্য সরকারের দেওয়া ৮৫ হাজার টাকা অনুদান নিয়েছে। অনুদান নেয়নি মাত্র ৫৯টি পুজো। যা কোনও শতাংশের হিসেবেই আসছে না। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কলকাতা শহর ও লাগোয়া এলাকায় আরজি কর ঘটনা নিয়ে মানুষের মধ্যে যতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, দূরের জেলাগুলিতে তত প্রভাব পড়েনি। রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেছেন, 'গত বছরের থেকে প্রায় ২ হাজারের বেশি আবেদন এবার জমা পড়েছে।'

পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, যে পুজো কমিটিগুলি অনুদান ফিরিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায়। এখানকার ২৫টি পুজো কমিটি অনুদান ফিরিয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই এলাকায় প্রচুর বিগ বাজেটের পুজো হয়। এই পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা মূলত অবাঙালি ও বিজেপি মনোভাবাপন্ন। এছাড়া আরও একটি অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় মাত্র দুটি পুজো কমিটি অনুদান ফিরিয়েছে। আবার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৯টি পুজো কমিটি অনুদান নেয়নি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা বলে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় ১,৩০০ পুজো কমিটি অনুদান পেয়েছে। অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে মাত্র ৪টি পুজো কমিটি। সেগুলি কাঁথি ও নন্দীগ্রামের। রাজ্যের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশি ৩,৯৩৬টি অনুদানের আবেদন জমা পড়েছিল। সকলেই অনুদান পেয়ে গিয়েছে।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা টাকা ফিরিয়ে দিতে কাউকে বলিনি। এই টাকা দেওয়া শুরু হওয়ার আগেও রাজ্যে জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হয়েছে। এটা তৃণমূল ভোটব্যাংক বাড়াতে শুরু করেছে। তবে আমি শুনেছি, যারা টাকা ফিরিয়েছে, তাদের ওপর নাকি চাপ সৃষ্টি হয়েছে।' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, 'আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ আমরাও করেছি। কিন্তু পুজোর অনুদান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা হয়েছিল। মানুষ তা ভেস্তে দিয়েছে।' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেকেই এই অনুদান ফিরিয়ে দিয়ে সরকারকে জবাব দিয়েছে। অনেকের ওপর হয়তো চাপ ছিল বলে তারা অনুদান ফেরাতে পারেনি।'

অর্জুনের বাড়িতে হামলা, কোর্টে মামলা

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : তাঁর বাসভবন 'মজদুর ভবন' লক্ষ্য করে বোমা, গুলি, ইট ছোড়ার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। শনিবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আবেদনকারী এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার ও এনআইএকে যুক্ত করার আর্জি জানিয়েছেন। বিচারপতি তা মঞ্জুর করেন। এদিন রাজ্যের তরফে কোনও আইনজীবী হাজির ছিলেন না। সোমবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের রেগুলার বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

শুক্রবার জগদ্দলে অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা, গুলি ছোড়া হয়। বোমার আঘাতে অর্জুন সিং আহত হন বলে অভিযোগ। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই পুলিশের সামনে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চলে। সেইসময় বাড়ির বাইরে তিনি এলে বোমার স্প্লিন্টার তাঁর পায়ে এসে লাগে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে এদিন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

মিছিলের অনুমতি চেয়ে আদালতে দিন্দা

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : ১৫ অক্টোবর রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মোমবাতি মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। পুলিশের কাছে আবেদন জানালেও অনুমতি মেলেনি। শনিবার এই বিষয়ে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের আপৎকালীন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলাটি দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছে। বিচারপতি সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। সোমবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের রেগুলার বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এর আগে ধর্মতলায় বিজেপি দু-দফায় অবস্থান বিক্ষোভ করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। আরজি করের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিটিং, মিছিল, অবস্থান, বিক্ষোভ চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের অনুমতি চেয়ে পাওয়া যায়নি। জুনিয়ার ডাক্তার, সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই, এসইউসিআই ছাড়া নাগরিক সমাজও কর্মসূচির আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

বিচারপ্রার্থী 'বিরিয়ানি'

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : একটি নামী বিরিয়ানির দোকানের ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে দেদার ফায়দা তুলছেন অনেক দোকানদার। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। শনিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই বিরিয়ানির ব্র্যান্ডের নাম অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সেই প্রতিষ্ঠান বাদে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও শব্দের আগে বা পরে তাদের ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করতে পারবে না। কোনও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাও প্রকৃত প্রতিষ্ঠানটি বাদে ওই নামের অন্য প্রতিষ্ঠানের বিরিয়ানি সরবরাহ করতে পারবে না।

পুজোর আগে আবেদনকারী মানুষকে সচেতন করতে মামলাটি দায়ের করেছেন এক আবেদনকারী। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে রাস্তাঘাটে অনেকে পুজোর সময় বিরিয়ানি বিক্রি করতে শুরু করে। তাঁদের নিজস্ব রেজিস্টার্ড লোগো ও নামের ব্র্যান্ড রয়েছে। নকল ব্র্যান্ডের বিরিয়ানি খেয়ে যদি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের ব্র্যান্ড ভ্যালুর ওপর সরাসরি প্রভাব পড়বে। এই মামলায় একাধিক অন্য প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করা হয়। যদিও তাঁদের দাবি, নামের আগের ও পরের শব্দই প্রমাণ করে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি আবেদনকারীর পক্ষে নির্দেশ দেন। আইনজ্ঞ মহলের মতে, হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে পুজোর সময় ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়বে।

কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ

প্যানেলে ‘দুর্নীতি’

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ছ’জন নিরাপত্তাকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কীভাবে নিয়োগ করা হল, তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না হাসপাতালের সুপার জয়দেব রায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমান, এই নিয়োগে তৃণমূল ও বিজেপি, দুই রাজনৈতিক দলের হেভিওয়েট নেতাদের সরাসরি হাত রয়েছে। এই ঘটনায় উঠে আসছে ‘দিদি’ তত্ত্বও।

কে এই ‘দিদি’? তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শহর সভাপতি রাহুল সিংহ রায়ের দাবি, ‘কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে দিদি হলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের হেড ক্লার্ক করবী মজুমদার (বসাক)। তিনি এই বেআইনি নিয়োগের ব্যাপারে সব জানেন। স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলার বিভাস সাহার অঙ্গুলিহেলনে এবং এই দিদির তত্ত্বাবধানেই কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের পুরোনো প্যানেল বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে রায়গঞ্জের চারজন এবং কালিয়াগঞ্জের দু’জন সিকিউরিটি গার্ডের নাম নতুন প্যানেলে আসে।’

এদিকে, এই নতুন প্যানেলের ক্ষেত্রে দিদি’র মুখে নাম উঠে আসে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহারও। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল ছাত্র নেতা সাফাইয়ের সুরে বলেন, ‘আমাদের পুরপ্রধানের নাম দিদির মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসে। দিদি জানিয়েছেন, এই সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের সবটাই নাকি পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা জানেন। আমার মনে হয় দিদি চাপে পড়ে তৃণমূলকে কলঙ্কিত করার জন্য মিথ্যে কথা বলছেন।’

বিষয়টি নিয়ে বহুচর্চিত ‘দিদি’ করবী মজুমদারকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না রিসিভ করায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। হাসপাতালের সুপার জয়দেব রায়কে ফোন করা হলে উনি বলেন, ‘আমি এব্যাপারে কোনও কথা বলব না। সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের সময় আমি ছিলাম না।’

> স্বাস্থ্য দপ্তরের হেড ক্লার্ক করবী মজুমদার (বসাক) এই বেআইনি নিয়োগের ব্যাপারে সব জানেন। বিজেপি কাউন্সিলার বিভাস সাহার অঙ্গুলিহেলনে এবং এই দিদির তত্ত্বাবধানেই কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের পুরোনো প্যানেল বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে রায়গঞ্জের চারজন এবং কালিয়াগঞ্জের দুজন সিকিউরিটি গার্ডের নাম নতুন প্যানেলে আসে।
>
> **রাহুল সিংহ রায়**
> শহর সভাপতি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জোরকদমে।। প্রতিমা তৈরিতে শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা বালুরঘাটে। ছবিটি তুলেছেন মৈনাক সিংহ।

চাঁদার চাপে ভিক্ষা কমছে বৈরাগীদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : মাধুকরী করেই সারাবছর জীবন চলে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশো বৈরাগী সম্প্রদায়ের মানুষের। প্রতি শনি ও রবিবার এরা রায়গঞ্জে ভিক্ষা করতে চলে আসেন। শহরে ঘুরে ঘুরে মাধুকরী করেন। দুপুরে খাবার সেরে বিকেলের ট্রেনে এরা বাড়ি ফিরে যান। তবে পুজো আসায় ক্লাবগুলোর চাঁদার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে না মাধুকরী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অচল এক টাকাই মিলছে। পুজোর মধ্যে দোকানে ভিড় থাকায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার অনেককে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে। ফলে ৫০, কখনও ৬০ টাকা নিয়েই বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে। ঝোলায় নিয়ে আসা মুড়ি বা রুটি খেয়ে কোনওমতে দিনটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

দৈনিক উপার্জন কমে ৫০-৬০

এদের মধ্যে একাংশ আবার প্রায় পাঁচ বছর শিল্পী ভাতা পেয়েছেন। কিন্তু চার মাস ধরে সেই ভাতাও বন্ধ। শনিবার দুপুরে রায়গঞ্জ শহরের খরমুজা ঘাট রোড এলাকায় মৎস্য দপ্তরের ভবনে গিয়ে দেখা গেল প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন বৈরাগী বিশ্রাম নিচ্ছেন। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ডালিমগাঁও, টুইঙ্গিলপাড়া, রাধিকাপুর, শংকরপুর সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছেন তারা। ৬৫ বছরের সুমিত্রা বর্মন বললেন, ‘চাঁদার জন্য আমরা ভিক্ষা পাচ্ছি না। এক টাকা করেই নিতে হচ্ছে। দিনের শেষে যা জমছে তাতে গোবিন্দের ভোগ দেব কী করে বুঝতে পারছি না। পুজো না থাকলে দুই থেকে পাঁচ টাকাও পাওয়া যায়।’

আরেক বৈরাগী সুরনা গোস্বামীর বক্তব্য, ‘গাড়ি ভাড়া উঠছে না এখন। তাই শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছি।’ অনিতা বর্মনের কথায়, ‘দোকানে ভিড় থাকায় দোকানদার দাঁড় করিয়ে রাখছেন অনেকক্ষণ। অনেক সময় ভিক্ষা না নিয়েই চলে আসতে হচ্ছে।’ চার মাস ধরে শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন না কালিয়াগঞ্জের দুর্গা বৈশ্য। এদিন তিনি জানান, ভাতা মিলছে না, তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে।

রংয়ের খেলায়... শনিবার মালদার বাঁশবাড়ি এলাকায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

নজর এড়িয়ে বালি চুরি

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : টাঙন নদী থেকে ফের বেআইনিভাবে বালি ‘চুরি’র কাজ চলছে। কিন্তু, এবার পুলিশি নজরদারি এড়াতে পথ বদলেছে রাধিকাপুর অঞ্চলের বালি মাফিয়াদের। গ্রামের রাস্তা নয়, এখন সরাসরি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্ডার রোড দিয়ে দিনের আলোয় চলছে বালি ভর্তি ট্র্যাক্টরের যাতায়াত।

নম্বর প্লেটবিহীন বালি বোঝাই ট্র্যাক্টরচালকের কথায়, ‘রাধিকাপুরের রামগঞ্জ, ফরিদপুর সহ কালিয়াগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছে এই বালি। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি এলাকার টাঙন নদীর বালি সীমান্তের রাস্তা দিয়ে কালিয়াগঞ্জে যাচ্ছে। পথে সীমান্তরক্ষী অথবা পুলিশ আটকায়নি।’ জবাবে ট্র্যাক্টরচালকের সাফ কথা, ‘নেতা, প্রশাসন, সবার সাথে সেটিং আছে। মাসোহারা পান তাঁরা। অসুবিধা হয় না।’ চলতি বছরের ৫ অক্টোবর থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত রাজ্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে পুজোর টানা ছুটি রয়েছে। ঠিক এই সুযোগটিকেই ষোলো আনা কাজে লাগাতে চাইছে বালি মাফিয়ারা। পুজোর ব্যস্ততার মধ্যে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অবৈধভাবে দেদার বালি তোলার কাজ শুরু করছেন বালি মাফিয়ারা।

কালিয়াগঞ্জের বিএলঅ্যান্ডএলআরও অমিতাভ মিশ্রের কথায়, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা টাঙন নদীর বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চালায়। কিন্তু, পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়ায় আপাতত তা সম্ভব হবে না।’ কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, ‘টাঙন নদীর বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে দিয়েছি। কুশমণ্ডি থেকে হয়তো এই বালি বোঝাই ট্র্যাক্টরগুলো ঢুকছে। কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’ উল্লেখ্য, বেশ কয়েকমাস আগে কালিয়াগঞ্জের ফরিদপুরে টাঙন নদীর শিবকালীঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সিএফটি বেআইনি স্তূপীকৃত বালি যৌথ উদ্যোগে বাজেয়াপ্ত করেছিল কালিয়াগঞ্জ থানা ও ব্লক ভূমি দপ্তর। সে সময় স্থানীয় বালি মাফিয়া সাহিদ রহমান, মহিদুর রহমান এবং রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল প্রশাসন। কিছু বালি উদ্ধার করে কালিয়াগঞ্জ থানায় আনাও হয়েছিল। তারপর ফের বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য শুরু হয় বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

> টাঙন নদীর বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে দিয়েছি। কুশমণ্ডি থেকে হয়তো এই বালি বোঝাই ট্র্যাক্টরগুলো ঢুকছে। কড়া পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **দেবব্রত মুখোপাধ্যায়**
> আইসি, কালিয়াগঞ্জ থানা

মণ্ডপসজ্জায় ১৫ হাজার কাচের বোতল গঙ্গারামপুরে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : কাচ এবং মন দুটোই বেশ স্পর্শকাতর। দুটোই ক্ষণভঙ্গুর। ভেঙে যাওয়া মনকে জুড়তে দরকার অন্তর্শক্তি। কিন্তু ভাঙা কাচ জোড়া দিয়েও কি শিল্পকর্ম সম্ভব?

সম্ভব। আর সেটা করে দেখাল গঙ্গারামপুর শহরের ১৭ নং ওয়ার্ডের ব্লকপাড়া নাট্য সংসদ ক্লাব। তাদের ৩৪তম বর্ষের পুজোর থিম অন্তর্শক্তি। মণ্ডপ তৈরি হয়েছে ১৫ হাজার কাচের বোতল ও ফেলে দেওয়া ভাঙা কাচ দিয়ে। উদ্যোক্তাদের দাবি, জেলার মধ্যে এই ধরনের প্যান্ডেল প্রথম হচ্ছে।

লোহার ফ্রেমের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাচের বোতলের ইনস্টলেশন থাকছে। প্যান্ডেলের সিলিং তৈরি করা হয়েছে দাবার বোর্ডের আদলে। ব্যবহার করা হয়েছে পলিকার্বন সিট ও সান প্যাক। মণ্ডপের ভিতরে রয়েছে ঝর্ণা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে প্রতিমা। চোখ ধাঁধানো মণ্ডপ, চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। মণ্ডপের ভিতরে মাটি কেটে ছোট আকারের জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। জলের নীচে রয়েছে রঙিন আলো। সেগুলি জ্বলে উঠলে মনে হবে আলপনা। মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, প্রতিমার অভিনবত্ব দর্শনার্থীদের মন জয় করে নেবে বলে স্থির বিশ্বাস ক্লাব সদস্যের। পুজোর বাজেট এবার ১৫ লক্ষ টাকা।

মূর্তি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন সুকুমার সরকার, প্রেমকুমার সরকার ও রাজকুমার সরকার। মণ্ডপের থিম ভাবনায় শিলিগুড়ির শিল্পী তাপস পাল। ২০২৩-য়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিচারে জেলায় তৃতীয় স্থান দখল করেছিল এই পুজো।

মণ্ডপের ভিতর ছোট জলাশয়

পুজো কমিটির সম্পাদক পলাশ দে জানান, ‘এবার আমাদের থিম অন্তর্শক্তি । চলার পথে মানুষের মন ভেঙে যায়, স্বপ্ন ভেঙে যায় । মানুষ ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে চলতে পারে না। মন নতুন করে জুড়তে হয়। কাচও ঠিক তেমনই। ১২-১৫ হাজার ভাঙা কাচের বোতলের কাচ জুড়ে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। এই ধরনের মণ্ডপ জেলায় প্রথম। প্রতি বছরই নাট্য সংসদ ক্লাব নতুন কিছু দেখায়। এবারেও নতুনত্ব। আমরা এবছরেও জেলার মধ্যে প্রথম স্থান পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।’

আগাম জামিনের আবেদন নাকচ

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : বিজেপির ডাকা গত ২৮ তারিখে রাজ্যজুড়ে বনধের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য ও এক মহিলা কনস্টেবলের হাতে কামড় দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অমিত সাহা সহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রায়গঞ্জ থানার এএসআই পদে কর্মরত সুশান্ত কুণ্ডু। শনিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করা হলে বিচারক তা নাকজ করে দেন।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘সেদিনের ঘটনায় রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ কনস্টেবল অনুপমা সরকারের হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ৬ জন বিজেপি নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। আজ অভিযুক্তদের আগাম জামিনের আবেদন করলে বিচারক সেই জামিন নাকচ করে দেন।’

প্রাথমিকে আগমনী উৎসব

পুরাতন মালদা ও রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : আনন্দ পরিসর উপলক্ষ্যে শনিবার পুরাতন মালদা ব্লকের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা মা দুর্গা সহ অন্য দেবতার সাজে অভিনয় করে। বিভিন্ন স্কুলে অসুরবধ হয়। এদিন কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালিগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহাদেবপুর পিপি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই উৎসব আয়োজিত হয়। এদিকে, শনিবার রায়গঞ্জের গার্লস প্রাইমারি স্কুলে আগমনী উৎসব হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দুলাল সরকার প্রমুখ। পড়ুয়াদের আগমনী অনুষ্ঠান দেখে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন।

পাওনা নিয়ে বিবাদে মারধর

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : তিন হাজার টাকা ধার নিয়ে শোধ দেননি বন্ধু। তাই এবারে ওই টাকা তুলতে, পাওনাদারের হাতে মার খেতে হল অন্য বন্ধুকে। বালুরঘাট শহরের প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। মিলন দেবনাথ নামে এক ব্যবসায়ী শনিবার বালুরঘাট থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা পাওনা রয়েছে পাওনাদারের। ওই পাওনাদার দলবল নিয়ে এসে তাঁর কাছে টাকা চেয়ে তাঁকে মারধর করে পরে তার পকেট থেকে ৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই মারধরের জেরে তাকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উৎসবেও রক্তদান

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : উৎসবেও থাকুক রক্তদাতা। এই বার্তা দিয়ে জাতীয় রক্তদান দিবস পালন করল দক্ষিণ দিনাজপুর ও ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। ফোরামের উদ্যোগে ও চকভাতশালা বারোয়ারি পূজা কমিটির ব্যবস্থাপনায় বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফোরামের সম্পাদিকা সব্বানী নিয়োগী, উদ্যোক্তা সুশান্ত কুণ্ডু প্রমুখ। এদিন শিবিরে মোট ১২ জন রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি বুধবার চকভবানী চৌরঙ্গি ক্লাবের উদ্যোগে ও পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট ২২ জন রক্তদান করেন।

ছোটদের পুজোয় পুরোহিত সপ্তম শ্রেণির জ্যোতির্ময়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : স্কুলের পড়ুয়াদের উদ্যোগেই পুজোর আয়োজন। ছোটদের হুজুগে পতিরামের পাগলিগঞ্জের তিন বছরের এই পুজো বরাবরই নজর কাড়ে এলাকায়। বন্ধুরা ভাগাভাগি করে নেয় কাজের দায়িত্ব।

কেউ প্রতিমা গড়ে, কেউ তাতে রং লাগায়। কেউ প্যান্ডেলের কাজ করছে, তো কেউ হাত লাগাচ্ছে বাজারের কাজে। এরা প্রত্যেকেই ছোট। বয়স মেরেকেটে এগারো, বারো বা তেরোর ঘরে। অথচ তাঁরা দুই বছর ধরে নিপুণ হাতে সামলে আসছে সবটা। তিন বছরে এসেও তাই। সম্ভবত, পুজোর পুরোহিতই ‘বয়োজ্যেষ্ঠ’। তেরো বছরের জ্যোতির্ময় অধিকারী। সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া সে।

তৃতীয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আর মাত্র দিন দুয়েক বাকি। তারপরেই আলোর উৎসবের সঙ্গী হতে চলেছে সাত থেকে সত্তরের। এই অবস্থায় কোনওরকম খামতি রাখা যাবে না। তাই গোটা পুজোর দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে বন্ধুরা। উদ্যোক্তারা সকলেই পতিরাম হাইস্কুল ও খাসপুর হাইস্কুলের ছাত্র। পঞ্চম, ষষ্ঠ কিংবা অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। পঞ্চম শ্রেণির সূর্যদীপ হালদার ও অষ্টম শ্রেণির ঋষি হালদারের দায়িত্ব প্রতিমা গড়ার। সপ্তম শ্রেণির চন্দ্র হালদার ও শুভজিৎ হালদারের দায়িত্ব প্যান্ডেল বানানোর। নিজেরাই দা দিয়ে বাঁশ কেটে এনে প্যান্ডেল তৈরি করছে।

ক্লাস ফাইভের বিবেক হালদার ও রাজ হালদারের দায়িত্ব পুজোর জোগাড় করার। তবে পুজোর দিনগুলোতে বছর পনেরোর ঈশিতা হালদার ও শুভশ্রী মণ্ডল পুজোর জোগাড়ির কাজ করবে। প্রথম পুজোর জন্য দিনরাত মন্ত্র মুখস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে জ্যোতির্ময়।

সূর্যদীপের মা বৈজন্তী সরকার হালদার জানিয়েছেন, ‘গত দুই বছর আমি পুজো করে দিয়েছি। এবার ওদের এক বন্ধু পুরোহিতের কাজ করবে বলেছে। নিজেরাই প্রতিমা গড়ে। নিজেরাই প্যান্ডেল করে। পাড়ার এক ডেকোরেটরের কাছ থেকে কিছু কাপড় চেয়ে নেয়। আমরা বড়রা সবসময়ই পাশে থাকি।’

মূর্তি হাতে খুদেরা। শনিবার পতিরামের পাগলিগঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

প্রতিবেশীর শাসনে রক্তাক্ত নাবালক

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : রাতের বেলা রাস্তায় খেলা করা এক নাবালককে শাসন করার ঘটনা গড়াল থানা পর্যন্ত। শাসন করার সময় প্রতিবেশী এক তরুণের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হওয়া ওই নাবালককে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয়েছে। এরপর প্রতিবেশী ওই তরুণ নিতাই পাহানের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন নাবালক শিশুর মা টুম্পি পাহান। শুক্রবার রাতের ওই ঘটনার পরে শনিবার পালটা ওই তরুণের পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানানো হয়। এতে বালুরঘাটের নামাবঙ্গি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টুম্পিদেবী জানান, ‘রাতের বেলা বাড়ির সামনের রাস্তাতেই আমার ১২ বছরের ছেলে খেলছিল। ওই সময় নিতাই আমার ছেলেকে বাড়ি যেতে বলে ও বকাবকি করে। আমার ছেলে বাড়ি যেতে শুরু করলেই পেছন থেকে লাথি মেরে তাকে ফেলে দেয়। ঘটনার সুবিচার চেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছি।’

নিখোঁজ গৃহবধূ

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : দিন পনেরো আগেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া গৃহবধূকে ফিরিয়েছিল পুলিশ ও তাঁর পরিবার। ফের বৃহস্পতিবার থেকে শিশুসন্তান সহ ওই গৃহবধূর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। ওই গৃহবধূর মা জানিয়েছেন, ‘ফের আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি বালুরঘাট থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।’

ঘরোয়া পরিবেশে দেবীর আরাধনা

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : চোখ ধাঁধানো শৈল্পিক প্যান্ডেল বা আলোর রোশনাই নেই এই পুজোয়। খবরের শিরোনামে আসার মতো বাজেটের অঙ্ক নেই এই পুজোয়। তবে গোপালগঞ্জ বারোয়ারি মন্দির কমিটির পুজোতে রয়েছে এক শান্তির নিঃশ্বাস। শাস্ত্রসম্মত, ঘরোয়া পরিবেশে, পরম নিষ্ঠাভরে এখানে মায়ের আরাধনা করেন সকলে। ৭৭তম বর্ষে পা দেওয়া এই পুজোয় এবারের বাজেট ২ লক্ষ টাকা।

ঐতিহ্যবাহী এই পুজোয় গোপালগঞ্জ সহ কুমারগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ আসেন দেবীদর্শন করতে। তৃপ্তি সহকারে পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন সকলে। পুজোয় প্রতিদিন ভক্তদের মাঝে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। বিনোদনের জন্য চারদিন ধরে পরিবেশিত হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ। গতবারের তুলনায় সমস্ত কিছুর আয়োজন একটু বড় আকারের হতে চলেছে।

জোরকদমে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিমা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। পুজোর সূচনা হবে বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে। পুজোয় রুচিসম্মত পরিবেশ, কাঁসর আর ঘণ্টার সঙ্গে ঢাকের ছন্দময় আওয়াজ, মেয়েদের ধুনুচি নাচ পুজোর আনন্দকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। পুজো কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ পোদ্দার জানালেন, ‘প্রতিদিন অন্নভোগ এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।’ কোষাধ্যক্ষ পীযূষ প্রামাণিক জানান, ‘এই পুজোর আরেকটি বিশেষত্ব হল, পর্দার আড়ালে সন্ধিপুজো সম্পন্ন করা। পুজোর কয়দিন আশেপাশে বিভিন্ন দোকানপাট বসে।

জাল মদ বাজেয়াপ্ত

ডালখোলা, ৫ অক্টোবর : পুজোর মুখে জাল মদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড় সাফল্য পেল ডালখোলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার জাল মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। শনিবার ভোরে ডালখোলা থানার নিচিতপুর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি লাইন হোটেলের পাশে থাকা গোডাউনে অভিযান চালায় ডালখোলা থানার পুলিশ। সেখান থেকে বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যান্ডের মদের কার্টন বাজেয়াপ্ত হয়।

ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টেনডুপ শেরপা এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানান, উদ্ধার হওয়া মদের বাজারমূল্য প্রায় ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হওয়া মদ জাল বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় বিহারের কাটিহার জেলার কোরা থানার বাসিন্দা গৌতম কুমার এবং মানসাহি থানার বাসিন্দা মহম্মদ আজমল হোসেন নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে দশদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মোবাইল উদ্ধার

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : বিভিন্ন সময়ে চুরি যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া ১৯টি মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পতিরাম থানার পুলিশ। শুক্রবার মোবাইল মালিকদের ডেকে এনে তাঁদের হাতে মোবাইলগুলি তুলে দেওয়া হয়। পতিরাম থানার ওসি সৎকার সাংবো বলেন, ‘আজ ১৯ জনকে ডেকে মোবাইল তুলে দেওয়া হল। আমরা অভিযোগ পেয়েই গত কয়েকদিনে এই মোবাইলগুলো উদ্ধার করেছি।’

ট্রাইসাইকেল বিলি রতুয়ায়

রতুয়া, ৫ অক্টোবর : রতুয়া নিউ চক্র ও বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে শনিবার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক তরুণের হাতে তুলে দেওয়া হল ট্রাইসাইকেল। পাশাপাশি ওই দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। ট্রাইসাইকেল পেয়ে খুশি তরুণ ও তার পরিবার।

রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের বৈকণ্ঠপুর গ্রামের বাসিন্দা বিনয় মণ্ডল। পেশায় দিনমজুর। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী রিনা মণ্ডল, এক ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলে ১৬ বছরের রাজা মণ্ডল জন্ম থেকে বিশেষভাবে সক্ষম। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনওরকম সরকারি সাহায্য মেলেনি। মেলেনি প্রতিবন্ধী ভাতাও। রতুয়া নিউ চক্র ও বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের আধিকারিকেরা এদিন বিনয় মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে একটি ট্রাইসাইকেল তুলে দেন। সেই সঙ্গে কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বৈঠক

রতুয়া, ৫ অক্টোবর : আসন্ন শারদীয়া দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে শনিবার রতুয়া থানা প্রাঙ্গণে হয়ে গেল শান্তি বৈঠক। রতুয়া থানা এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠক আয়োজন করা হয়। প্রশাসনের তরফে সব পুজো কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি নির্দেশিকা মেনে পুজো করতে হবে। আইন ভাঙলে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে। পুজো চলাকালীন অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে চলবে পুলিশের টহলদারি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার, এসআই শীতলপ্রসাদ ঝা, এএসআই শেখ হেদাতুল্লা সহ পুলিশের অন্য আধিকারিকগণ।

ভাঙন এলাকায় পুজোর অর্থ বাঁচিয়ে সেবা

মানিকচক, ৫ অক্টোবর : একেই বেদনাঘন অভয়া কাণ্ড, তার ওপর ভূতনি সহ মানিকচকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। চারদিকে বন্যা, ভাঙন দুর্গতদের হাহাকার। তাই এবার পুজোর বাজেট খানিকটা কমানো হয়েছে। সেই অর্থের অনেকটা কাজে লাগানো হয়েছে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিলিতে। এছাড়া বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজকর্ম তো রয়েছেই। লালবাথানি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজো এবার আনন্দের চেয়েও অনেক বেশি করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১৯৯৭ পথচলা শুরু। এবার ২৭ বছরে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে সাজছে মণ্ডপ। সামনেই রয়েছে বিশাল শিবমূর্তি। কম বাজেটের পুজোয় বরাবরই অভিনবত্ব থাকে লালবাথানি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আড়াই লক্ষ টাকা বাজেটের পুজোর প্রতিমায় রয়েছে রাজস্থানের লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া। প্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে বর্ধমানের পাটুলি থেকে। শিল্পী সঞ্জয় পাল।

পুজো কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক কালীসাধন মুখোপাধ্যায়। দু’বছর ধরে পুজা কমিটির সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সমীরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘এবার পুজোর প্রেক্ষিত ভিন্ন। একে আরজি করের অভয়াকাণ্ডে গোটা দেশ মর্মাহত। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো দেড় মাসের বেশি সময় ধরে শুরু হয়েছে ভয়াবহ বন্যার দাপট। ভূতনি সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত। বানভাসি লক্ষাধিক মানুষ। এই অবস্থায় খুব বেশি আড়ম্বরের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। বরং দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি, নরনারায়ণ সেবা, স্বাস্থ্য শিবির ও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিষয়টাকে রাখতে চাইছি।’

পুজো কমিটির সভাপতি বাদল দাস। সহ সভাপতি সৌমেন্দু রায়। সৌমেন্দু জানান, ‘এলাকার মানুষের চাঁদায় এই পুজো হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরাও বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মায়ের বোধন হয়। মহাঅষ্টমীতে ১০৮টি পদ্ম ফুল মায়ের চরণে অর্পণ করা হয়। মহানবমীতে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। পুজো উপলক্ষ্যে কয়েক দিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।’

> আরজি কর কাণ্ডের পর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো দেড় মাসের বেশি সময় ধরে শুরু হয়েছে ভয়াবহ বন্যার দাপট। বানভাসি লক্ষাধিক মানুষ। এই অবস্থায় দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি, নরনারায়ণ সেবা, স্বাস্থ্য শিবির ও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প রাখছি।
>
> **সমীরণ মুখোপাধ্যায়**
> পুজো কমিটির সম্পাদক

রংদার রোববার
৭ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৬ অক্টোবর ২০২৪ নয়

১০ ছোটগল্প ময়ূরী মিত্র
১১ ছোটগল্প তৃষ্ণা বসাক এডুকেশন ক্যাম্পাস
১২ নারীদের চোখে শরৎ-বন্দনা কবিতায় চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, সেবন্তী ঘোষ, ঈশিতা ভাদুড়ী, রিমি দে, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, মৌমিতা আলম ও অদিতি বসুরায় ভারত আমার... পৃথিবী আমার

মাতৃশক্তি

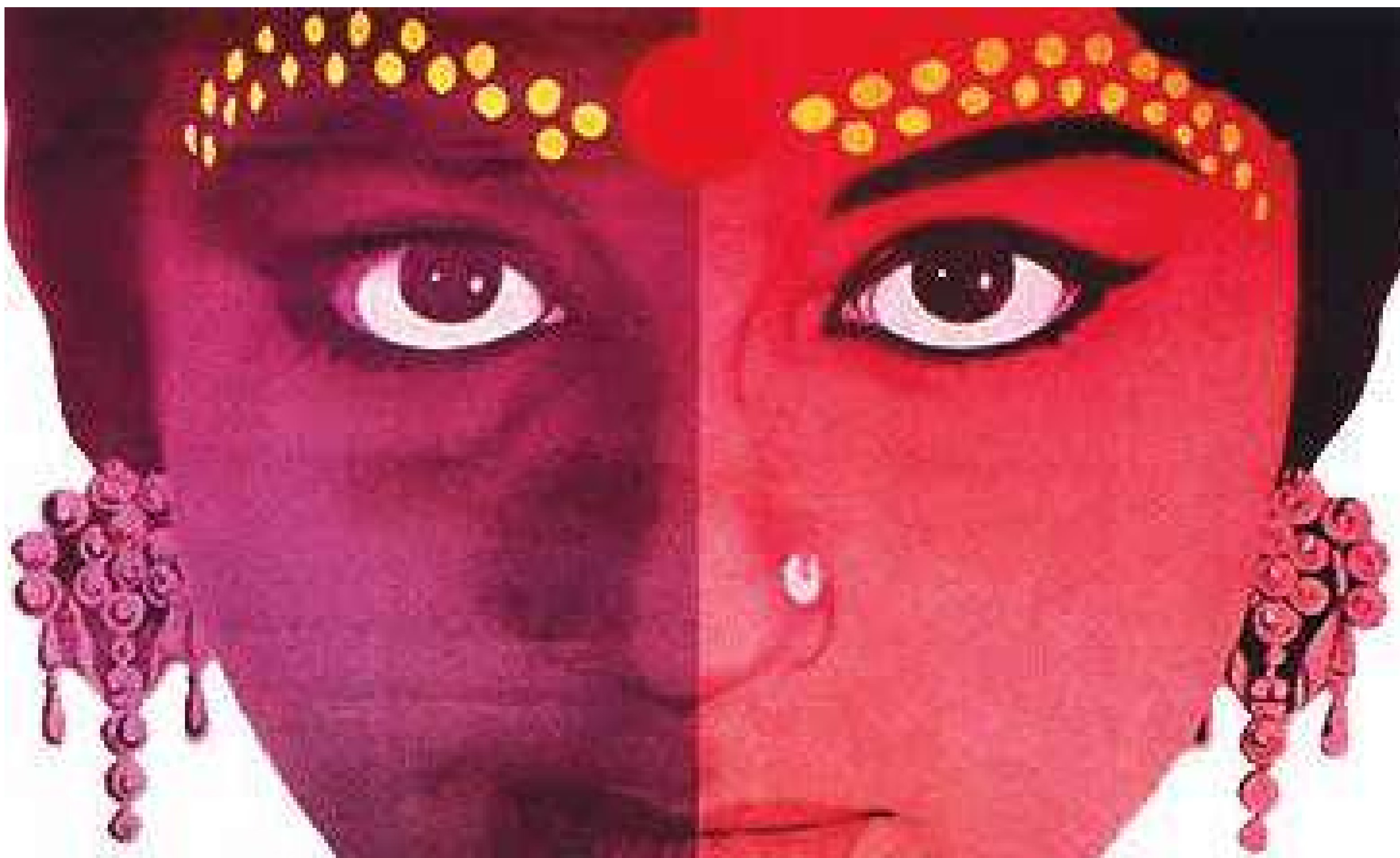

মাতৃবন্দনায় মেতে ওঠার পালা এ সময়। প্রচ্ছদে উঠে এল মায়েদের শক্তি হয়ে ওঠার কথা। জীবনদাত্রী মা ও দেবী মা যখন একাকার। রংদার রোববারের এই সংখ্যায় বিভিন্ন বিভাগে কলম ধরলেন শুধু মহিলারা।

প্রচ্ছদে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি ‘দেবী’র পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

আছে সে নয়নতারায়

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

ফাল্গুন তখনও ছড়িয়ে ছিল আকাশে বাতাসে। দু’দিন আগে দোল গিয়েছে। মেয়েটির সিঁথি এবং কপালে এখনও আবছা হয়ে লেগে আছে সেই সুখস্বপ্নের স্মৃতি।

রেলগাড়ি দিগদিগন্ত পার হয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে। সেই ঠিকানায় তার মা আছে।

লোকে বলছে, তিনি নেই। কিছু আগে জীবন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু মেয়েটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একটি নীরব অথচ প্রতিবাদী মুখ।

সে মুখে মায়াকাজলের সঙ্গে মিলেমিশে আছে গর্জন তেলের মতো উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাস। সেই মুখ একদা ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে গান গাইত, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিত। ভোরের নরম আলোর মতো পাড়াপ্রতিবেশীদের তার স্নিগ্ধতায় ভিজিয়ে দিত।

লেখাপড়ার সঙ্গে জীবনের শিক্ষাকে মিলিয়ে একাকার করে বাঁচতে শিখেছিল সে। অথচ সময়ের বদলে তার স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেল একদিন। সংসার পরিজনদের অমোঘ দাবিতে গলা থেকে গান বিসর্জন হল। জীবন তখন শুধু রাঁধা আর খাওয়া!

একদিন সন্তান এল কোলজুড়ে। নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন তখন সন্তানকে ঘিরে পুতুলনাচের মতো খেলা করতে লাগল জীবনময়। অথচ সেই কোলের ধনটুকুকেও কাছে রাখা গেল না। স্বামীর সঙ্গে দূর শহরে সংসার করতে এল সে। কোলের মেয়েকে ছাড়ল না শ্বশুরবাড়ির লোক। মেয়ে তাদের। অবুঝ মেয়েও মায়ের শত প্রলোভনে মাথা নাড়ল না। দাদু-ঠাম্মার প্রশ্রয় ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না। দু’চোখ ভরা জল নিয়ে মা বাড়ি ছাড়ল।

মা চলে যাওয়ার পরে মেয়েটি আশ্চর্য শূন্যতায় আক্রান্ত হল। চারদিক শূন্য। কে যেন নেই! যে ছায়ার মতো লেগে থাকত মেয়েটির সঙ্গে, নীরবে সব আবদার মিটিয়ে যেত, রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরের দিন সকালে ডিশে ডিশে সাজিয়ে রাখত আগের রাতের ভালোমন্দ খাবার। যে তার নীরব অথচ প্রখর উপস্থিতিতে ভরিয়ে রাখত তার ছোট্ট রঙিন জীবনটাকে, সে আজ নেই! কোথাও নেই।

সেই কষ্ট, সেই টানাপোড়েন আজীবন বয়ে বেড়াল মেয়ে। অথচ মানুষটা বেঁচে থাকতে কত গল্প, কত কথা তাকে কখনও মুখ ফুটে বলাই হল না, তোমার থেকে দূরে থেকে সারাজীবন আমি কষ্ট পেয়েছি মা! কী নিপুণভাবে শক্তির বীজ ভেতরে বপন করে দিয়েছিলে দূরে থেকেও। আজ পর্যন্ত যে কোনও ঝড় এলেই মনে হয়, তুমিই আমার সেই অবিনশ্বর শক্তি, যে তার চিরজাগরূক প্রদীপের আলোয় আমার জীবনের সব অসুর বধ করে যাচ্ছে।

রেলগাড়ি নির্দিষ্ট স্টেশনে থামল। রুক্ষ শহর সদ্য পার হওয়া দোলপূর্ণিমার আলোয় নরম, ভেজা। স্টেশন ছাড়িয়ে মাঠ, জঙ্গল, শাল-পিয়ালের বনেও ছোঁয়া লেগেছে চাঁদের আলোর। এই চাঁদ উৎসবে একজন জীবন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চারপাশে অনেক অসংখ্য ঢাক বাজিয়ে কারা যেন ঘোষণা করছে বিসর্জনের। মেয়েটির জীবনে চিরবিসর্জন ঘটে গিয়েছে। যে ছিল, তার সকল চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর সংসারযাত্রার শাখাপ্রশাখায়।

শুধু এলোমেলো বাতাস বলে যায়, সে নেই, কোথাও নেই। আর কোনওদিন ফিরবে না তার নিভৃত সংসারের মায়ায়!

মেয়ে যখন মায়ের কাছে পৌঁছোল, তখন মা ঘর ছাড়িয়ে উঠোনে। ফুলে মালায় ভরে গিয়েছে তাঁর ছোট্ট শরীরটুকু। মানুষের ঢলে মেয়ে বিপর্যস্ত। এত মানুষ! গোটা শিল্পনগরী যেন ভেঙে পড়েছে তাদের একতলা কোয়ার্টারের চারপাশে। শুধু মানুষের মাথা। মানুষটা তো নেত্রী ছিলেন না। ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ। তবু এত লোক চিনত তাঁকে! ছেলে বুড়ো মেয়ে বৌ বয়স্ক গৃহিণী কে নেই! একটা গোটা শহরের ঘর গেরস্তি যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই বাড়িতে, বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তায়। মিষ্টির দোকানের কারবারি-- দুনিয়ায় সকলের ভাগিন দাদা, ঝিকিমিকি মাসি, যে একদিন মায়ের ভরসায় নিজের ভাঙা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল! আরও কত কে!

সকলেই নীচু গলায় তাঁর জীবনে মায়ের ভূমিকার কথা বলছে আর কাঁদছে। মেয়ে অবাক! কী এত গল্প, এত আড্ডা, এত কথা? এসবের মধ্যে মা তো কখনও বলেনি, এত মানুষের জীবনের মূল সুরটি বাঁধা ছিল তাঁরই হৃদয়ের তন্ত্রীতে! সে একদিন মাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই কি মা অভিমানে কখনও বলেনি, এক মেয়ের বদলে কত মানুষকে জড়িয়ে সে বেঁচেছে।

উঠোনে মায়ের লাগানো চাঁপা ফুল গাছতলায় চোখ বুজে শুয়ে আছে মা। চাঁদের আলোয় মায়ের মুখ সাদা হয়ে ফুটে আছে। যেন বর্ষার জলে ভেজা গন্ধরাজ ফুল।

মায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়ে! হঠাৎ মনে হল মা যেন সামান্য কেঁপে উঠল। মেয়ে পরক্ষণেই বুঝল, এ তার চোখের ভুল। ভয়ংকর এক বেদনায় সাড়হীন হয়ে রইল সে। কাছে দূরে অনেক ঢাক বেজে চলেছে। এবার বিসর্জনের পালা। অপেক্ষা ছিল তারই জন্য। সকলে নড়ে উঠল।

ফুলে সাজানো খাটে চলে যাচ্ছে মা। মেয়ে চলেছে যন্ত্রের মতো।

এরপর দশের পাতায়

উমা আর হৈমবতী : পরমশক্তিময়ী

পূর্বা সেনগুপ্ত

সে ছিল এক উৎসবমুখর প্রাক সন্ধ্যার ক্ষণ। দেব সমাজের সেদিন মহা ব্যস্ততার আমেজ। বিজয় উৎসব বলে কথা। সাম্প্রতিক দেবাসুরের যুদ্ধে দানবকুলকে পরাজিত করেছেন দেবতারা। দেবাসুরের সংগ্রাম যদিও নতুন নয়। সৃষ্টির আদিক্ষণ থেকে তা চলে আসছে। দিতি পুত্রগণ অদিতিনন্দনদের যেমন সহ্য করতে পারেন না। অদিতি পুত্রগণও দেবরাজের নেতৃত্বে দিতি পুত্রদের শত্রুতা করে চলেন। দ্বন্দ্ব হল ক্ষমতার অধিকার নিয়ে। সর্ব সুখের আধার স্বর্গের অধিকার কে পাবে এ নিয়েই চলে দ্বন্দ্ব, সৃষ্টি হয় যুদ্ধের। এবার বড় নাকানিচোবানি খেয়েছে দুষ্টু অসুরগুলো। তাই তাদের পরাজিত করে উল্লসিত দেবকুল। দেবরাজ ইন্দ্র তাই বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছেন।

স্বর্গের বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একে একে উপস্থিত হচ্ছেন দেবতাগণ। স্বর্গ অপ্সরাদের নৃত্য এখনই শুরু হবে। এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত হলেন। সকলে আনন্দিত, সোমরসের পাত্র কেবল ওষ্ঠস্পর্শ করেছে কি করেনি, এমন সময় চারিদিক কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎই। আকাশের রং দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। দেবতারা থমকালেন। তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই আকাশ প্রান্তে ভেসে উঠল এক বিরাট অবয়ব, এক মূর্তি। এই অবয়ব ঠিক নারীরও নয়, আবার পুরুষেরও নয়। ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবগণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কে ইনি? আগে কখনও দেখেছি বলে স্মরণে আসে না। ইনি পুরুষ না নারী তাই কারও বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু যেই হোক না কেন, মূর্তি খুবই মহিমময়। তাঁর উপস্থিতি কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। দেবরাজ ইন্দ্র মৃদুস্বরে তাঁর পাশে উপবিষ্ট অগ্নিদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, “অগ্নিদেব, আপনি তো সর্বত্রগামী। যিনি আকাশপ্রান্তে প্রতিভাত হয়েছেন তাঁকে কি কখনও দেখেছেন? -না দেবরাজ! ইনি আমার অপরিচিত।’’ - তাহলে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় জেনে আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি।

দেবরাজের আদেশ শুনে দম্ভভরে উঠে দাঁড়ান, তারপর এগিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই মূর্তির উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘হে আগন্তুক! কে আপনি? আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।” বিচিত্ররূপী তাঁর নয়ন নত করে অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তারপর জলদগম্ভীর স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করেন, “তুমি কে?”

-আমি অগ্নিদেব?

-কী করো?

-আমি এক মুহূর্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি এবং সেই অগ্নিতে এই জগতের সমস্ত কিছু ভস্মীভূত করতে সক্ষম।

-তাই বুঝি? তা এই তৃণখণ্ডকে ভস্মীভূত করো দেখি।

এই বলে ছোট্ট একটি দূর্বাদলকে অগ্নিদেবের সম্মুখে রাখেন বিচিত্ররূপী। সেই দূর্বাঘাসের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠেন অগ্নিদেব। যিনি জগৎ ভস্মীভূত করতে পারেন, তাঁর কাছে এই দূর্বাঘাসকে দগ্ধ করা হাস্যকর। তাও আবার তাঁর ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তিনি ভ্রূভঙ্গ করে নিজ শক্তির প্রয়োগ করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! দূর্বাদলের কিছুই হল না তো। কেবল অগ্নিশিখা স্পর্শ করে গেল মাত্র। অগ্নিদেব এবার আরও বেশি শক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুতেই দূর্বাদলকে স্পর্শ মাত্র করা হল না তাঁর। সেই ছোট্ট ঘাসের টুকরো তাঁর দিকে তাকিয়ে পরিহাস করতে থাকল। অগ্নিদেব যখন তাঁর সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে ফেলেছেন তখন সেই বিচিত্ররূপীর অট্টহাসি চারিদিক কাঁপিয়ে তুলল। অগ্নিদেব নতমস্তকে, বিস্মিত মুখে ফিরে এসে বসে পড়লেন দেবরাজের পাশে। দেবরাজও কিন্তু কম বিস্মিত নন। কিন্তু তিনি রাজা, শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি জানেন। তাই তিনি এবার বায়ুর দেবতা বরুণকে সেই বিচিত্ররূপীর পরিচয় জেনে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। অগ্নিদেব বসলেন, বরুণদেব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে গেলেন আকাশপ্রান্তের কাছাকাছি।

বরুণদেবও দৃঢ়কণ্ঠে সেই অজানা মূর্তির পরিচয় জানতে চাইলেন। “কে তুমি?” সেই মূর্তি উত্তর দিলেন, “হে অহংকারী দেবতা তুমি কে?” উত্তর এল, ‘‘আমি বায়ুর দেবতা বরুণ।” -তুমি কি করতে পারো বায়ুর দেবতা?-আমি বায়ুবেগে জগৎ সংসারকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।” -তবে এই তৃণখণ্ডকে উড়িয়ে দাও দেখি। অগ্নিদেবের মতো বরুণদেবকেও একই আদেশ করলেন সেই অজানা শক্তি।

এরপর দশের পাতায়

এ মায়ের না আছে অস্ত্র, না সিংহবাহন

কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত

ভালোদাদুদের রায়গঞ্জের বাড়িতে কাজ করত মুনিয়াদি। এক বাড়ি সেরে আর এক বাড়ি। ঝড়ের গতিতে হাত চলত তার। রাঙামা বলতেন, ‘বাপ রে, যেন দশ হাতে কাজ করে মেয়েটা!’ হাসতে হাসতে আর ছুটতে ছুটতে সে উত্তর দিত, ‘আরও সাত-সাতটা মুখ হাঁ করে আছে ঘরে, দাঁড়ালে আমার চলবে গো, জেঠি?’ মুনিয়াদির অদৃশ্য দশহাতে বর্শা, চক্র, খড়্গ বা ধনুর্বাণ কিছুই ছিল না, ছিল শুধু মা-পাখির মমতা, যে তার ডানায় আগলে রাখে কচি ছানাগুলোকে। কচিরা একদিন বড় হয়, ডানায় জোর পায়। তাদের ওড়ার আকাশ চিনিয়ে দিয়ে তবে মায়ের দায়িত্ব শেষ। একদিন ভালোদাদু কোর্ট থেকে ফিরেছে, উঠোনে এসে বসে পড়ল মুনিয়াদি– ‘রিফুজিদের কি নাকি টাইপেন (স্টাইপেন্ড) হয়েছে গো, জ্যাঠামণি। তা আমরা তো রিফুজি। দ্যাখেন না, আমার মেজোটার যদি কিছু বন্দোবস্ত হয়। ইসকুলে তো দিয়েছিলাম সবক’টারেই, তার মধ্যে এই ছেলেটারই যা একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।’ বুদ্ধির জোরে স্কুল থেকে কলেজ। তা’বলে বই কেনা, বা মাস্টার রাখার সাধ্য তার মায়ের ছিল না। নিজের বই, ক্লাস নোট মুনিয়ার ছেলের সঙ্গে ভাগ করে পড়েছে ওই একই ক্লাসে পড়া ভালোদাদুর মেয়ে, আমাদের বড়পিসি। আবার একদিন মুনিয়াদি হাজির। হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। আলো আলো মুখ। ‘তোমাদের আশীব্বাদে ছেলে তো পাস দিল গো, জ্যাঠামণি। এবার যাহোক একটা চাকরিবাকরি যদি একটু জুটিয়ে দ্যান।’ সেই ’৬২-’৬৩ সালে চাকরি ‘জুটিয়ে দেওয়া’ যেত বৈকি। ভালোদাদুর সুপারিশে স্থানীয় ব্যাংকে কেরানির চাকরির শিকেটা ছিঁড়লও তার বরাতে। চাকরি পেয়ে মাকে আর একটি দিনের জন্যও পরের বাড়ি কাজে যেতে দেয়নি ছেলে। দেখা হলে পিসিরা মজা করত, ‘হাত সুড়সুড় করে না তোমার? সারাজীবন যা খাটা খেটেছ!’ নিজের কড়া পড়ে যাওয়া করতল দুটি জোড় করে কপালে ঠেকায় সে– ‘মুখ্যু মেয়েমানুষ! গতরে খাটা ভেন্ন আর কী করতাম বলো! কিন্তু বেটায় আমার খাটার হাতগুলা খুলে নিয়েছে যে। বলে, সে-ই বাপ মরার পর থেকে দেখেছি নিঃশ্বেস নেবার ফুরসত পাওনি। আর নয়।’ পুত্রগর্বে তার কপালের বলিরেখায় যেন তৃতীয় নয়ন ঝিকিয়ে ওঠে।

মুনিয়াদি তো জানে না তার শতাব্দীতেই বহু যোজন দূরে ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ পেলেগেয়া নিলোভনাও ছিলেন তারই মতো ‘মুখ্যু’। মাতাল, বদমেজাজি স্বামীর হাতে মার খেতে খেতে, কারখানার শ্রম আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে তিনি ভয় পেতেন, ছেলে পাভেলও বুঝি বাবার পথ ধরে। হয়তো হতও তাই, কিন্তু বদলে গেল পাভেল। রাতদিন গাদাগাদা বই পড়ে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কীসব আলোচনা করে, পেলেগেয়া তার মাথামুণ্ডু বোঝেন না। যে নিরক্ষর মা প্রথমে ছেলের কার্যকলাপ নিয়ে ভীত, সন্দিগ্ধ ছিলেন, আস্তে আস্তে তিনিই নিজের মতো করে জড়িয়ে পড়লেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। পাভেল ধরা পড়ার পর পুলিশের চোখ এড়িয়ে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে নিষিদ্ধ বিপ্লবের ইস্তাহার পৌঁছে দিতে দিতে নিজের অজান্তেই পেলেগেয়া নিছক মা থেকে হয়ে ওঠেন কমরেড। তখন আর শুধু পাভেলের মা নয়, গোটা রুশ বিপ্লবেরই তিনি মাতৃশক্তি।

অক্ষরজ্ঞানহীন পেলেগেয়া জারিত হয়েছিলেন ছেলের বিপ্লবী চেতনায়, কিন্তু সুশিক্ষিত মা সন্তানের কাছাকাছি থেকেও সবসময়ে কি টের পান কেমন করে এক ঘুণধরা সমাজকে বদলে দেবার কঠিন কঠোর সংকল্প দানা বাঁধছে তাঁর আপাত কোমল পুত্রের মধ্যে! তাই এক সকালের ফোনে মহাশ্বেতা দেবীর সুজাতা হঠাৎই টের পান, ব্রতীর মায়ের বদলে তাঁর পরিচয় এখন, ‘হাজার চুরাশির মা’। তাঁর আদরের ব্রতী এক সম্ভাবনাময় কিন্তু ব্যর্থ বিপ্লবের এক হাজার চুরাশিতম লাশ। যে পচাগলা সমাজের বিরুদ্ধে ব্রতীদের জেহাদ ছিল, নিজের বাড়িতে সেই সমাজেরই একটুকরো সংস্করণের মধ্যে তার বেড়ে ওঠা। তবু ব্রতী যে সকলের চেয়ে অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, উঠতে পেরেছিল, তার কৃতিত্ব বা দায় দুই-ই তো তার মায়ের, সুজাতার। অন্তঃসারশূন্য, স্ট্যাটাস সর্বস্ব সংসারে দুশ্চরিত্র স্বামী আর তিন ছেলেমেয়েকে শোধরাতে তিনি পারেননি, একটা সময়ের পর হয়তো চেষ্টাও আর করেননি, কিন্তু তাঁর নিজস্ব রুচি এবং মূল্যবোধের উত্তরাধিকার সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন ছোট ছেলের মধ্যে। শরীরে তিন-তিনটে বুলেটের দাগ নিয়ে তাই কি তাকে শুয়ে থাকতে হল কাঁটাপুকুর মর্গে; দাদা, দিদি, বাবার মতো ক্লিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে দাপটে ঘুরে বেড়ানো হল না সফল জীবনের বৃত্তে। এ কি সুজাতার মাতৃশক্তির পরাজয়, নাকি তারই মধ্যে থেকে গেল এক সাধারণ মায়ের জয়ের ইতিহাস!

এরপর দশের পাতায়

> এক সকালের ফোনে মহাশ্বেতা দেবীর সুজাতা হঠাৎই টের পান, ব্রতীর মায়ের বদলে তাঁর পরিচয় এখন, ‘হাজার চুরাশির মা’। তাঁর আদরের ব্রতী এক সম্ভাবনাময় কিন্তু ব্যর্থ বিপ্লবের এক হাজার চুরাশিতম লাশ। যে পচাগলা সমাজের বিরুদ্ধে ব্রতীদের জেহাদ ছিল, নিজের বাড়িতে সেই সমাজেরই একটুকরো সংস্করণের মধ্যে তার বেড়ে ওঠা।

ছোটগল্প

উত্তুরে

ময়ূরী মিত্র

কড়া ও টাটকা রোদের মধ্যে দিয়ে সিটং গ্রামে যখন পৌঁছোলাম তখন চারদিক থেকে ময়ূর ডাকছে। এত জোরে এবং এতখানি একস্বরে ডাকছে, মনে হল শান্ত পাহাড়ি গ্রামে বনময়ূরের দল লাঠিখেলা দেখাতে এসেছে বুঝি। পৌঁছোবার সামান্য পরেই পাহাড়ের ওদিকটায় ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল। সিটংয়ের দিকটায় সেই একই পরিমাণ রোদ। রোদ ও মেঘের এমন চুলচেরা তফাত কোনওদিন কোনও দেশের আকাশে দেখিনি। এদিকে গা পুড়ছে। ওদিকে চা বাগান শেষ করেই বৃষ্টি আর বৃষ্টি। না লাগল মেঘের গায়ে রোদ। না হল রোদ-বৃষ্টির মাখামাখি। কেবল দেখলাম- বেলা বাড়লে মেঘ যেমন এক রয়ে গেল রোদের কিন্তু তেমন না। রোদ পরিবর্তিত হল হরিণ রঙে। আকাশের আঁধারে পৃথিবীর কালোর প্রতিচ্ছবি। যেতে আর চায় না। স্তূপ হয়ে বসে থাকে। আর ঠিক পৃথিবীর মতো করেই আকাশ দ্বিখণ্ডিত হয় আলো আর আঁধারে। মাথাগরম করে বললাম- যত্তসব উজবুক মেঘ।

রাগ স্থায়ী হতে দিল না রোদের হরিণরংটা। চান করে বাইরে বসতেই সেটা একেবারে আমাকে ছেঁকে ধরল। গায়ে তরল হরিণ মেখে বসে আছি, দেখি দুইজন পাহাড়ি মজুর রাস্তায় কাজ করছেন। যেখানে গিয়েছি সেখানের মানুষের দুটো কথা যদি বুকে করে না নিয়ে আসি তো কীসের প্রকৃতি ভালোবাসলাম বল দিকিনি! অধিবাসীর তপ্ত পরশ ছাড়া প্রকৃতি প্রাণ পায় নাকি গো! জিজ্ঞেস করলাম- এখানে খুব ঠান্ডা তাই না? বুড়ো মজুর উত্তর না দিয়ে ঘাম মুছল। যুবকজন মুসলমান। ফের প্রশ্ন- আপনাদের ইদ তো আজ। উত্তর নেই। কোদাল দিয়ে পাথর সরাবার শব্দ শুধু। হোমস্টের গায়েই চা বাগান। এ হোমস্টে মেয়েরা চালান। সমভূমির অতিথিদের জন্য কুড়িবার করে চা করে সর্পিল গতিতে নেমে যান চা বাগানে। বারান্দা থেকে তাঁদের চা পাতা তোলার শব্দ শুনছিলাম। সে শব্দে আধাশুকনো পাতা পড়ার শব্দগুলো মিশে আজব ধ্বনি। শ্রমের ধ্বনি। মানুষ ধনী কিংবা ভিক্ষুকে পরিণত হচ্ছে। দুইয়ের মাঝে নিজ দমে বাঁচার যে সম্মানজনক পথটা থাকত, তা ধীরে ধীরে ভুলে যাবে মানুষ।

ভয় পাচ্ছিলাম একলা বারন্দায়। এ বাড়ির গৃহিণী দূরে কালো চশমা পরে চা পাতা তুলছেন। এসেই দেখেছিলাম চোখে জোরদার ইনফেকশন। এখন দেখলাম একবার করে চশমা খুলেছেন, চোখ মুছছেন। আবার নিবিড় চোখে চা গাছে পাতা খুঁজছেন।

পাহাড়ের মানুষ কম কথা বলে।
শরীর ও ঘাম কখনো-কখনো শব্দের থেকে বলীয়ান হয়।
আমাদের ছোট গ্রাম সিটং
তার এক আকাশে মেঘের ভেলা
আরেক আকাশে হরিণ খেলা ....

২

কাল সিটংয়ে অনেক রাতে বৃষ্টি নেমেছিল। ততক্ষণে ওদিকের পাহাড়ে গেরস্থদের আলো নিভে গেছে। ঝড়ে আমাদের এদিকে সবক'টা হোমস্টের আলো চলে গিয়েছিল। আঁধার ঘর থেকে আঁধারের বৃষ্টি দেখছিলাম। বা শুনছিলাম। পাথরের ওপর সাদা দানা পড়ার শব্দ তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একসময়। সকালে উঠে অল্প রোদ এবং বেশি কুয়াশা। সূর্য ওঠা দেখা গেল না বলে আমার মনখারাপ হয়নি। পাহাড়কে যে মানুষের চাহিদামতো সূর্যোদয় দেখাতেই হবে এবং না দেখালে যে পাহাড়ের বাকি সৌন্দর্যের আর কোনও মানে থাকবে না এ আমি মানি নে। এ গাঁয়ে এসে এবং এ গাঁয়ের মানুষদের শ্রমে নিষ্ঠা দেখে, কেন জানি না আমার খালি মনে হয়েছে- পাহাড় তার সমস্ত মহানতা ও সৌন্দর্য নিয়ে এই মানুষগুলোর সুখে দুখে জড়িয়ে থাকুক। সমতলের মানুষ ইতিমধ্যেই অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনেক সৌন্দর্যে জীবন চালাচ্ছে। সুতরাং তাদের ইচ্ছেপূরণের দায় পাহাড়ের নেই। এই দেখ! পাহাড়ের কথা লিখতে গিয়ে কখন যে তাকে জ্যান্ত মানুষ ভেবে বসে আছি! পাহাড় ব্যাটা নিশ্চয় আমার ঘাড়ের কাছে মুখ রেখে তার জন্য লেখা শব্দগুলো পড়ছে একমনে।

পার্বতী পিসি চা পাতা তুলে নীচে নেমে এলেন। আজ ওপরের বাগানে গিয়েছিলেন। কালকেই আমাকে বলেছিলেন পিসি ডাকতে হবে। যাঁদের হোমস্টে তাঁদের সম্পর্কে পিসি হন পার্বতী। তাই হয়তো আমার ক্ষেত্রেও পিসি।

আজকে তাঁর চোখের ইনফেকশন অনেক সেরেছে। সেকথা বলতেই বললেন- আমি জড়িবুটি করেছি। অবাক হয়ে বললাম- একটা মিনিমাম হাসপাতাল নেই? আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন আমার কাছে মিনিমাম চিকিৎসাটা ঠিক কী!

তাঁর মেয়ে দিব্যা মায়ের জন্য গরম চা নিয়ে এসেছে। আরামের চুমুক দিতে দিতে পার্বতী বললেন- ওই কয়েকটা ডায়ারিয়া আর জ্বরের ওষুধ রেখে দিই সবাই। বাকি সব জড়িবুটি। ও ছাড়া আর তো কিছু নেইও ...।

-বড় অসুখ হলে?

-শিলিগুড়ি বা কার্সিয়াং। তাও তো নিয়ে যেতে পারলাম না বরটাকে। প্রেসার হাই হয়ে গেল। বাড়ির গাড়ি খারাপ হল সেদিনই। তো মরে গেল। শীতকাল তখন। বরফ পড়েছিল সেবার। শীতকাল এলে খারাপ লাগে... তবে সে চলে যাওয়ার পর কাজের চাপ তো বেড়েছে খুব! কাজ করতে করতে পাঁচটা বেজে যায়। তারপর এসে কিচেনের কাজ.. কাপড় কাচা... এই করতে করতে ঘুম চলে এল। ফের ভোর পাঁচটা...।

নারায়ণ এসে পা মুড়ে বসল পার্বতীর কাছে। নারায়ণ একদিন গাড়ির তলায় ঘুমোচ্ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই নারায়ণের একটা পা পিষে হাড় বেরিয়ে গেল। এইসব সহ্যশক্তির গল্প শুনে হোমস্টের এই কুকুরটির নাম হয়তো নারায়ণ দিয়ে ফেললাম। জীবনে এই প্রথমবার এক অঙ্গের হাড় বের করা জ্যান্ত জীব দেখলাম। নারায়ণ হাঁটার সময় নিজের হাড় বের করা পা-টা অন্য পা দিয়ে যত্ন করে ধরে রাখে। দিব্যা নারায়ণের পায়ে সান্ধ্যকালীন দাওয়াই লাগাচ্ছিল। তারও হয়তো জড়িবুটি। মানুষ আর মানুষের পোষ্য সবারই এক জড়িবুটি!

আজ নারায়ণ সারাটা দুপুর পাখিদের পিছু পিছু ছুটেছে। এখানে পাখিগুলো হয়েছে বদের ধাড়ি। সারাদিন গাছের আড়ালে থেকে ডাক দেবে। ডাক দিয়ে দিয়ে প্রকৃতি মুখর করে রাখবে। যদি একটুখানি পাখনা তাদের দেখতে পায় বার্ড ওয়াচাররা তো ফের উড়বে অন্য ডালে। বার্ড ওয়াচারদের পাখি দেখাতে নিয়ে গিয়ে নারায়ণ নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেছে। পাহাড়ের মানুষ সমতলের মতো বিদেশি কুকুর কিনে ঘর সাজায় না। শহরে মানুষের খাবারের চেয়েও পোষ্য লিজাদের খাবারের দাম বেশি। পাহাড়ের মানুষ অন্যায্য নেয় না। দেয়ও না। তাদের ঠান্ডা কনকনে বাড়িগুলোতে কুকুর বিড়াল আপনি জোটে। তাদের মতোই ভাতডাল খায়। মানুষের আচরণ রপ্ত করতে পারে অনেক বেশি। গৃহমালিকদের মতো তারাও অতিথিদের দেখভাল করে। দুপুরেও আমার একা বেরোনোর জো রাখেনি নারায়ণ। পাখিদের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব খুব। সিটং গাঁয়ে স্থলচর আর আকাশচর মিলেমিশে বড় হয়।

আমাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে কাজিয়া হয় না গো। ওই দেখ- আমার ভাইঝিরা হোমস্টে চালায়। আমার মেয়েটা তার দিদিদের সঙ্গেই রান্না করে। অতিথিদের কাজ করে। ওইদিকটা ওদের জমি- ওদের হোমস্টে আর এদিকেরটা আমার জমি। আমার বর এদিকে বাড়ি করল। আমি আরও একটা ঘর বাড়াব। চা পাতা রাখার গুদাম করব। ...এত সহজ হিসেবের মধ্যে আমার একটা মুক্তিবোধ জন্মাচ্ছিল গো। পার্বতীর চা খাওয়া শেষ হল। সে এবার তার বরের বাড়ির ফুলের গাছে জল দেবে। এখানে সবার বাড়ি ফুলে ফুলে ভরা। ফুল আপনি বেড়ে আজন্ম এই শ্রমিকজাতির ঘর সাজায়। দিব্যার চুলে হাত গেল। ইস! কী সিল্কি আর নরম চুল। একদম স্ট্রেট। বললাম- এত সুন্দর চুলে ফুল লাগাও না কেন! ফুল তো সব তোমাদের। রোজ একটা করে ফুল লাগাবে। মা মেয়ে হাসল।

সিটং আমাদের ছোট গ্রাম।
সেখানে ফুলগাছ যে দেখে তার!
গাছেই ফুলের....
গাছেই জন্মান্তর।

৩

সকালে সিটং যখন ছেড়ে আসছি তখনই আলাপ হল হিতেন বহুরূপীর সঙ্গে। হিতেন তখন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে নিখুঁত নেপালি ভাষায় কথা বলছিল আমাদের হোমস্টের মেয়েদের সঙ্গে। তার দৃষ্টিপাতে বুঝলাম, আমাদের টেবিলে সাজানো মশলা আলুর দম দেখে হর্ষ করছে হিতেন এবং খুব করে সার্টিফিকেট দিচ্ছে নেপালি রান্নার। আমি যে তাকে দেখে হাসছি আড়চোখে দেখে নিল হিতেন। আর তখনই হিতেনের ভাষা রাষ্ট্রীয় হয়ে গেল। এবার বিশুদ্ধ হিন্দিতে হিতেন মেয়েদের বোঝাতে লাগল- বাঙালি অতিথি কত ভালো, কত শান্ত। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠছি, দৌড়ে এল জিতেন।

-দিদি আমি বাঙালি গ!

আমি হাঁ। সিটং গাঁয়ের পাথুরে চত্বরে দাঁড়িয়ে হিতেন শোনাল এক আশ্চর্য অভিমানীর কাহিনী। দেশভাগে ও বাংলা থেকে একরাতের মধ্যেই সামান্য জিনিসপত্র আর বৌ-ছেলে নিয়ে পালিয়ে আসেন হিতেনের ঠাকুরদা। পালিয়ে আসার পর পিঠে এক কোপ পড়েছিল ঠাকুরদার। আসামে আশ্রয় নেবার পর ঠাকুরদা মুখ ফেরালেন বাংলা ভাষা থেকে। মার খাওয়া এবং মার খেয়ে দেশ ছাড়ার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল তাঁর নিজের ভাষার ওপর।

যে দেশ থেকে ঘাড়ধাক্কা খেলেন দাঁতে দাঁত চেপে মা বলা ছাড়লেন হিতেনের ঠাকুরদা। সারাদিন কোপের ওই দাগটার ওপরে হাত বোলাতেন আর রপ্ত করতে লাগলেন অসমিয়া ভাষা। দেশের একশোটা নারকেল গাছ কিংবা জমি পুকুর ছোটবেলার পাঠশালা কোনওকিছুর জন্য বিন্দুমাত্র খেদোক্তিটুকুও আর শোনা যায়নি হিতেনের ঠাকুরদার মুখে। সারাদিন অসমিয়া ভাষায় গল্প, অসমিয়াদের সঙ্গে দেদার মিশ্রণ। হিতেনের গল্প আমার অবিশ্বাস্য লাগেনি। কোন যন্ত্রণায় হিতেনের ঠাকুরদা দেশকে মা ভাবা ছেড়েছিলেন তা অনুভব করতে পারলাম আমার বাবার মুখে শোনা তাঁর ঠাকুমা হেমনলিনীর গল্প দিয়ে। দেশ ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে বাবাদের। দুর্গাপুজোও আসছে। আমাদের ধূলিহর গ্রামের মুসলমানরা ঘিরে দাঁড়ালেন হিন্দুদের চারপাশে। বললেন- প্রতিবছরের মতো এবারও এ গাঁয়ে পুজো হবে মা। আমরা সব জোগাড় করে দেব। হিন্দু মুসলমানের যুগ্ম চেষ্টায় সেবার পুজো হল ধূলিহরে। এবারে চলে যেতে হবে ইছামতী পেরিয়ে দন্ডিরহাটে। হেমনলিনী যাবার কালে ধূলিহর গ্রামে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন- তোমাদের সঙ্গে আমার শেষ দুর্গাপুজো হল। আর ও বাংলায় গিয়ে মায়ের মুখ কখনও দেখব না। দেশ যার যায় মাও তাকে ছেড়ে যায়। সিটঙে দাঁড়িয়ে হিতেন ড্রাইভারের গল্প শুনতে শুনতে না দেখা প্রপিতামহীর যন্ত্রণাবিদ্ধ জেদ মনে পড়ল আমার।

হিতেনের ঠাকুরদা ও আমার প্রপিতামহী যেন দেশ ছাড়ার গল্প দিয়ে ভাইবোন হয়ে গেলেন। নতুন দেশে আসার সময় একজন মুসলমানের দা-এর কোপ খেয়েছিলেন। আর একজনকে মুসলমানরা ভালোবাসায় স্বদেশে শেষবারের মতো দুর্গাদর্শন করিয়েছিল। অথচ কী আশ্চর্য! যন্ত্রণা পাওয়ায় দুজনের পাল্লা সমান! কী নিঠুর বিভাজন রে ভাই!

হিতেনের গল্প ডানা আরও খুলল সিটংয়ের কচি কমলার গাছের ডালে।

হিতেনের ঠাকুরদার অসহায় অবস্থা দেখে কিংবা সৌজন্য দেখে কেন জানি আসামের মানুষ আপন করে নিয়েছিল ঠাকুরদাকে। ওখানেই ব্যবসাপাতি করলেন -তারপর বাড়িঘর সবকিছু আসামে। শুধু কঠোর নির্দেশ রইল- ছেলে যেন না শেখে বাংলা। ফলত হিতেনের বাবা ও হিতেন কেউই বাংলা শিখল না। হিতেনের কথায় কোভিডের পর মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি হল। বাপ-মা নিয়ে হিতেন এল শিলিগুড়ি ও একটা গাড়ি কিনল। পাহাড়ে ভ্রমণার্থী নিয়ে যাতায়াত করবে।

যাঁর দোকানে গাড়ি কিনল সে দোকানের মালিক বলল- বাংলাদেশে এসেছ হিতেন। এবার তো শেখ নিজের ভাষা। হিতেন বাংলা শিখল। হিতেন হিন্দিও শিখল। এক্ষণে পাঠকগণ আমরা তাহলে হিতেনের বিশেষণ দিই বহুভাষী। পশ্চিমবঙ্গ বহুরূপীতে ভরে গেছে। হিতেনকে তাই কোনওমতেই বহুরূপী বলা যাবে না। তাহলে তার এতকাল বাদে প্রায় বয়স্ক অবস্থায় মাতৃভাষা শেখার প্রয়াস মিছে হয়ে যাবে।

-এবার যাই হিতেন।

হিতেন হাসল -

রবীন্দ্রনাথের কথা ভালো করে জানলাম দিদি শিলিগুড়ি এসে। এত বড় কবি মাপতেও পারি না দিদি। আসলে অনেক বছর পেরিয়ে বাংলা শিখলাম তো! মা বলে- বাংলা শিখলি শিখলি! কাজে কম্মে হিন্দি বলছিস, বলছিস! আবার নেপালি বই খুলে বসিস কেন সারাদিন গাড়ি চালিয়ে। আমি কী বলি জানেন দিদি? এত্তবড় কবির দেশ। সে দেশের মানুষ দু-চারটে ভাষা বেশি শিখলে ক্ষতি কী! তাছাড়া দিদি আমি নেপালিতে কথা বললে সিটঙের এই মেয়েরা খুব খুশি হয়। ভাবে ওদের ভাষায় কথা বলে ওদের সম্মান দিচ্ছি। দেশ আমার এই নিয়ে তিনটে হল। ভাষাও তিনটে হোক ....

ছেলেটা এত হাসে! এরমধ্যে আবার নিজের কাস্টমারের সঙ্গে গাড়ির ভাড়া নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল। খাইমাই করে চ্যাঁচাচ্ছে হিতেন ..

ও তার মানবভাষা।

ও তার মনভাসা- একদেশ থেকে ভিনদেশ।

উমা আর হৈমবতী

নয়ের পাতার পর

বরুণদেবও অগ্নিদেবের মতো অট্টরব করে সামান্য ফুঁ দিলেন। কিন্তু কই, দূর্বাদল তো নড়লই না। মহাবিক্রমে নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে করতে হাঁফিয়ে গেলেন বরুণ দেব। না তিনিও পারলেন না। একে একে দেবতারা সকলেই নিজেদের শক্তিপ্রবাহ প্রয়োগ করে ক্ষান্ত হলেন। তাঁদের মনে হল, তবে কি এ নতুন কোনও শত্রু দেখা দিল? আবার কি যুদ্ধ করতে হবে? এই সময় উঠে দাঁড়ালেন দেবরাজ। যাঁর সম্মুখে দেবশক্তি পরাজিত হয়ে যায়, তিনি সাধারণ কেউ নন। দেবরাজ যেই অগ্রসর হতে লাগলেন অমনি সেই বিচিত্ররূপীর রূপের মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সেখানে ফুটে উঠল এক নারীর অবয়ব। দেবরাজ নতমস্তকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘হে বিচিত্ররূপা আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি! হে অজ্ঞাতনামা, আপনার পরিচয় আমাদের জানিয়ে কৃতার্থ করুন।” দেবরাজের বিনয়ী স্বভাবে সেই মূর্তি তুষ্ট হলেন। বীণানিন্দিত কণ্ঠে ঝংকার তুলে বলে উঠলেন, “হে দেবরাজ, আমি পরমশক্তিময়ী আদি শক্তি! আমার শক্তিতেই এই জগৎ সংসার শক্তিমান। হে দেবরাজ! তোমরা যে অসুরদের পরাজিত করেছ তা কি তোমাদের শক্তিতে? তোমরা ভাবছ তোমারাই শক্তিমান। কিন্তু আমার শক্তিই তোমাদের শক্তির আধার। আমি না চাইলে তোমরা বিন্দুমাত্র কার্য করার ক্ষমতা রাখো না। এই জগৎকে আবৃত করে রয়েছি আমি। আমিই ভাঙি, আবার আমিই গড়ে তুলি। তোমরা আমার অধীন।” সেই মহাশক্তি দেবরাজ ইন্দ্র সহ অন্য দেবতাদের যে জ্ঞানদান করেছিলেন তাই বিদ্ধৃত আছে কেন-উপনিষদের পাতায়। সেই পরমাশক্তি জননী যে রূপে দেবতাদের জ্ঞান দান করেছিলেন সেই রূপ ‘‘উমা-হৈমবতী” নামে পরিচিত।

কেন উপনিষদের এই কাহিনীর মধ্যেই পরমশক্তিময়ীর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তিনি নারী তাই নারী হল শক্তির আধার। এখানে প্রশ্ন হতে সেই পরমা শক্তির আরাধনায় আমরা মহিষমর্দিনী দুর্গাকে কেন পুজো করি? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে পৌরাণিক সাহিত্যের অন্দরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে মেধস ঋষির কাহিনী। তিনি তিনটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন সেই পরমশক্তিময়ীর রূপ। প্রথম কাহিনী মধু-কৈটভ বধের। যেখানে দেবী যোগমায়া রূপে আবৃত করে রেখেছেন স্বয়ং বিষ্ণুকে। ব্রহ্মার স্তবে তিনি বিষ্ণুর অঙ্গ ত্যাগ করে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছেন। দ্বিতীয় কাহিনী মহিষাসুর বধের কাহিনী। এখানে মহিষাসুর নামে দুর্ধর্ষ অসুর বধ করছেন দেবী। তাঁর উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ক্রোধ নিঃসৃত জ্যোতি থেকে। দেবতাদের জ্যোতিও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হল। সেই বিচিত্রবর্ণা দেবীর হাতে সমস্ত দেবতা তুলে দিলেন তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রের প্রতিরূপ। দেবী অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে চললেন যুদ্ধে। হাতে মধুভাণ্ড। সেই মধুপান করে উন্মত্তা দেবী। অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তিনি মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অসুরের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে হলেন মহিষাসুরমর্দিনী। এর পরের কাহিনী চণ্ড-মুণ্ড নামে অসুর ভ্রাতৃদ্বয় বধের কাহিনী। এই কাহিনী দিয়ে চণ্ডী শেষ হলেও তার মধ্যেই মূল বাক্যটি লুকিয়ে আছে।

চণ্ড দেবীকে বলছেন, ‘‘তুমি এত নারী যোদ্ধা, ব্রহ্মাণী, কৌমারী ইত্যাদিদের নিয়ে যুদ্ধে এলে যে? কথা ছিল তুমি একাকী আমায় পরাজিত করবে!’’ দেবী উত্তর দিচ্ছেন, আমি তো একই! তুমি দ্বিতীয় দেখলে কোথায়? দেবীর অঙ্গে সমস্ত নারীশক্তিদের মিশে যেতে দেখেছিলেন অসুর। তাই জগতের সমস্ত নারীই দেবীশক্তির অধিকারিণী। দেবী শক্তিময়ী, তাঁর কাহিনী যুদ্ধের কাহিনী। নারীও চিরকাল শক্তিরূপে সমাজ ও পরিবারের আঙিনায় যুদ্ধরতা।

আছে সে নয়নতারায়

নয়ের পাতার পর

কখন যেন সব মিটে গেল। বাড়ি ফিরে এল সবাই। শূন্য ঘর হাঁ করে গিলতে এল।নেই, সে নেই। কোথাও নেই।

জেগে থাকতে থাকতে, কখন যেন তন্দ্রা ছুঁয়ে গেল। সেই তন্দ্রায় একফালি চাঁদের আলো মুখে এসে পড়ল মায়ের স্পর্শের মতো। চারপাশের ফুলের গন্ধ ভেসে এল হাওয়ায় হাওয়ায়, ঠিক যেন মায়ের সুবাস। চান করে বেরোলে মায়ের গা থেকে তো এমনই গন্ধ ভেসে আসে।

মন বলে উঠল, আছে, সে আছে। ‘আছে সে নয়নতারায়/আলোকধারায়/তাই না হারায়/ওগো তাই দেখি তায়/যেথায় সেথায় তাকাই আমি...’

২

অন্ধকারে আধো ঘুমে আধো গলায় মেয়ে ডাকল, ‘মা!’

মা সাড়া দিল না। মেয়ে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল মাকে। পেল না। অস্থির হল সে। কাঁপতে লাগল গভীর বেদনায়। এতদিন হাত বাড়ালেই যাকে পাওয়া যেত, সে এখন নাগালের বাইরে।

চোখের জলে বিছানা ভিজছে। মেয়ে ফের ডাকল, ‘ও মা! কথা বলছ না কেন, মা!’ মা কথা বলল যেন দৈববাণীর মতো, ‘তোমার মহাবিশ্বে কভু হারায় নাকো কিছু।’ মেয়ে বিশ্বাস করে, মা আছে তার শক্তি হয়ে, ভরসা হয়ে, ভালোবাসা হয়ে। মায়ের নশ্বর শরীর বাতাসে মিলিয়ে গেলেও তার আত্মা মিশে আছে মহাশক্তির অংশে। আর ক'দিন পরে দুর্গাপুজো। মা আসছে। তার সঙ্গে আসছে পৃথিবীর সব হারিয়ে যাওয়া মায়েরা। ঢাকের শব্দে মুখরিত চারপাশ। শিউলি গন্ধে বাতাস ভারী। সব মেয়েদের মেলায় নিজের নিজের হারিয়ে যাওয়া মাকে সবাই খুঁজে পাক। নতুন করে মহাশক্তির বোধনে পৃথিবীর যাবতীয় অসুর নিধন হোক, এই প্রার্থনা।

এ মায়ের না আছে অস্ত্র, না সিংহবাহন

নয়ের পাতার পর

সংসারে অবদমিত হতে হতে প্রতিবাদের ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন শহুরে, সম্ভ্রান্ত সুজাতা, কিন্তু তাঁর অনেক আগে, তাঁর চেয়ে অনেক কম শিক্ষাদীক্ষা নিয়েও গ্রামের মেয়ে সত্যবতী অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কসুর করেননি। তাঁর মাতৃশক্তি চেয়েছিল নিজের মেয়ে সন্তানটিকে শুধু মেয়ে করে না-রেখে মানুষ করতে। তার সে স্বপ্নটাকে ছিঁড়ে এনে বলি দেওয়া হয় সনাতনপন্থী সমাজের যূপকাষ্ঠে! আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ শেষ হয় সুবর্ণলতার বিয়ের সেই নাটকীয় দৃশ্যে, যেখানে সত্যবতী এসে উপস্থিত এমন একটা সময়ে যখন তাকে না জানিয়েই মেয়ের গৌরীদান সুসম্পন্ন। ঘটনার অভিঘাত সেই প্রবল ব্যক্তিত্বময়ীকে মুহূর্তের জন্য স্থাণু করে দিলেও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না। নবোঢ়া কন্যাকে আশীর্বাদটুকু না-করে যে গোরুর গাড়িতে এসেছিলেন, সেটিতেই উঠে বসেন। বিশ্বাসঘাতক শ্বশুরবাড়িকে ছেড়ে যান জন্মের মতো। পরাজিত মাতৃশক্তির প্রবল প্রত্যাখ্যান আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে সেই সচকিত গ্রাম্য পরিবেশে। সঙ্গিনী সদু বলে, ‘সুবর্ণকে মানুষ করে তোলার যে বড় আশা ছিল তোমার।’ সত্যবতীর জবাবেও মাতৃশক্তির সেই অন্তর্লীন আগুনের কথা, ‘সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, হবে মানুষ। নিজের জোরেই হবে।’

গল্পগুচ্ছে ‘রাসমণির ছেলে’ কালীপদও হয়তো তার অকর্মণ্য অতীতচারী বাবার মতোই বনেদিয়ানার ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাটিয়ে দিত যদি না তার অতি সাধারণ মা কঠোর হয়ে বলতে পারতেন, ‘তুমি রাগই করো আর কান্নাকাটিই করো, যা পাবার নয় তা কোনও মতেই পাবে না।’ ঘরের কাজ, খাজনার আদায়পত্র, হিসাব দেখার পাশাপাশি গরিবঘরের মেয়ে রাসমণি তাঁর ছেলের মধ্যে শুধু এই গরিবিয়ানাটাই গেঁথে দেননি, তার থেকে উত্তরণের সংকল্পটাকেও দৃঢ়ভাবে বুনে দিতে পেরেছিলেন। কালীপদর দুর্বল শরীর শেষ অবধি সে ধকল নিতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ল, কিন্তু রাসমণি কাঁদার অবকাশটুকুও পেলেন না, তাঁর চিরন্তন মাতৃশক্তি ব্যস্ত হয়ে উঠল পুত্রশোকাহত নড়বড়ে স্বামীকে আগলাতে।

কালজয়ী সাহিত্যে যাঁরা মাতৃশক্তি, ঘরে ঘরে সাধারণ মায়েদের তো সেটুকু ফুল বেলপাতাও জোটে না। সিকিম সীমান্তে জুলুকে, কুয়াশাঘেরা পাহাড়চূড়ার গরম মোমো বানিয়ে হাতে তুলে দিচ্ছিলেন যে হাসিখুশি তরুণী তাঁর নামটা মনে নেই। বহুদূরের ঘর থেকে ওই দুর্গম পথে প্রতিদিন হেঁটে এসে তাঁদের ছোট্ট দোকান চালানোর কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যর কাছে বিরাট একটা ধাক্কা। জিজ্ঞেস করেছিলাম মায়ের কাছে রেখে আসো বুঝি বাচ্চাদের? ‘মা? মা-ও তো কাজে যায়। বাচ্চারা পাড়ায় বস্তিতে আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে অমনি মানুষ হয়ে যায়। আমরাও তো তাই হয়েছি’-- খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েদুটি। কেওনঝড়ের গুন্ডিচাঘাই ঝরনা দেখে এসে সবাই শসা, পেয়ারা কিনছিল এক আদিবাসী মহিলার কাছ থেকে। অনেক কিছু সাজিয়ে বসেছেন তিনি-- বেগুন, তসরের গুটি, নিমতেল, করঞ্জ ফুলের তেল। বাড়িতেই তেল বানানো হয় শুনে কে যেন জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নিজে বানাও? বাড়ি বুঝি কাছেই?’ আদিবাসী রমণী শালপাতার ঠোঙায় নুন মাখানো পেয়ারা দিতে দিতে সহজ গলায় বলে, ‘তা এখান থেকে মাইল দশেক হবে। ছেলেপিলের সংসার, সবাই মিলেই কাজ করি।’ আমরা দাম মিটিয়ে গাড়িতে উঠি। প্রতিদিনের লড়াইয়ের জন্য এদের দশ হাতে অস্ত্র তুলে দেননি কোনও দেবতা, কেউ উপহার দেয়নি সিংহবাহন। নিজেদের শক্ত পা-দুটোর ভরসায় এরা কখনও দারিদ্র্য, কখনও খিদে আবার কখনও গোটা সমাজের সঙ্গেই লড়াই করে বাঁচে শুধু দুটো হাত দিয়ে। এই হাতেই আবার খাবার তুলে দেয় পরিবারের মুখে, ঘুম পাড়ায় কোলের শিশুকে। প্রতিদিন, প্রতিঘরে, অলক্ষে অনুচ্চারে চলে সেই মাতৃশক্তির উদযাপন। তারা নিজেরাই কি জানে সেকথা!

ছোটগল্প

চুপনারায়ণপুর ঘুমিয়ে পড়েছিল

তৃষ্ণা বসাক

আঁকা : অভি

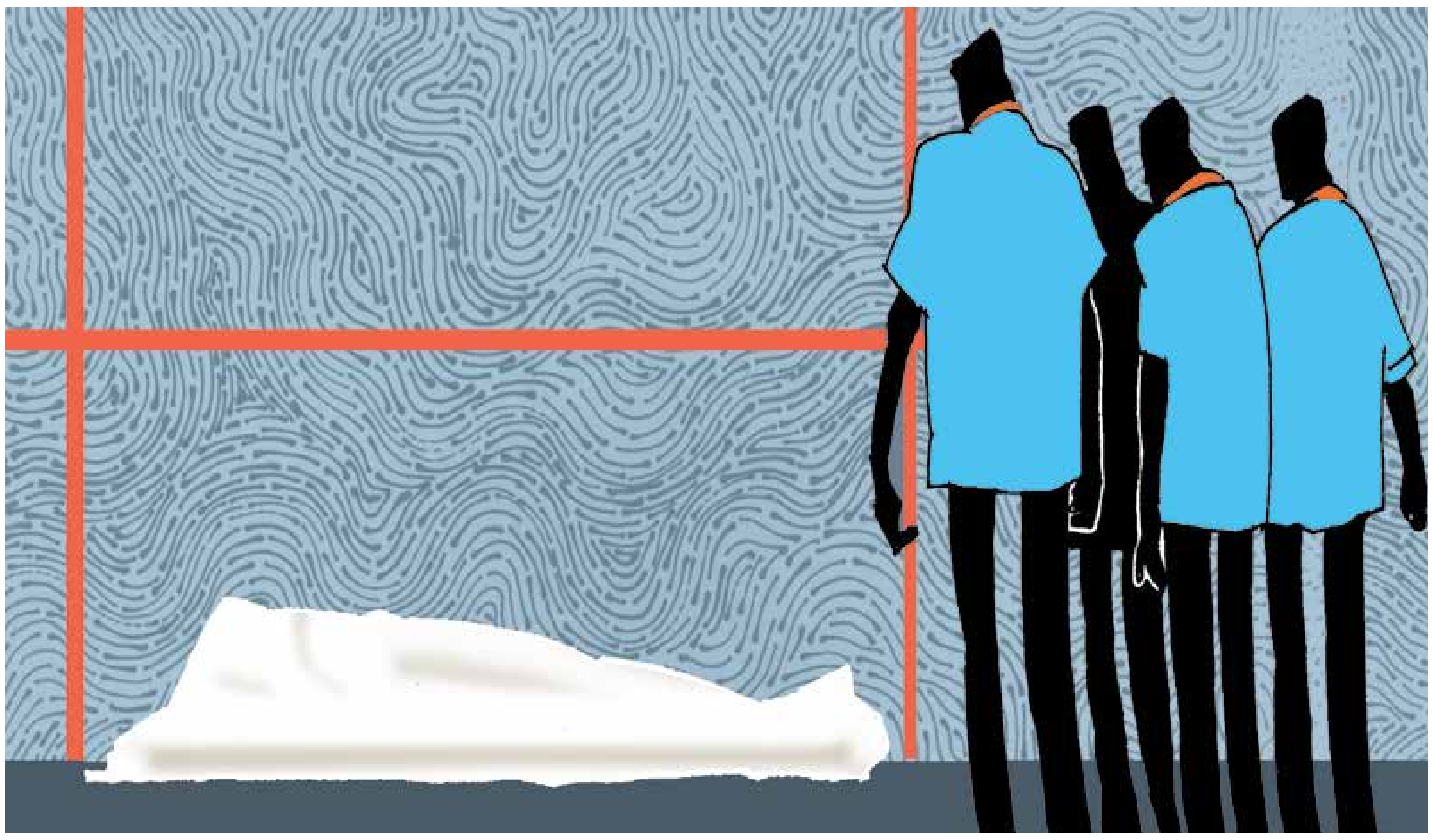

নীল জামা, কমলা কলার, আর রুপোলি পকেট- এমন পোশাক পরে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল হলঘরের মধ্যে। তার মধ্যে লাল জামা গোলাপি জামা ছিল নিশ্চয়, থাকতেই পারে, তবে বেশি ছিল নীল জামা কমলা কলার আর রুপোলি পকেটওয়ালা লোকজন। তারা নিজেদের মধ্যে খুব গুরুগম্ভীর মুখে আলোচনা করছিল।

তবে সেটা খুব নীচু স্বরে ছিল না।

'ওটাই তো মালটা? সাদা চাদরে ঢাকা?'

'দূর সাদা কোথায়? দেখলাম যে কচি কলাপাতা'

'কী হয়েছিল?'

'আরে কী হয়েছিল সেটা ঠিক করার জন্যেই তো এসেছি, মানে ডাকা হয়েছে।'

'ধরা যাক এটা একটা আত্মহত্যা'

'না না ওরকম থাবকো কলে ধরা ঠিক না। একটা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি চাই, একটা কাঠি, কাঠি হবে কারও কাছে?'

'কাঠি? কাকে কাঠি মানে?'

'আরে শাল্লা, খালি একরকম ভাবে, একটা ছবি আঁকব।'

'ছবি কোথায়?'

'এই তো মেঝেতে'

সবাই মেঝের দিকে তাকায়। যথেষ্ট যথেষ্ট ধুলো। 'দ'-য়ের অসুখ করেছে দুটো ডাক্তার এসেছে, দুটো পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার বড়ি দিয়েছে- এইভাবে স্কুলের মেঝেতে কত পাখি এঁকেছে ছোটবেলায়। এখন পাখি না, একটা হিসেব কষতে হবে।

-এই মনে করো দিদিমণি, খেলেন এবং ঘুমোলেন।

-এই মনে করো ঘুমের মধ্যে একটা ফোন, থুড়ি মেসেজ এল।

-টুং করে একটা মেসেজে, ঠুনকো ঘুম ভেঙে গেল। এইসব রাতচরা মালেরা, এরা কি আর ঘুমোয়? মেসেজে কিছু একটা এল, বয়ফ্রেন্ড বলল ব্রেক আপ, ব্যাস হয়ে গেল, এ জীবন আর রাখবে না।

-এ জীবন আর রাখবে না। ভালো কথা কিন্তু কীভাবে। সেটা একটু ঘেঁটে আছে না?

আরেকজন কেটে কেটে বলল

- সেটাই তো অঙ্ক। সেটাই তো আঁকছি বসে বসে।

তা সে খুব মন দিয়েই আঁকছিল। বরাবর চোর-পুলিশ খেলার সময় চিরকুট লেখার দায়িত্ব ছিল তার। চোর-পুলিশ-ডাকাত-দারোগা, কখনো-কখনো বাবু। এরকম চার থেকে পাঁচটা চিট বানাত সে। অসামান্য দক্ষতায় দারোগা লেখা চিটে একটা সংকেত দিয়ে রাখত, দেখে মনে হত অসাবধানে পড়া কালির ছিটে, কাগজের বেমক্কা ভাঁজ- কেউ ধরতেই পারত না। সেই অভিজ্ঞতার বলে বরাবর সব লেখা আর আঁকার কাজ ও সামলে দেয়।

আজ কিন্তু ধুলো ভরা মেঝেতে, কোথা থেকে কুড়িয়ে আনা নিমের একটা কাঠি দিয়ে আঁকতে গিয়ে ও থমকে গেল। উত্তর জেনে গিয়ে পেছন থেকে অঙ্ক কষতে হবে। যত সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ নয়। গাধাগুলো, যখন দেখেছিল, তখন কোনও একটা জায়গা থেকে ফেলে দিলেই কত সহজ হত!

ব্রেকআপ- হার্টব্রেক- সুসাইড।

কিন্তু পড়বে কোথা দিয়ে? যে ওদিকে জানলাটা, খুললেই নিম গাছ, বিসশাল, ফেললে আটকে যাবে যে!

-কোথাও শান্তি নেই। এই নিম গাছটা এখানে কে পুঁতেছে বল দিকি। তাকে যদি।

-আরে নিম গাছ কেন পুঁততে যাবে? এমনিই হয়েছে, পাখি কেস বাঁধিয়েছে। এখন আমরা ভুগি।

এখন এই খুবলানো লাশ কে কী করে সুসাইড বলে চালানো যায় বল দিকি! শালা সবসময় কঠিন অঙ্কই কি ওর কপালে পড়তে হয়!

ও খানিকক্ষণ আঁকিবুকি কাটল বসে বসে।

বাকি দুজন অস্থির হয়ে উঠল। একটা কেস নিয়ে এতটা টাইম কাটালে চলবে? আরও কত জায়গায় যেতে হবে। মানুষ শালা বড় কাঁদছে, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াও- রবীন্দ্রনাথ তো বলেইছেন, মোড়ে মোড়ে গান বাজছে কি আর এমনি!

অধৈর্য গলায় একজন বলে, 'আরে কী আঁকবি, জলদি আঁক, জুতোয় জুতোয় সব ধুলো তো কাদা হয়ে যাবে এবার।'

'কাদা! বিস্টি হয়েছে নাকি সারারাত?'

বিস্টি হয়েছে কি না কেউ বলতে পারল না। তবে জুতোয় জুতোয় সত্যি কাদা কাদা জায়গাটা। ছবি আঁকার শুকনো ধুলো কমে আসছে।

সে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল

'মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রং,
মন্দিরেতে কাঁসর-ঘণ্টা।
বাজল ঠঙ্ ঠঙ্।
ও পারেতে বিস্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান-
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদে এল বান।"

বলতে বলতে সে ধুলোর ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

-কী কেলো!

-এখন কী হবে?

-ছোটেদা তো ছিঁড়ে ফেলবে! বলবে একটা কাজ যদি তোদের দিয়ে ঠিকঠাক হয়!

-কিন্তু ভাই, আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা বিস্টি কি সত্যি পড়েছিল না এখন পড়ছে? মালটা বিস্টির একটা কবিতা বলছিল না?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও জানি ওই কবিতাটা। কিন্তু আমার একটু আটকে যায়, তাই এবার আমার স্টেজে ওঠা হবে না।

-ছাড় তো। সবাই কবিতা মারাস নি। আচ্ছা মালটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে না মারাই গেছে?

নিঃশ্বাস পড়েছে কি না দেখার জন্যে নীচু হতে গিয়ে ওরা দেখল মালটার হাতে ধরা আছে নিমকাঠিটা, আর সেটা কীসব লিখে চলেছে।

ওরা আঁতকে উঠল। এ তো ভূতের সিনেমা হয়ে গেল! আগে যখন জহর হলটা চালু ছিল, কত দেখেছে ভূতের ছবি, ফেরার সময় অন্ধকারে ভূতগুলো তাড়া করে আসত, আর এখানে চোখের সামনে জ্যান্ত ভূত!

মালটা লিখেছে

'নীল সবুজ ওরাং ওটাং
কেস সাজাতে চিতপটাং
চোরাপথে চোরাবালি
জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি'

-এসবের মানে কি!!!!

-আচ্ছা, এটা কি ও নিজেই লিখেছে? মানে ভেবে ভেবে এতখানি লিখতে পারল ও?

-না পারার কি আছে? আগের জন্মে ও দেওয়াল লিখত, এ জন্মে সেই জন্যে তৈরি হয়েই মাঠে নেমেছে।

-হেহে! আমরা আগের জন্মে কী করতাম রে?

-রঙের বালতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম, মনে নেই তোর?

তা সে খুব মন দিয়েই আঁকছিল। বরাবর চোর-পুলিশ খেলার সময় চিরকুট লেখার দায়িত্ব ছিল তার। চোর-পুলিশ-ডাকাত-দারোগা, কখনো-কখনো বাবু। এরকম চার থেকে পাঁচটা চিট বানাত সে। অসামান্য দক্ষতায় দারোগা লেখা চিটে একটা সংকেত দিয়ে রাখত, দেখে মনে হত অসাবধানে পড়া কালির ছিটে, কাগজের বেমক্কা ভাঁজ- কেউ ধরতেই পারত না। সেই অভিজ্ঞতার বলে বরাবর সব লেখা আর আঁকার কাজ ও সামলে দেয়।

দ্বিতীয়জন ঝুঁকে পড়ে মেঝের ওপর।

-দেখ দেখ, আবার কী লিখেছে?

দুজন মিলে জোরে জোরে পড়ে

'শহিদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ করো'

অমনি একটা মোটাসোটা লোক কোত্থেকে এসে বলে

'এই এত গোলমাল কীসের? এটা কি নাট্যবাংলা? এখান থেকে হটো সব, হাওয়া আসতে দাও, সবাই এত ভিড় করে দাঁড়িও না'

'হটব কী করে স্যর? আমাদের কানু যে টেঁসে গেছে'

আরেকজন ওকে ধমক দেয় 'অমনি খালি চোখে দেখেই বললি টেঁসে গেছে? ডাক্তার এসে নাড়ি টিপল না, তার আগেই! মালতী আজ ওয়েট করে থাকবে, এজন্যেই তো কানু এত হাঁকপাক করছিল।'

মোটাসোটা লোকটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে, আর এদিকে কি নাটক! সে নীচু হয়ে দেখে কানু না কেতো তার ওপর। হাতের নিমকাঠিটা এখনও সরসর করে কীসব লিখছে, অথচ হাত রয়েছে স্থির। তার ঘাম ছুটে যায়। সে নিমকাঠিটা থামানোর চেষ্টা করে। কোথায় কী লিখে ফেলবে, অমনি সবাই ডান্ডা হাতে ছুটে আসবে!

কিন্তু কী আশ্চর্য, কাঠিটাকে থামানো যায় না, কিন্তু এই লোকটিও ঘুমিয়ে পড়ে, ক্রমে সারা ঘরে, সারা শহরে, সারা দেশে ছড়িয়ে যায় এই অদ্ভুত ঘুমের খবর।

আর যারাই দেখতে আসে, তারাই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাজা ঘুমোয়, রানি ঘুমোয়, সেপাই, টুপাই, সান্ত্রি, মন্ত্রী সওদাগর, কোটাল ভোটার সবাই ঘুমোয়, শুধু জেগে থাকে সেই নিমকাঠিটা, আর মেঝের ওপর লিখতেই থাকে সরসর করে।

২

একটা চাকা নেমে আসছে।

-হেলো চার্লি চার্লি, আমাদের ফুয়েল ফুরিয়েছে, নামছি।

-কেন? এক কল্পকালের জন্যে ফুয়েল ভরা ছিল তো!

-আরে আমাদের আর এদের হিসেব আলাদা। ওখানে কত জোরে আসছিলাম, এই জায়গাটায় আসতেই স্পিড যাচ্ছেতাই রকম কমে গেল। আর ভিজিবিলিটির সমস্যা দেখা দিল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হেলো চার্লি চার্লি, সত্যি আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

-ডানদিক চেপে নামতে থাকো। ওখানে একটা গ্রেভইয়ার্ড পাবে

-মাথা খারাপ! গ্রেভইয়ার্ড মানে তো কবরখানা। সমাধিফলককে ধাক্কা লেগে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? আসার সময় তাড়াহুড়োয় অটো রিপেয়ারিং অ্যাপ চালু করতে ভুলে গেছি। আর এখানে তো কোনও সিগন্যালই নেই।

-আরে কবরখানা নামেই, ওখানে কোনও কবর নেই এখন। সমাধিফলক বলে কোনও ব্যাপারই নেই। ভেতরে লাশ যা ছিল, সব বের করে নিয়েছে কবে! নিশ্চিন্তে নামো। সেফ ল্যান্ডিং।

সেফ ল্যান্ডিং! অনিশ্চিত মুখে বিড়বিড় করে বক্স বি। তাকে পাঠানো হয়েছে একটা সবুজ প্রকল্পে। চাষবাসের উপযুক্ত জমি কোথায় আছে, যেখানে তাদের স্পেস কলোনির জন্যে শস্য চাষ হতে পারে। খাবারের বড়ি খেতে খেতে ক্লান্ত অধিবাসীরা। কিন্তু হিসেবের গণ্ডগোলের জন্যে তাকে এই ধু-ধু প্রান্তরে নামতে হচ্ছে। এখানে সবুজের ছায়াটুকুও নেই।

চাকাটা আস্তে আস্তে নেমে আসে কবরখানার মাঠে। বক্স বি তার জিও লোকেশনে দেখে জায়গাটার নাম চুপনারায়ণপুর। চাকাটা একদিকে হেলিয়ে সে হালকাভাবে নেমে আসে মাটিতে। সে নামতেই, তার শরীর থেকে চারটে মোটা তার নেমে আসে, প্রতিটা তারের মুখে একটা সেন্সর। এসেছেই যখন, মাটি পরীক্ষা করে যাওয়া যাক। সবুজ না হোক , তাদের অস্ত্র কারখানার জন্যে...

হঠাৎ একটা সেন্সর পাগলের মতো কাঁপতে থাকে, ডানদিকে, ডানদিকে, বক্স বি-কে বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে হয়। ছুটতে ছুটতে সে কীসে একটা ধাক্কা লেগে পড়ে যায়। পড়ে যায়, বটে কিন্তু আমাদের মতো করে নয়, ওদের মতো করে। একসঙ্গে, একটা গোটা ইউনিট হিসেবে। শুয়ে শুয়ে সে দেখে চারদিক সাদা হয়ে আছে। সেই সাদাতে রোদ পড়ে তার চোখ, মানে তার ক্যামেরা আই ঝলসে যাচ্ছে।

সে উঠে দেখল চতুর্দিকে অজস্র সাদা হাড় ছড়িয়ে আছে। শুধু একটু অংশে ধুলো রয়ে গেছে। সেখানে অজানা লিপিতে কী সব লেখা। সে মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারে না। চট করে ছবি তুলে পাঠায় সেন্ট্রাল সার্ভারে। ওরা যদি আরকাইভ ঘেঁটে কিছু মানে বার করতে পারে।

এমনিতেই সিগন্যাল খুব ফিবল, তার ওপর দুর্বোধ্য ভাষা, খুঁজে বার করতে সময় লাগবে। ও এদিক-ওদিক ঘুরছিল নিজের মনে। হঠাৎ দেখল ওর চাকাটা কেমন আস্তে আস্তে মুখ থুবড়ে পড়ছে। আর তাদের চারদিক থেকে গজিয়ে উঠছে অসংখ্য হাড়। বক্স বি চিৎকার করতে গিয়ে দেখল কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ও পাগলের মতো কবরখানার মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছোটাছুটি করতে লাগল। চাকা বসে যাচ্ছে। চাকা বসে যাচ্ছে। অটো রিপেয়ারিং অ্যাপ চালু করা যাচ্ছে না। এখান থেকে সে কি কোনওদিন বেরোতে পারবে? যদি না তাদের স্পেস কলোনির টিম তাকে ট্র্যাক করতে পারে।

হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে একটা হলুদ কী যেন দেখতে পেল। এই সাদা প্রান্তরের এক কোণে একটা ফুল ফুটে আছে। এটার নাম সে জানে, তার ডেটাবেসে আছে। একটা সূর্যমুখী ফুল। সমস্ত প্রান্তর ঘুমিয়ে পড়লেও এই ফুলটা জেগে আছে কী করে? সে আর একটু নীচু হয়ে দেখল ফুলটার চারপাশে মাটিতে সবুজ শুঁড়, খুব ছোট ছোট, কিন্তু আছে। সেই মুহূর্তেই তার মেসেঞ্জার টিং টিং করে উঠল। সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে খবর আসছে। তাদের কলোনির মুখ্য উপদেশক বিরক্ত গলায় বলছেন 'কীরকম বেয়াক্কেলে ক্লুষ (কল+মানুষ) তুমি, চুপনারায়ণপুরে ল্যান্ড করেছ?'

সে আমতা-আমতা করে বলল 'তবে যে ওখান থেকে বলল সেফ ল্যান্ডিং?'

'আরে তুমি কোথায় গেছ জানো? চুপনারায়ণপুর, চারশো বছর আগে যেখানে অজানা এক কালঘুম অসুখে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনও ভাইরাস আছে বোঝা যাচ্ছে। আমাদের নতুন স্পেসক্র্যাফট গেলেই পালিয়ে এসো।'

বক্স বি যেন কিছু শুনতেই পায়নি, এমনভাবে বলল 'সব কিছুই ঘুমোয়নি, একটা সূর্যমুখী জেগে আছে, তার চারদিকে, সবুজ লতা, অল্প, কিন্তু আছে।'

উপদেশক বিরক্ত গলায় বললেন 'আর ঠিক তেরো সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ক্র্যাফট নামছে, চলে এসো।'

সংবিৎ ফেরে বক্স বির। সে বলে, 'ওই লেখাগুলোর মানে জানা গেল কিছু?'

'ওরা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপাতত একটাই ম্যাচ পাওয়া গেছে- চুপ করে বসে ঘুম পায়'।

এডুকেশন ক্যাম্পাসে দুগ্গা দুগ্গা!

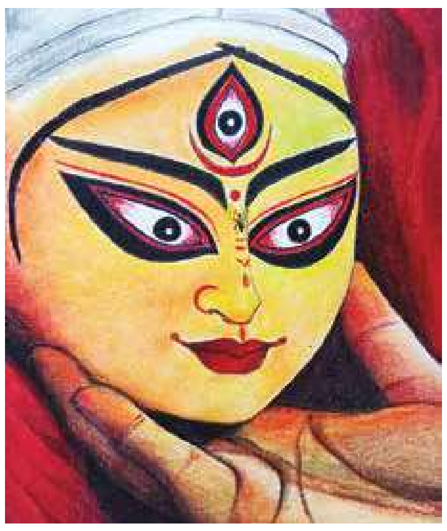

শতরূপা সরকার, একাদশ শ্রেণি,
সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি।

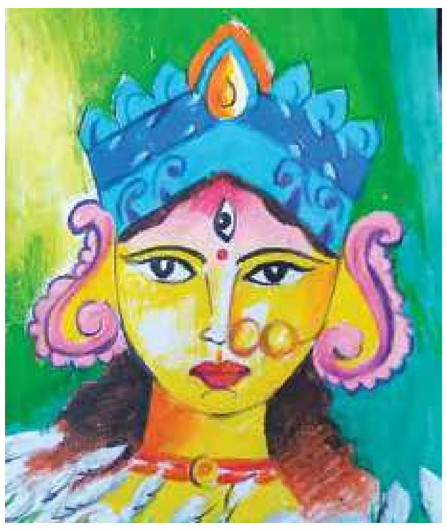

দিগাঙ্গনা দত্ত বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়।

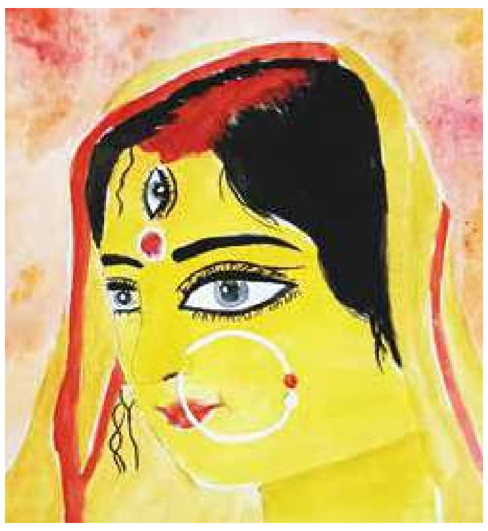

স্মৃতি বাল্মীকি, পঞ্চম শ্রেণি।

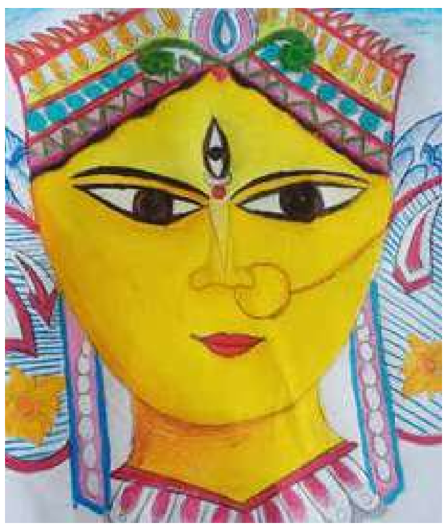

সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি,
দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

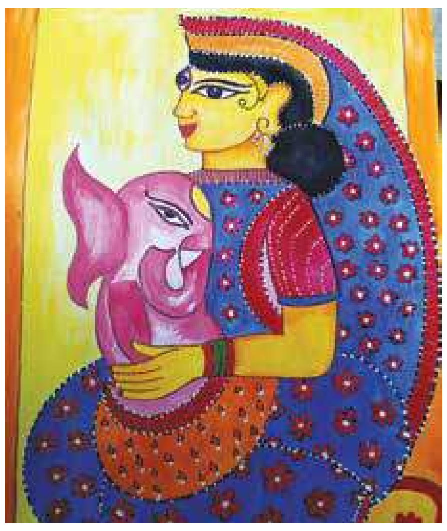

শ্রেয়সী সরকার, দ্বিতীয় সিমেস্টার,
উত্তরায়ণ কলেজ অফ এডুকেশন, কোচবিহার।

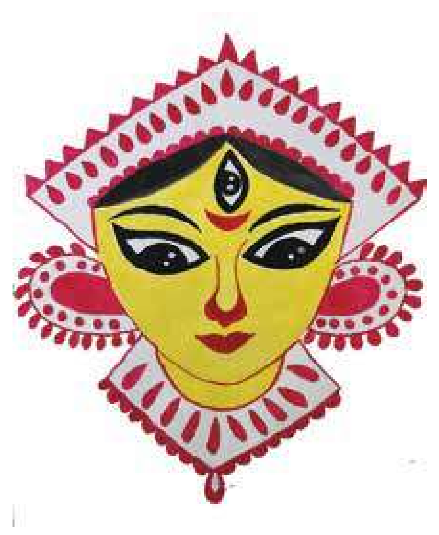

দিশা মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি,
ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় (উঃমাঃ), কোচবিহার।

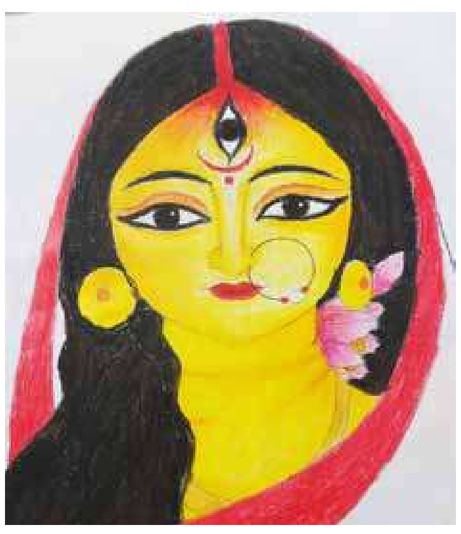

আবৃত্তি অধিকারী, ষষ্ঠ শ্রেণি,
সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

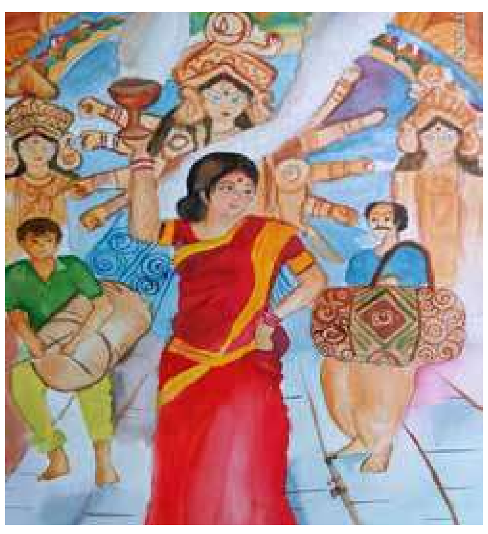

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

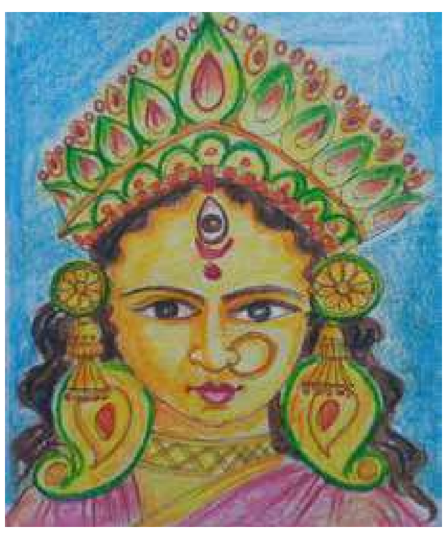

অভিজয়া চক্রবর্তী, পঞ্চম শ্রেণি,
বালুরঘাট ইলা ঘোষ স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দির।

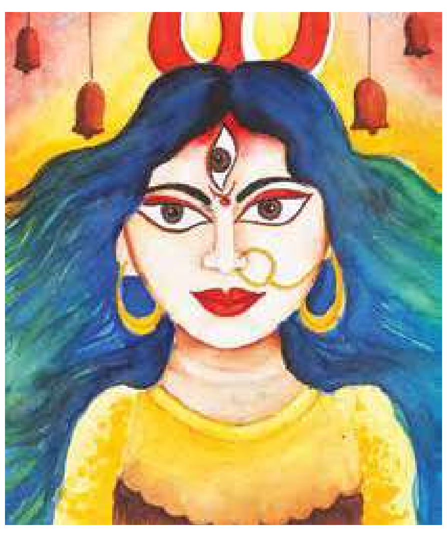

হিয়া শৈব্য, অষ্টম শ্রেণি,
আংরাভাসা বংশীবদন হাইস্কুল, ধূপগুড়ি।

নারীদের চোখে শরৎ বন্দনা

কবিতাগুচ্ছ

ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ভাদ্রের জার্নাল
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ধানক্ষেত। পাশে সাপ ও জ্যোৎস্না জেগে আছে।
ঝিলে জল, পদ্মফুল চিকচিক করে আর চাঁদ ভেসে ওঠে।
প্রকৃতি টইটুম্বুর আজ। ট্রেনে চেপে যেতে যেতে দেখি সব। দেখি বাঁশি বাজে। চন্দ্রকোষ
রাগে।
যে বাঁশি বাজাচ্ছে তাকে চোখে দেখি না। সুরে কাশবন দুলে ওঠে, অনুভব করতে করতে
টিফিনবাটিটি খুলে টের পাই, লুচি ও পটলভাজা খেতে খেতে টের পাই, মধ্যরাতে
শিউলি ফুটবে

এবার শরৎ
যশোধরা রায়চৌধুরী

কোথায় গেলে পাব? কলমে গড়াবে
আমার সেইসব রুনুঝুনু, সেইসব হালকাফুলকা
কাশবন?
আজ ভারী হয়ে আছে আকাশ।
শেষকথা বলার কেউ নেই।
চাপ চাপ ভয়ের মেঘ এখনো ভাসছে।
আর অস্বীকারের তর্জন।
ঢাক বাজছে, ঢাক।
এসেছে শরৎ। এসেছে উৎসব। শুধু একটা অদৃশ্য কলম
ভেসে এসে মেঘ কেটে দুঃখ,
আকাশ কেটে বন্দিশালা
আর উৎসব কেটে মোচ্ছব বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

শরৎ কেটে তুমি আমাকে বিষাদ বসাতে শেখাচ্ছ।

ফেলে আসা নূপুর
মৌমিতা আলম

শরত ঠিক তোমার মতো
মাঝে মাঝে দুপুরবেলা
তোমার তাপে
আমি ঘেমে জবজবে।
আর ভোরবেলা
তোমার শরীর থেকে কত জন্মের
যেন জ্বর নামে।
আমার শীত শীত করে।
আমি দেখি তুমি গামছা জড়িয়ে শুয়ে আছ ভোরে
দেখি তোমার হাতের তালুতে মুঠো কাশফুল।
কাশফুল নাকি ভোরের শিশির?

শরতের মতোই তুমি
এল নিনো, পাগলি বর্ষা ছেড়ে
এবার মিঠে রোদ্দুরে
ঢলে পড়বে বরফে
আমি তোমার কমলা রঙের মাফলার-এ
তোমার ওম খুঁজব।
তোমার পায়ের নূপুর যেটি তুমি ফেলে
এসেছিলে সুনতালেখোলায়
সেটি আজ রাতেও আমায় গান শুনিয়েছে।
তুমি শরৎ নাকি শরৎ তুমি?
আমার ভয় করে!
যদি আর না আসে নতুন পাতা
যদি তুমি ভুলে যাও
আবার শীত শেষে ফিরে আসতে আমার কাছে?

শরৎ আবেশ
ঈশিতা ভাদুড়ী

আজ শারদপ্রাতে করজোড়, তর্পণ
তিল-গঙ্গাজলে।
উঠোনে শিউলি, শিশিরে স্নাত।
আকাশে শতদল, শুভ্র মেঘপুঞ্জ।

আধো রোদে কাঁপিছে হৃদয়, গাহিছে গান
অসীম অনন্তে।
নীলাম্বরে উড়িছে মেঘ, ঢাকিছে মাঠ
কাশফুলে।

আজ দখিন হাওয়া শরৎ আবেশে,
দেবীরে করি আহ্বান।

দর্পণে শরৎশশী
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

নিঝুম জলের ঘোরে শুয়ে আছে নদী
তরঙ্গ তরঙ্গ বলে ডেকে উঠে কাশবন
শাদা শাড়ি শূন্যে দোলায়
হিম জ্বরে পড়া মেয়ে শরৎশশী
ফোটো থেকে নেমে ফের ডুবে গেছে আজ
জলে জলে ধুয়ে গেছে করুণ ডাকের সাজ
খড়ের বাছুর ডেকে ওঠে শাঁখ জোছনায়
মেঘের ওলান থেকে দুধ পড়ে শালুক পাতায়
নীল রোদে ভেজা শোক ঢেকে রাখে অরণ্য মন
এসেছে মাটির মেয়ে দর্পণে আনত নয়ন
চওড়া পাড়ের টানা নথে প্রাণ কই তরঙ্গ তোর?

হাওয়ার মর্মরে কেঁদে ফেলে মহালয়া ভোর...

ইছামতী ও সেপ্টেম্বর
অদিতি বসুরায়

অগাস্ট শেষের মেঘ সরে গেলে, কাশের ঝোপ আলো হয়ে ফোটে
ইছামতীর বুক থেকে নেমে যায় বাদলদিনের শোক
- রোদের নাম পালটে যায় সেপ্টেম্বরে।
বিস্তারিত খামারে মধ্য চাঁদে, ডাকসাজ লেখা হয়
শরৎবালিকাদের চিঠিতে শিউলিফুল দেখে, মনে হয়
আবাহনের দিন সমাগত।
তারা খসে গেলে এখন শিশির নামে ভোরে।
ভোরে, শাঁখ বাজে পাতায় পাতায়
দূর শস্য কেন্দ্রে, পানপাতায় মুখ ঢাকে ধান
তুলসীমঞ্জরি মরে যেতে, পুজো এসে যায়–

আঘাটায় নোঙর করে, পরিযায়ী সেপ্টেম্বর।
পদ্মের পাপড়ি ভরে যায় আসন্ন হেমন্তের গানে
শরতে, গানও হয় খুব।
আর আরতির রাত ভেসে যেতে যেতে নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে উড়ে যায়
ইছামতী ও সেপ্টেম্বর পেরিয়ে।

শরৎ
সেবন্তী ঘোষ

১
মসলিনের গল্পের মতো
কল্পনার আকাশ
প্যালেট উপুড় করে ঢেলেছে নীল
কুচি কুচি সাদা তুলোর মতো
কাশ উড়ে এসে ঢাকছে পথ,
গঙ্গা যমুনা সই মাসি-পিসি
লুপ্ত সম্পর্কের মতো পিছিয়ে যেতে যেতে
শরৎকে ডেকে বলে,
ওই আলপনার পিঁড়ির ওপর,
ওই জলকলমির সবুজ ভুঁইয়ে,
ওই জোছনামাখা স্তব্ধতার নীচে
প্রার্থনা করো,
নদী আর দিগবিদিক ভাসাবে না,
মাটি আর ধস নামিয়ে গিলে নেবে না,
শরৎ আসবেই কোনদিন,
ওই যেমন ছিল আশ্বিনের ক্যালেন্ডারে।
২
ভবিষ্যহীন বাঁধের সারি,
পাহাড় খুবলে নেওয়া টানেল,
জেদি দাগের মতো
তেঁএটে বসে থাকে
ধুপি গাছের ছায়ায় পুজোর প্যান্ডেলে
ঝরে যায় দু'চারটি শিউলি,
এই শরৎ নির্মেঘ নীলের জন্য
হাপিত্যেশ বসে থাকে আর
গালি দেয় ক্রোধী মেঘেদের,
ধস্ত সড়ক বেয়ে বালি বিছানো ট্রাকে
চড়াই ভাঙতে থাকে দেবী।
আশ্বিনের গল্পে এই
সুখী পরিবারের পিছু পিছু মহিষাসুরও
বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়ায়,
পরম ভক্তিতে অঞ্জলির ফুলগুলি
তারও বুকে মাথায় ছড়িয়ে পড়ে!

সময়-অসময়
রিমি দে

শিউলিমথিত অলিগলি ও মাটিতে পাক খাচ্ছে আঁধার
আঁধারে দুর্বিপাক, ঘূর্ণিপাকে চাঁদোয়া ও চরাচর
শরতের শ্রীমুখ যা বলছে মন তা মানতে চাইছে না

একদিন ঘুঙুরের শব্দে প্রাসাদে আলোর নাচ এসেছিল
যে নাচের গায়ে লেগে ছিল আশ্বিনের রোদেলা উচ্ছ্বাস
মিহিশাদা আধোভেজা কাশফোটা ফুরফুরে বাসনা
কেউ যেন প্রাণের গোড়ায় আলোর বাঁশি বাজিয়ে
হাওয়ার সুরে সুরে তুলে এনেছিল চিরকেলে ভোর
বীরেন্দ্র-পঙ্কজ-বাণী একত্রে অশুভের বিনাশ চেয়েছিল

সেসব ভোরের শরীরে দ্যাখো কালশিটে দাগ পড়ে গেছে
বুকের গভীরে কামড়ের নির্মম, যোনিতে যন্ত্রণার কাতর

হে শিশির তুমি আদরের আলো পেতে রেখেছ অমলিন
অথচ চুইয়ে পড়া স্বচ্ছতার কাছে যেতে পারছে না অন্ধকার
আগুন
আলো-আঁধারি পৃথিবীর মুখে সদ্য ফোটা আশ্বিন
রূপের আকাশে যেন অরূপের বেদনার ছায়ামাখা মুখ

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছি দিনকে দিন...!

সপ্তাহের সেরা ছবি

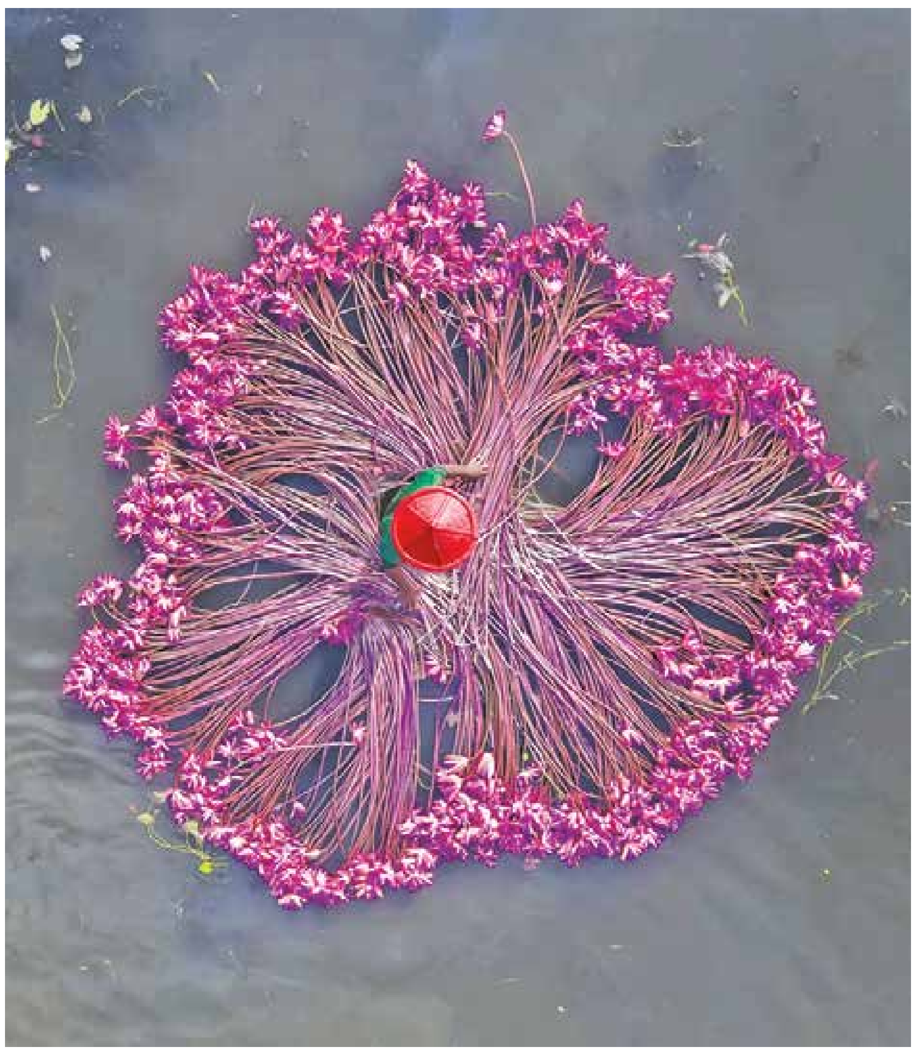
শরতে শাপলা খোঁজার পালা। বাংলাদেশে বরিশালের বিলে ব্যস্ত ফুলচাষি। - দ্য গার্ডিয়ান

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

অক্ষত ডিম

আমরা দোকান থেকে ডিম আনার সময় কত সতর্কভাবে আনি, যাতে সামান্যতম ধাক্কাও না লাগে। অথচ ৮৩ ফুট উঁচু থেকে ফেলেও একটুও ক্ষতি হয়নি ডিমের। এমন অসাধ্যসাধন করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার একদল শিক্ষার্থী।

এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল ভারতীয় নাগরিক রিতেশ এনের। তিনি ৫৪.১৩ ফুট উঁচু থেকে ডিম ফেলেছিলেন, যা যথারীতি অক্ষত ছিল। ডিম নিয়ে লোকের এমন কৌতূহল, অনেকে কল্পনা করতে পারেননি।

সোনার দেশ

সোনার মজুত একটি দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও শক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থায় কোন দেশের কাছে সবচেয়ে বেশি সোনা মজুত আছে- সম্প্রতি সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনল লন্ডনের ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল (ডব্লিউজিসি)। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সোনা মজুত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যার পরিমাণ ৮১৩৩.৪৬ টন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি ও ইতালি।

চেহারা প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আফগান তরুণী।- এএফপি

দেশছাড়া আফগান 'বালিকাবধূ'

তখন বয়স মাত্র সাত বছর। পারিবারিক শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে ছোট্ট মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক আফগান পরিবার। কিন্তু আফগান কিশোরী বিবি নাজদানা সেই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। একটু বড় হতেই তিনি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছিলেন। দুই বছর আইনি লড়াইয়ের পর রায় তাঁর পক্ষে যায়।

কিন্তু তবুও যেন মুক্ত হতে পারলেন না বালিকাবধূ নাজদানা। কারণ, ২০২১ সালে তালিবানরা ফের ক্ষমতায় আসার পর ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন নাজদানার তথাকথিত স্বামী হেকমাতুল্লাহ। মামলা লড়তে নাজদানার পরিবর্তে তাঁর ভাইকে পাঠানোর কথা বলা হয়। তালিবানরা রীতিমতো তাঁর ভাইকে শাসায়। ইতিমধ্যে সেই মামলার রায় হেকমাতুল্লাহর পক্ষে যায়। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, প্রথমবারের বিচারের রায় নাকি অবৈধ ছিল। আক্ষেপের সঙ্গে নাজদানা বলেন, 'আমি সাহায্যের আশায় অনেকের কাছে, এমনকি রাষ্ট্রসংঘেও গিয়েছি। কিন্তু কেউ আমার কথা শোনেনি। একজন নারী হিসেবে আমার কি কোনও স্বাধীনতাই প্রাপ্য নয়?'

বর্তমানে ২০ বছর বয়সি নাজদানা ও তাঁর ভাই তালিবানদের থেকে পালিয়ে এসে প্রতিবেশী একটি দেশে রাস্তার ধারে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পাওয়া নথিগুলো যত্নে রেখেছেন এবং আশায় রয়েছেন কেউ হয়তো তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

১০৯ বছরেও চশমা লাগে না

সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরুর কাছে একটি গুহা থেকে একজন বৃদ্ধকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাকে দুজন লোক হাঁটতে সাহায্য করছেন। ওই বৃদ্ধের বয়স ১৮৮ বছর বলে দাবি করা হয়েছে। ভিডিওটি ভালো সাড়া পেলেও বিভিন্ন রিপোর্টের দাবি, উল্লিখিত বয়সটি ভুল। এতে সম্মতি জানিয়ে ওই ভিডিওর অরিজিনাল পোস্টে বলা হয়েছে, ১২০ বছরের বেশি কিছু হাস্যকরই হবে।

এমন বিভ্রান্তি ছড়ানোয় ইতিমধ্যে এক্স হ্যান্ডেল সতর্কও করেছে।

ওই বৃদ্ধ আসলে মধ্যপ্রদেশের ১০৯ বছর বয়সি হিন্দু সন্ন্যাসী সিয়ারাম বাবা। এত বয়স সত্ত্বেও তিনি সক্রিয় এবং বই পড়ার জন্য চশমা লাগে না তাঁর।

ধর্ষণের ৪২ দফা যাবজ্জীবন

দক্ষিণ আফ্রিকার ওই লোকটির নাম কোসিনাথি পাকাথি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভয়ংকর। ৯০টি ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হল সে। তাকে বিচারক ৪২ দফা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

২০১২ থেকে ২০২১-এই নয় বছরে এত অপরাধ করেছে সে। তার হাত থেকে রেহাই পায়নি নয় বছরের শিশু। অনেক সময় ৪০ বছরের পাকাথি অন্য শিশুদের বাধ্য করত তার ধর্ষণ দেখতে। কম বয়সি ছেলেদের বাধ্য করত মেয়ে বন্ধুদের ধর্ষণ করতে। বিচারক মারাত্মক ক্ষোভপ্রকাশ করেন এই ঘটনায়। পাকাথির মধ্যে কোনও অনুশোচনা ছিল না। তা দেখে আরও রেগে যান বিচারক। পাকাথির নিপীড়নের শিকার অধিকাংশ শিশু। এদের স্কুল যাওয়ার সময় টার্গেট করত সে। অনেক সময় বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি সেজেও ওখানে গিয়েছে। একবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ওই সময় তার একটি পা নষ্ট হয়ে যায় পুলিশের গুলিতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এপ্রিল থেকে জুনে প্রায় ৯ হাজার ৩০০-র বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিচারক এজন্য প্রচণ্ড ক্ষোভপ্রকাশ করেন। আদালতে পাকাথি এসেছিল। তার মধ্যে কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না।

■ আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা
মালদা
৩১.২ ২৪.৩
বালুরঘাট
৩০.৫ ২৪.২
রায়গঞ্জ
২৯.০ ২৬.০

পূর্বাভাস ▸▸ মেঘলা আকাশ

অপেক্ষার
৩ দিন

ইডেনের ২২ গজ গয়েশপুরে

শুভজিৎ কর্মকার

মালদা, ৫ অক্টোবর : টিভির পর্দায় ইডেন গার্ডেনসের ২২ গজের লড়াই দেখতে দেখতে অনেকেই আফসোস করেন ইস, ম্যাচটা ওখানে বসে দেখা যেত। ইচ্ছা থাকলেই তো আর মালদা থেকে সোজা ইডেন যাওয়া যায় না। পৌঁছালেই হবে না। টিকিট পেতে হবে। কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এত কিছু পাকাপাকি হলে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যাবে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানে ২২ গজের লড়াই।

গয়েশপুর মঙ্গল সমিতি তুলে ধরছে ইডেন গার্ডেনস। এটা তাদের এ বছরের ভাবনা। ইডেন গার্ডেনসের সামনের অংশ যেভাবে তৈরি, এই মণ্ডপের সামনের অংশ ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

শুধু ইডেন গার্ডেনস নয়, মণ্ডপে দেখা মিলবে ১৯৮৩ সালে অধিনায়ক কপিল দেবের নেতৃত্বে প্রুডেন্সিয়াল কাপ ভারতের জয়, ২০০৭ সালে মাহির নেতৃত্বে টি টোয়েন্টি, চার বছর বাদে তাঁরই নেতৃত্বে ফের বিশ্বকাপ জয়। ২০২৪-এ রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতের টি টোয়েন্টি জয়। এক ছাদের নীচে সব ম্যাচের স্বাদ গ্রহণের ব্যবস্থা।

গয়েশপুর মঙ্গল সমিতির মণ্ডপসজ্জা। - সংবাদচিত্র

এত কিছু থাকতে কেন ইডেন গার্ডেনস? তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক্লাব সম্পাদক প্রবীর গোস্বামী বলেন, 'এই প্রজন্মের জীবন মুঠোফোনে বন্দি। মাঠ-ময়দান থেকে তারা শত হস্ত দূরে। খেলাধুলোর সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতেই আমাদের ভাবনা ইডেন গার্ডেনস।' ক্লাব কর্মকর্তাদের দাবি ফুটে উঠেছে তাঁদের ভাবনায়।

মণ্ডপে বারো ঘরের এক উঠোন

জ্ঞানই আলো। সেই আলো থেকে বঞ্চিত রাজ্য তথা দেশের বহু খুদে। বঞ্চিত দেশীয় সংস্কৃতি থেকে। অভিযোগ, শিক্ষার আলোয় যারা আলোকিত, তারা এদেশের সংস্কৃতিকে ছেড়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মায়াজালে আবদ্ধ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব কোথায়, তা তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে বিদ্যাসাগরপল্লি মহিলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। পাড়ার মহিলারা একত্রিত হয়ে এই পুজোর উদ্যোগ নিয়েছেন। বয়স খুব বেশি নয়, মাত্র পাঁচ। বারোয়ারি পুজো হলেও পুজোর ক'দিন মণ্ডপ হয়ে ওঠে বারো ঘরের এক উঠোন। পুজো কমিটির সম্পাদক সোনালি দাস জানালেন, 'আমাদের পুজোর বাজেট আহামরি কিছু নয়। খুব অল্প বাজেটে পাড়ার মহিলারা পুজো করি। মণ্ডপে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেই তুলে ধরেছি।' সভাপতি সুজাতা মিত্র বলেন, 'পাড়ার সব মহিলারা মিলে মাতৃবন্দনার আয়োজন করেছি। পঞ্চমী থেকে দশমী ছোট থেকে বড়রা আনন্দে মেতে ওঠে। মহিলাদের শাঁখ বাজানো, প্রদীপ প্রজ্বলন সহ নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। নবমীতে অন্নভোগ।'

থিমে সাবেকিয়ানা

মালদার ৩২০ মোড়ের অভিযাত্রী ক্লাবও এবছরেও শহরবাসীকে নজরকাড়া থিম উপহার দিতে চলেছে। এবারে তাঁদের থিম 'সাবেকিয়ানা'। মণ্ডপের আকার উলটো নৌকার মতো। দিনরাত এক করে মণ্ডপকে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত পুজো উদ্যোক্তারা। ক্লাব সম্পাদক সৌরভ চৌধুরী জানালেন, 'আমরা আশাবাদী, আমাদের এই পুজো এবারে মালদাবাসীর নজর কাড়বে।'

অবশেষে অরুণাভ মালদা মেডিকেলে

মালদা, ৫ অক্টোবর : মালদা মেডিকেলের অধ্যাপক পদে যোগদান অরুণাভ-এর। অবশেষে শনিবার মালদা মেডিকেলে যোগদান করলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরী। শনিবার দুপুরে মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষের ঘরে এসে যোগদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তিনি।

মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, 'অরুণাভ দত্ত চৌধুরী শনিবার মালদা মেডিকেলে যোগদান করেছেন। আপাতত উনি চেস্ট বিভাগের প্রফেসার হিসেবে যোগদান করলেন। এখনও উনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পাননি। তবে আমরা ওনাকে সেই দায়িত্বও দেব। প্রথমে জুনিয়ার চিকিৎসকরা ওনার যোগদান নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। এনিয়ে আমরা জুনিয়ার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। পরে ওনারাও যোগদানে আপত্তি জানাননি। এদিন আমাদের শেষ ওয়ার্কিং ডে। এরপরেই ছুটি পড়ে যাচ্ছে। ছুটি শেষের পর উনি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নেবেন।'

বিচারে প্রশ্ন দিলীপের

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের রিভিউ বৈঠকের জন্য রায়গঞ্জে উপস্থিত হলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে 'চায়ে পে চর্চা'য় অংশ নেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে দলের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। আরজি কর ইস্যুতে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জুনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষ পাশে রয়েছেন। তাই সরকার বিভিন্ন কৌশলে এই আন্দোলন থামিয়ে দিতে চাইছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। তবে আরজি কর কাণ্ড সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও বারবার নতুন তারিখ দেওয়া হচ্ছে, বিচার হচ্ছে না। ফলে আইন-আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা চলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাহলে মানুষ কোথায় যাবে, সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।' এদিন বেলা দেড়টায় শহরের সুপার মার্কেটে এক বেসরকারি ভবনে দলীয় বৈঠক শুরু করেন তিনি। বিকেলে দিলীপ সহ অন্য নেতাদের উপস্থিতিতে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিজেপি।

চিকিৎসার লক্ষ্যে বৈঠক

বালুরঘাট, ৫ অক্টোবর : দুর্গাপুজোয় চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বৈঠক হল। শনিবার বিকেলে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটিতে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশাসনিক বৈঠকটি। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, হাসপাতালের ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায় সহ অন্য চিকিৎসকরা। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'পুজোর মধ্যে হাসপাতালের পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য বৈঠক হল। পাশাপাশি হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয়গুলি পুলিশ দেখছে। আগামী সোমবার অ্যাম্বুল্যান্সচালক ও দমকল বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করব। পুজোর মধ্যে পর্যাপ্ত চিকিৎসক থাকে তার জন্য খুব প্রয়োজন ছাড়া ছুটি দেওয়া হচ্ছে না। চিকিৎসকদের যে সব দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তুলির টান। মালদার শিবাজি সংঘের প্রতিমার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। - স্বরূপ সাহা

১৬ বছর পর গ্রন্থাগারিক নিয়োগের উদ্যোগ

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ৫ অক্টোবর : আগমনীর বার্তায় মুক্তি বেকারত্বের জ্বালা থেকে। একদিকে উচ্চপ্রাথমিকে প্রায় ১৪,০০০ নিয়োগের উদ্যোগ যখন নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার, তখনই মালদা জেলায় গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের প্যানেল প্রকাশিত হল। পুজোর আগে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে খুশি প্রার্থীরা।

জট কাটিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ১৯ জন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্যানেল শুক্রবার প্রকাশিত হওয়ায় খুশির হাওয়া প্রার্থীদের কাছে। প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। পুজোর পর নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। ২৯টি পদের জন্য গতবছর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিছু ক্যাটিগোরিতে প্রার্থী অমিল থাকায় ১৯জন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। জেলা শাসক তথা লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির চেয়ারম্যান নীতিন সিংহানিয়া জানান, 'আমরা গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের প্যানেল শুক্রবার প্রকাশ করেছি। প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বলা হয়েছে।'

এক চাকরিপ্রার্থী ইমন মণ্ডল বলেন, 'লাইব্রেরির কোর্সটা করা যে এইভাবে কাজে লেগে যাবে আমি তা ভাবতে পারিনি।'

মালদায় জেলা গ্রন্থাগার সহ ১০৫টি সাধারণ গ্রন্থাগার। কর্মীর অভাবে প্রায় ৪০টির বেশি গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। একেকজন গ্রন্থাগারিককে দুইয়ের বেশি গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে সপ্তাহে বা মাসে একদিন দুদিন গ্রন্থাগার খোলা রাখতে হচ্ছে। এরফলে সাধারণ পাঠকরা গ্রন্থাগারের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারে শেষ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়েছিল ২০০৮ সালে। কর্মীর অভাবে একের পর এক গ্রন্থাগারের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। এই অবস্থায় বিভাগীয় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর উদ্যোগে দুবছর আগে রাজ্যে ৭৩৮টি গ্রন্থাগারিক শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। জেলায় ২৯টি গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির মাধ্যমে নিয়োগের প্রক্রিয়া গতবছর মে মাসে শুরু হয়। অবশেষে শুক্রবার সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে। ১৯জন গ্রন্থাগারকর্মী নিযুক্ত হবেন। কিছু ক্যাটিগোরিতে প্রার্থী অমিল থাকায় ফের পরবর্তীতে নতুন করে বিজ্ঞাপন দেবে গ্রন্থাগার দপ্তর।

বঙ্গীয় সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী ও কল্যাণ সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক তুষারকান্তি মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা খুশি যে গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদে ১৬ বছর পর গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্যানেল প্রকাশিত হল। মালদায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুমোদিত পদ রয়েছে ২৩৪টি। এরমধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে শূন্যপদের সংখ্যা ১৮৬টি। অন্তত ১৯টি বন্ধ থাকা গ্রন্থাগারের দরজা ফের সাধারণ পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত হবে। পরবর্তীতে বাকি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য আমাদের দাবি, আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'

Anandaloke
Multispeciality Hospital
(A Unit Of Anandaloke Medical Centre PVT. LTD.)

For
CARDIAC | VASCULAR
CARDIOTHORACIC
Surgeries

Cardiac Helpline Number
☎ : 91-8116603569

For Advance
Heart & Cardiothoracic Vascular
Operations in SILIGURI

বিশ্বমানের হার্ট সার্জারি টিম
এখন উত্তরবঙ্গেই

DR. SOUMYA DARSHAN SANYAL
MBBS(AFMC,PUNE),MS(GENERAL SURGERY),
MCh - CTVS (IPGME&R, SSKM HOSPITAL, KOLKATA)
CONSULTANT - CARDIOTHORACIC SURGEON

24/7

2ND MILE | SEVOKE ROAD | SILIGURI-734001
PH: 0353-2540980 / 2544352 / 8116610846 | OPD: 9800600400 | FAX: 2544944
24 Hours Emergency Helpline- 9933100200 | Email: info@anandaloke.com

লগ্নি করুন ‘এনপিএস বাৎসল্য’ প্রকল্পে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

২০১৪-১৫-এর বাজেটে নাবালক সন্তানদের জন্য এনপিএস অ্যাকাউন্ট শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সেই মতো গত ১৮ সেপ্টেম্বর চালু হয়েছে ‘এনপিএস বাৎসল্য’ প্রকল্প। এই প্রকল্পে নাবালক সন্তানদের জন্য তাদের অবসরকালীন সঞ্চয় শুরু করতে পারবেন বাবা-মা বা অভিভাবক। দীর্ঘ মেয়াদে সন্তানদের জন্য বড় তহবিল গড়ার অনন্য সুবিধা দেবে পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (পিএফআরডিএ) অধীনে পরিচালিত এই প্রকল্প।

এনপিএস বাৎসল্য কী?

এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্প হল ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমের একটি ভাগ যা ১৮ বছরের কম বয়সিদের জন্য তৈরি করা। অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের জন্য এই প্রকল্পে টাকা রাখতে পারেন। সন্তানের বয়স ১৮ বছর হয়ে গেলে এটি সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্টে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন?

আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং সন্তানের বয়স ১৮ বছরের কম হতে হবে। অনাবাসী ভারতীয়রাও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন।

বৈশিষ্ট্য

- বার্ষিক মাত্র ১০০০ টাকা জমা দিয়ে এই প্রকল্প শুরু করা যাবে।
- ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা অনলাইনে এনপিএস বাৎসল্য অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে।
- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক নাবালক নাগরিক এই প্রকল্পের যোগ্য। তাদের জন্য অ্যাকাউন্ট খুলবেন অভিভাবকরা।
- অ্যাকাউন্ট খুলতে নাবালকের জন্ম তারিখ এবং অভিভাবকদের আধার, প্যান কার্ড ইত্যাদি প্রয়োজন।
- যেদিন অ্যাকাউন্ট খোলা হবে সেই দিন থেকে ৩ বছর পর জমানো টাকার কিছু অংশ তোলা যাবে। টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা ২৫ শতাংশ।
- অ্যাকাউন্ট খোলার পর নাবালক সন্তানের নামে ‘পার্মানেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর’ (পিআরএএন) কার্ড পাওয়া যাবে।
- গ্রাহকের বয়স ১৮ বছর হলে এই অ্যাকাউন্ট সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্টে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। চাকরি পেলে কর্মক্ষেত্রের এনপিএসেও পরিবর্তন করা যাবে।
- গ্রাহকের বয়স ৬০ বছর হলে পেনশনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

এনপিএস বাৎসল্যের সুবিধা

এনপিএস প্রকল্পের সব সুবিধাই এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্পে পাওয়া যায়।

- **বিনিয়োগের স্বাধীনতা :** বছরের যে কোনও সময়ে বিনিয়োগের টাকা জমা করা যায়। ন্যূনতম জমার পরিমাণও কম। মাত্র ১০০০ টাকা। বিনিয়োগের পরিমাণও ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করা যায়। শুধু তা ন্যূনতম জমার বেশি হলেই হবে।
- **আয়কর ছাড় :** এনপিএস বাৎসল্যে বিনিয়োগ করলে বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় পাওয়া যায়।
- **বিনিয়োগের বৈচিত্র্য :** আপনি কতটা ঝুঁকি নেবেন বা আপনার রিটার্ন বাড়াতে বিনিয়োগের মাধ্যম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পাবেন। আপনি যদি স্টক ইকুইটি বেছে নেন তবে এতে ঝুঁকি বেশি হলেও রিটার্ন বেশি পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি কর্পোরেট বন্ড, ফান্ড সহ একাধিক মাধ্যমে বিনিয়োগের অপশন বেছে নিতে পারেন। আপনি প্রয়োজনে বিনিয়োগের জন্য অপশনে পরিবর্তন করারও সুযোগ পাবেন এই প্রকল্পে।
- **সরকারের গ্যারান্টি :** এটি কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থিত স্কিম। ফলে এনপিএস বাৎসল্যে আস্থা রাখা যায়। এই প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ করে পিএফআরডিএ। পুরো সেট আপ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সহজ। তাই বিনিয়োগের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ এবং পর্যালোচনা করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু এটি সরকারি প্রকল্প, সেহেতু আপনার রিটার্ন নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।
- **সন্তানের অবসরকালীন সুরক্ষা :** সন্তানের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সব বাবা-মায়েরই প্রাথমিক লক্ষ্য। এখন থেকেই যদি এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্পে সন্তানকে যুক্ত করেন, তবে তার অবসরের সময়ে এই অর্থ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে বড় কর্পাস হয়ে উঠবে। সন্তানের ১৮ বছর বয়স হলেই তা সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্ট হয়ে উঠবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?

পোস্ট অফিস এবং ব্যাংকের মাধ্যমে এনপিএস বাৎসল্য অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এখন অনলাইনেও এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। প্রথমে এনপিএসের পোর্টালে লগইন করতে হবে। পোর্টালের হোম পেজেই রেজিস্ট্রেশনের অপশন রয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই খুলে যাবে অ্যাকাউন্ট। তারপর ন্যূনতম ১০০০ টাকা জমা করলেই সন্তানের নামে প্রান (পিআরএএন) পেয়ে যাবেন আবেদনকারী।

অবসরের পরিকল্পনা যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যাবে, অবসর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা ততটাই নিশ্চিত করা যায়। এই আপ্তবাক্য এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্পের জন্য আদর্শ ধরা যেতে পারে। সন্তানের জন্য এখন থেকে এই প্রকল্পে টাকা রাখলে সন্তানের অবসর জীবন নিয়ে দুর্ভাবনা কমবে। পাশাপাশি সন্তানের মধ্যে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। তাই সন্তানের জন্মদিনে ‘এনপিএস বাৎসল্য’ অ্যাকাউন্ট উপহার দেওয়ার কথা ভেবে দেখতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আশঙ্কা মতোই সংশোধন শুরু হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। চলতি সপ্তাহে চার দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৮১,৬৮৮.৪৫ এবং নিফটি ২৫০১৪.৬০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। চার দিনে দুই সূচকের পতন হয়েছে যথাক্রমে ৩৮৮৩.৪০ এবং ১১৬৪.৩৫ পয়েন্ট। লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন ১৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এই সংশোধনের ধারা আগামী সপ্তাহেও বজায় থাকতে পারে। এই পতনে আতঙ্কিত না হয়ে একে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম সারির যেসব সংস্থার শেয়ারদর অনেকটা কমেছে সেইসব শেয়ারে অল্প অল্প করে ধাপে ধাপে লগ্নি করা যেতে পারে।

শেয়ার বাজারের পতনের নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হানার পর ইজরায়েল তার জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে এই লড়াই মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করেছে যা সারা বিশ্বে বিশেষত ভারতে বড় প্রভাব ফেলেছে। এই বিবাদের ফলে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ভারতে জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটাতে অশোধিত তেলের বেশিরভাগই আমদানি করতে হয়। অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি তাই দেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **মানাপ্পুরম ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-১৮৯.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩০/১২৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৭২-১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬০২৩, টার্গেট-২৪৫।

২) **এবিবি :** বর্তমান মূল্য-৭৯৩৭.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯২০০/৩৮৪৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৭০০-৭৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৮২০৮, টার্গেট-১০২০০।

৩) **অশোক লেল্যান্ড :** বর্তমান মূল্য-২২৫.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৫/১৫৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২১৫-২২২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৬১৭২, টার্গেট-২৭৬।

৪) **পেট্রোনেট এলএনজি :** বর্তমান মূল্য-৩৫৭.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৫/১৯২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩২০-৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩৬২৫, টার্গেট-৪৪৫।

৫) **ফেড ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল :** বর্তমান মূল্য-১১৫.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৩/১০৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০০-১১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪২৮০, টার্গেট-১৫৬।

৬) **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৫২৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২৬/৩৯১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৮০-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৪৪৬, টার্গেট-৬৮০।

৭) **অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম :** বর্তমান মূল্য-১০১.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬২/৬৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৯৫-১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১১৭, টার্গেট-১৫৮।

সম্প্রতি চিন সরকার বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছে। যার জেরে সেই দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি ভারত থেকে চিনে লগ্নি সরিয়ে নিচ্ছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রিও ভারতীয় শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

১ অক্টোবর ফিউচার অ্যান্ড অপশন সংক্রান্ত নিয়ম আরও কঠোর করেছে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। যা আগামী দিনে এই বিভাগে ট্রেডারের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। এই আশঙ্কাও শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। পাশাপাশি টানা উত্থানের পর বিভিন্ন শেয়ারের দাম অনেকটাই বেড়েছিল। লগ্নিকারীরা তাই শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলাকেই নিরাপদ মনে করেছেন।

আগামী সপ্তাহে ঋণনীতি পর্যালোচনায় বসবে মানিটারি পলিসি কমিটি (এনপিসি)। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানো হয় কি না, এখন লগ্নিকারীদের নজর সেদিকেই। আমেরিকায় সুদের হার কমানো হলেও এই বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। বাজারে নগদের জোগান বেশি থাকায় এমন সিদ্ধান্তই নেওয়া হতে পারে। ৯ অক্টোবর আরবিআই রেপো রেট নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় তার দিকেই তাকিয়ে এখন লগ্নিকারীরা। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু হয়েছে। প্রথম সারির সংস্থাগুলির ফল আগামী দিনে সূচকের ওঠানামায় বড় ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে ফের মহার্ঘ হয়ে উঠছে সোনা-রুপো। উৎসব এবং বিয়ের মরশুমের হাত ধরে সেই প্রবণতা আগামী কয়েকদিন বজায় থাকতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

● **সেক্টর :** ব্যাংক ● **বর্তমান মূল্য :**৭৯৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৫৪৩/৯১২ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৭,১০,৯৭৯ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ৪৩৪ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ১.৭২ ● **পিই :** ১০.৩১ ● **ইপিএস :** ৭৭.২৮ ● **আরওসিই :** ৬.১৬ শতাংশ ● **আরওই :** ১৭.৩ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৯৮০

একনজরে

- স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক।
- জমার ক্ষেত্রে ২২.৮৪ শতাংশ এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৯.৬৯ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে এই ব্যাংকের।
- সারা দেশে ২২,২১৯টি শাখা, ৬২,৬১৭টি এটিএম এবং ৭১,৯৬৮টি ব্যবসা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে।
- প্রায় ৪৫ কোটি গ্রাহক রয়েছে এই ব্যাংকের।
- ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য রয়েছে- রিটেল (৩৯ শতাংশ), কর্পোরেট (৩৭ শতাংশ), ছোট ও মাঝারি সংস্থা (১৪ শতাংশ) এবং কৃষি (১০ শতাংশ)। ক্ষেত্র বিচারে ঋণ দেওয়ার বৈচিত্র্য রয়েছে- গৃহ (২৩ শতাংশ), পরিকাঠামো (১৫ শতাংশ), পরিষেবা (১২ শতাংশ) এবং কৃষি (১০ শতাংশ)।

State Bank of India

- স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একাধিক সহযোগী সংস্থা রয়েছে- এসবিআই ক্যাপিটাল (১০০ শতাংশ শেয়ার), এসবিআই ডিএইচএফআই (৭২ শতাংশ), এসবিআই কার্ড অ্যান্ড পেমেন্ট (৬৯ শতাংশ), এসবিআই লাইফ (৫৭.৬ শতাংশ), এসবিআই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট (৬৩ শতাংশ), এসবিআই জেনারেল ইনসুরেন্স (৭০ শতাংশ)।
- ভারত ছাড়া ৩২টি দেশে ২৩৩টি শাখা রয়েছে এই ব্যাংকের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, ব্রাজিল, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, তুরস্ক ইত্যাদি।
- ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে এসবিআইয়ের সিএআর ১৪.৫ শতাংশ, নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন ৩.৩৪ শতাংশ, গ্রস এনপিএ ৪.৭৭ শতাংশ, নেট এনপিএ ১.২৩ শতাংশ, সিএএসএ রেশিও ৪৫.১৫।
- গত ৫ বছরে ৯৮.৭ শতাংশ সিএজিআর হিসেবে মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে এসবিআইয়ের।
- নেতিবাচক বিষয়গুলি হল- কম ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও, কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটিজ ২৪.৬৫ লক্ষ কোটি এবং আয় ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা।
- মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর, কেআর চোকসি, আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ছায়া শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

দিব্যি সর্বকালীন উচ্চতা ভাঙছিল নিফটি এবং সেনসেক্স। ২৬০০০-ও স্বচ্ছেন্দে পার হয়ে যায় নিফটি। এবং তারপরই ছন্দপতন ভারতীয় শেয়ার বাজারের। সেবি কয়েকদিন আগে ঘোষণা করে যে, তারা ফিউচার্স অ্যান্ড অপশনস সেগমেন্টে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল কনট্রাক্ট সাইজ বৃদ্ধি। বর্তমানে এফ অ্যান্ড ও কনট্রাক্টের মূল্য ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার মধ্যে। ২০ নভেম্বর থেকে কনট্রাক্ট মূল্য দাঁড়াবে ১৫ থেকে ২০ লাখের মধ্যে। এর ফলে তাদের লট সাইজ বৃদ্ধি পাবে এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তাও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে। মোটামুটিভাবে এখন নিফটির লট সাইজ ২৫। সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াতে পারে ৬০। ব্যাংক নিফটির লট সাইজ ১৫, সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াতে পারে ৩০-এ। মিড ক্যাপ নিফটির লট সাইজ হল ৫০, সেটা বৃদ্ধি পেতে পারে ১১৫ অবধি। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ট্রেডাররা ক্যালেন্ডার স্প্রেড-এর কোনও মার্জিনের সুবিধা পাবেন না এক্সপায়ারির দিন।

বর্তমানে এনএসই-তে সাপ্তাহিক ৪টি ইনডাইসেসের এক্সপায়ারি হয়ে থাকে। এবং বিএসই-তে দুটি। নতুন নিয়মে এই স্টক এক্সচেঞ্জগুলি কেবলমাত্র একটি সাপ্তাহিক এক্সপায়ারি করাতে পারবে বিএসই-তে এবং একটি এনএসই-তে। উপরন্তু যাঁরা শর্ট সেলারস তাঁদের ২ শতাংশ অতিরিক্ত ইএলএম বা এক্সট্রা মার্জিন লাগবে এক্সপায়ারির দিন। এছাড়া একজন ট্রেডার সব ডেরিভেটিভ কনট্রাক্টের মাত্র পাঁচ শতাংশতে পজিশান নিতে পারবেন একদিনে। যেখানে একজন ব্রোকার পারবেন ১৫ শতাংশ। এর ফলে এফ অ্যান্ড ও-তে সাপ্তাহিক ভলিউম কমবে। বাজারে লিকুইডিটিও কমে যাবে বেশ খানিকটা। ফলে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছোট ট্রেডারদের মধ্যে।

এর মধ্যে নতুন অশান্তি তৈরি হয়েছে ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্বে। দিনকয়েক আগে ইরান কয়েকশো মিসাইল ছুড়েছে ইজরায়েলের দিকে। ইজরায়েলও উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কথা বলেছে ইরানকে। ফলে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শেয়ার বাজারে পতন এসেছে। ভারতও এই অনিশ্চয়তার পরিবেশ থেকে মুক্তি পায়নি। নিফটি তার সর্বকালীন উচ্চতা ২৬,২৭৭.৩৫ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৫০১৪.৬০ পয়েন্টে। সেনসেক্স তার সর্বকালীন উচ্চতা ৮৫,৯৭৮.২৫ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ৮১,৬৮৮.৪৫ পয়েন্টে। ভারতের পক্ষে যেটা সমস্যা তা হল ইরান এবং ইজরায়েল দুটিই ভারতের বন্ধু দেশ। এবং এই দুই দেশেই ভারতের বিনিয়োগ রয়েছে। যেমন ইজরায়েলে বিনিয়োগ রয়েছে আদানি এবং টাটা গ্রুপের। অন্যদিকে ইরানে বিনিয়োগ করে রেখেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অ্যাপোলো টায়ারসের মতো কোম্পানিগুলি। ফলে ভারতকে কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকতেই হবে।

ভারতের সমস্যা বৃদ্ধি করছে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম। মাসখানেক ৭০ ডলার প্রতি ব্যারেলের আশপাশে ঘোরাঘুরি করার পর মাত্র কয়েকদিনে ১০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি হয়েছে ক্রুড অয়েলের দামে। ব্রেন্ট ক্রুড ট্রেড করছে ৭৭ ডলার প্রতি ব্যারেলের আশপাশে এবং ক্রুড ট্রেড করছে ৭৪ ডলার প্রতি ব্যারেলের আশপাশে। অর্থাৎ একদিকে ডলারের টাকার তুলনায় শক্তিশালী হওয়া এবং অপরদিকে ক্রমবর্ধমান তেলের দাম, ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট আরও বৃদ্ধি করবে। তেলের দাম যদি নিয়মিত হারে বৃদ্ধি হতে থাকে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতে পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়বে। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে পরিবহণ এবং লজিস্টিক্সে। সেক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য সমস্ত পণ্যই মহার্ঘ হয়ে উঠবে।

ক্রুড অয়েলের দামবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে পেন্টস এবং সেইসব সেক্টরে যারা পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। পেন্টস সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানি গত কয়েকদিন ধরেই সংশোধন দেখছে। তবে এই রাজনৈতিক গণ্ডগোলে ভালো করার স্বপ্ন দেখছে মেটাল সেক্টর। বিভিন্ন বেস মেটালের দাম গত কয়েকদিন ধরেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, লেড প্রভৃতি। তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের পক্ষে একটি স্বস্তির খবর হতে পারে চিনের শেয়ার বাজারগুলি দুরন্ত র‍্যালি করায়। চিন সরকার সেখানে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেস যেমন ন্যাসড্যাক, ডাউজোন্স এবং এস অ্যান্ড পি শুক্রবার রাতে পজিটিভে বন্ধ হয়েছে। সোমবার ভারতীয় বাজারের জন্য এটি কিছুটা স্বস্তিদায়ক হতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ধূপগুড়ির প্রেমে রূপকথা ও চুপকথা

সপ্তর্ষি সরকার

বিয়ের দাবিতে ধর্না, প্রেমের টানে ঘরছাড়া, দলিল লিখে প্রেমের বিচ্ছেদ, প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দেওয়া সহ হাজারো খবরে শিরোনামে ধূপগুড়ি। কী কারণে অদ্ভুত এসমস্ত কাজকর্মের সুবাদে উত্তরের এই জনপদ সবসময়ই খবরে?

জুনের গোড়ায় দুপুরবেলার ভ্যাপসা মার্কা গরমটা এমনিতেই শরীরে বাড়তি আলসেমি এনে দেয়। তার ওপর দিনটা যদি হয় রবিবার এবং হাতে যদি সেভাবে কাজ না থাকে তবে তো কথাই নেই। ২০১৯ সালের ২ জুন এমনই এক উষ্ণ অলস রংদার রোববারের দুপুরে ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বসে যে প্ল্যানটা হয়েছিল তা যে এতটা ছাপ ফেলে যাবে সেকথা সেদিন ওখানে হাজির কেউই আঁচ করতে পারেনি।

দীর্ঘদিনের প্রেমিকা হঠাৎ বাড়ির লোকের পাল্লায় পড়ে সিভিক পাত্রকে বিয়েতে রাজি হয়েছে শুনে প্রেমিক তরুণ ও তার এক সঙ্গী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তারা টের পায়, এ লড়াই জেতা সম্ভব নয়। অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ওই যাত্রী শেডটায় বসেছিল আপাত ব্যর্থ প্রেমিক ও তার সঙ্গী। ফোন পেয়ে সেখানে হাজির হয় আরও দুজন। শুরু হয় এক ছকভাঙা বিকল্প ভাবনা। পাশের এক গালামাল দোকান থেকে নিয়ে আসা হয় বিস্কুটের খালি বাক্স এবং আলতা। লিখে ফেলা হয় প্ল্যাকার্ড। ভয়ে ভয়ে দুই প্ল্যাকার্ড হাতে তিন সহযোগী সহ প্রেমিক পৌঁছায় উলটোদিকের কলোনিতে প্রেমিকার বাড়ির সামনে। এরপরেই প্রথমবারের জন্যে প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের ধর্না দেখে দুনিয়া। রবিবারের দুপুরে প্রায় খেলাচ্ছলেই যে ধর্নার শুরু হয়েছিল, তা যে টানা তিরিশ ঘণ্টা চলবে এবং সেই সাফল্য ছোঁয়াচে রোগের মতো ভয়াবহ গতিতে ছড়িয়ে পড়বে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি প্ল্যাকার্ড লিখে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্না দেওয়ার প্ল্যান বানানো মানুষটিও।

পরের পাঁচটা বছরে বারবার বিয়ের দাবিতে ধর্না, প্রেমের টানে ঘরছাড়া, দলিল লিখে প্রেমের বিচ্ছেদ, প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দেওয়া সহ হাজারো খবরে শিরোনামে উঠেছে ধূপগুড়ি। সোশ্যাল মিডিয়ায় মশকরা ছুটেছে জায়গার নাম বদলে প্রেমগুড়ি কিংবা ধর্নাগুড়ি করে দেওয়ার। এই গত এক মাসের খতিয়ানও যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলেও কখনও বৌকে টোপ করে প্রেমিক পাকড়াও, আবার কখনও বিছুটি পাতা হাতে আরেক সংসার পেতে বসা স্বামীকে পাকড়াও করতে স্ত্রীর হানার ঘটনা ঘটেছে এই মাটিতেই। অনেকের মনেই জিজ্ঞাসা, এখানকার জল-হাওয়া-মাটিতেই কি মূল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে নাকি প্রেমের উলটপুরাণে সফল ধর্না, বিয়ে প্রচলনের পুণ্যভূমি হিসেবে এই মাটিকেই লীলাক্ষেত্র হিসেবে পছন্দ প্রেম পিয়াসিদের?

কারণটা যাই হোক না কেন, ধূপগুড়ির আকাশে বাতাসে যে ছকভাঙা প্রেমের ঝড় ওঠে তা আর নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে কী, এই প্রেম বিলাস নিয়ে স্থানীয় স্তরে দুটো মতামত জোরালোভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। যখনই এমন কিছু ঘটে তা যেমন একটা জেনারেশনের কাছে মজার খোরাক হয় তেমনি আরেক প্রজন্মের কাছে এটা এই জনপদের জন্যে নিছক নেতিবাচক প্রজ্ঞাপন। দুয়ের টানাপোড়েন এবং বিতর্ক এমন অনেক ঝড় তোলে প্রায়শই। তবুও তো বন্ধ হয় না কিছুই। সমান তালে প্রেম আসে আবার চলেও যায়। প্রেমের ধারায় বয়ে চলে ধূপগুড়ি। মজার বিষয় হল, গত পাঁচ বছরে ধূপগুড়ির মাটিতে যতবার প্রেম বিপ্লব ঘটেছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুশীলব ছিল বাইরের। তবে কি ঘটনাচক্রেই বারবার ধূপগুড়িতেই এই প্রেম সংযোগ ঘটে। এনিয়ে গবেষণা এবং তর্কের অবকাশ আছে বৈকি।

এনিয়ে আরেকটা ব্যাখ্যাও আছে হাটেবাজারে। ধূপগুড়ির বাইরে কোথাও এমন ঘটনা আকছার ঘটে না এমনটাও নয়। হয়তো সেটা প্রকাশ্যে আসে না। সেদিক দিয়ে ভাবলে প্রকাশ্যে আনাটাই হয়তো যত নষ্টের মূল। কিন্তু কে শোনে সে যুক্তি। চোখে দেখা অভিজ্ঞতা যা বলে তাতে ধর্না হোক বা প্রেমের হাতবদল- সবেতেই প্রথম শর্ত হল ফেসবুক লাইভ। তারপর হরেক ছবি আর ভিডিও আপলোড। দশচক্রে ভগবান যেভাবে ভূত হয়েছিলেন তেমনি সাবেক ‘খ্যাতি’ শব্দটা হালে ‘ভাইরাল’ হয়েছে। ভাইরাল হওয়ার এবং করার এই অমোঘ হুজুগেই প্রেম হোক বা বিরহ সবই ছড়িয়ে পড়ছে নেট দুনিয়ায়। মাঝেমধ্যে তার এপিসেন্টার হচ্ছে ধূপগুড়ি নামের এই একরত্তি জনপদ। পাঁচ বছর আগের সেই ধর্না বিয়ের প্রচণ্ড ক্রেজ এবং বিশ্বজোড়া ভাইরাল হওয়ার ট্রেন্ড ছোঁয়ার নেশায় আজও অনেকেই বুঁদ।

থমাস হার্ডি তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন আগুন যেমন নেভে না, আবাদ যেমন থামে না তেমনি প্রেমও চলতেই থাকে তার নিজস্ব ছন্দে, লয়ে, গতিতে। সেই চলায় মাঝেমধ্যে মোড় আসে সেই মোড়ে প্রেম দেখা দেয় নতুনভাবে, নতুন চেহারায়। ধূপগুড়ি শুধু সাক্ষী থাকে সেই লাভ টুইস্টের। এভাবেই ধর্নাধারা বয়ে চলে ধূপগুড়ির অলিগলি রাজপথে, আনাচকানাচে। তার কিছু রূপকথা হয়, আবার কিছু চুপকথা।

I WANT JUSTICE

কিডনির কারবার

রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রাম জালিপাড়া। লোকে একে ‘কিডনি গ্রাম’ নামে চেনে।

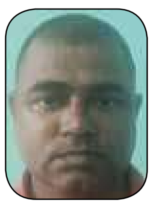

বিশ্বজিৎ সরকার

রণবীর দেব অধিকারী

আজকাল মজার একটা কথার চল হয়েছে। আইফোন কিনতে নাকি অনেকে কিডনি বিক্রি করতেও রাজি। রায়গঞ্জের জালিপাড়া গ্রামের অনেকে কিন্তু এই ফোন কিনতে নয় অভাবজনিত নানা কারণে নিজেদের কিডনি বিক্রি করেছেন। প্রশাসনের বহু কড়াকড়ি সত্ত্বেও আজও এখানে চোরাগোপ্তা কিডনির কারবার চলছেই।

সময়টা নয়ের দশক। কিডনি বিক্রি কাণ্ডে প্রথম উঠে আসে উত্তর দিনাজপুরের নাম। রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম জালিপাড়া। প্রশাসনের চোখের আড়ালে সেই জালিপাড়াই হয়ে উঠেছিল কিডনি সরবরাহের আঁতুড়। অখ্যাত গ্রাম রাতারাতি কুখ্যাত হয় ‘কিডনি গ্রাম’ নামে। তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিন্দোলের বাসিন্দা মহম্মদ রেজ্জাক নামে এক ব্যক্তি প্রথম এই বেআইনি কারবারের হালখাতা খোলে জালিপাড়ায়। পরবর্তীতে শেখ কুদ্দুস নামে আরও এক ব্যক্তি এই চক্রের অন্যতম পান্ডা হয়ে ওঠে। এই দুই ‘কিডনি বণিক’-এর হাতে গড়ে ওঠা চক্র গ্রামের গরিবগুর্বোদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে কিডনি কেটে নিত বলে অভিযোগ। অভাবের তাড়নায় এক, দুই, তিন করে জালিপাড়ার বহু মানুষ এই চক্রের খপ্পরে পড়ে কিডনি খুইয়েছেন। প্রায় তিন দশক আগে শুরু হওয়া সেই বেআইনি কারবার কি আজও চলছে? নাকি পুরোপুরি বন্ধ? উত্তরটা ‘না’। মাঝে বেশ কয়েক বছর পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় বন্ধ থাকলেও কিডনি শিকারিদের দৌরাত্ম্য পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। উলটে জালিপাড়া থেকে অপরাধচক্রের জাল ছড়িয়েছে আরও কয়েকটি গ্রামে। এই অপরাধে যুক্ত হয়েছে বালিয়া, ভুইসমারি, এমনকি পার্শ্ববর্তী হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর গ্রামের নামও।

খবরে প্রকাশ, রেজ্জাকের জামানার পর এলাকায় কিডনি কারবারের কিংপিন হয়ে ওঠে কুদ্দুস। পরবর্তীতে পুলিশের ভয়ে কুদ্দুসও বিন্দোল থেকে পালিয়ে হাওড়ার বাউরিয়া এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে। সেখান থেকেই হাওড়ার একাধিক গ্রাম সহ রায়গঞ্জের বিন্দোলেও এজেন্ট মারফত কারবার চালাচ্ছিল কুদ্দুস। ফের সেই খবর সংবাদমাধ্যমে উঠে আসার পর টনক নড়ে পুলিশ প্রশাসনের। কুদ্দুসের পিছনে পড়ে যায় দুই জেলার পুলিশ। অবশেষে ২০১২ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কুদ্দুস। তারপর আবার কিছুদিনের বিরতি।

কিন্তু মাসকয়েক আগে এক মহিলার অভিযোগে জানা যায়, চোরাগোপ্তা পথে এখনও চলছে কিডনি বিক্রির কারবার। হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর গ্রামের বাসিন্দা মাইজুলি বর্মন অভিযোগ তোলেন, চলতি বছরের গোড়ায় রবি জালি নামে বিন্দোলের জালিপাড়ার এক ব্যক্তি তাঁকে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর একটি কিডনি কেটে নেয়। কেন তিনি কিডনি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন তার জবাবে মাইজুলি জানান, মেয়ের বিয়ের সময় তাঁর অনেক টাকা ঋণ হয়ে গিয়েছিল। সেই ঋণ শোধ করতে পারছিলেন না। রবির কানে তাঁর এই অসহায় অবস্থার কথা পৌঁছাতেই সে উপযাচক হয়ে প্রস্তাব দেয়, একটি কিডনি বিক্রি করলে তার বিনিময়ে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান মইজুলি। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, ওই টাকা দিয়ে মহাজনের ঋণ শোধ করার পাশাপাশি তাঁর সংসারের হালও ফেরাতে পারবেন। কিন্তু চুক্তি খেলাপ করে রবি। মাইজুলির অভিযোগ, রবি তাঁর হাতে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাকি টাকা আর দেয়নি। বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে উলটে রবি ও তার স্ত্রীর হাতে তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি।

উদাহরণ আরও আছে। বালিয়া গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক যোগেশ সরকার যেমন ফাঁদে পড়ে খুইয়েছেন একটি কিডনি। তিনি যে গল্প শোনালেন তা এইরকম। দিল্লিতে গিয়েছিলেন শ্রমিকের কাজ করতে। সেখানকার নির্মাণ সংস্থা তাঁকে আর্থিকভাবে ফাঁসিয়ে দেয়। জরিমানা করে ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু অত টাকা পাবেন কোথায়? অবশেষে বাধ্য হয়ে নিজের একটি কিডনি বিক্রি করে সেই টাকা মেটান। ভুইসমারি গ্রামের আরেক বাসিন্দা মিনারানি দাস। তাঁর দুই ছেলে। স্বামী উত্তম দাস হাটে হাটে পান বিক্রি করেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া স্বামীর চিকিৎসার খরচ জোগাতে বছর দুয়েক আগে চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিজের একটি কিডনি বিক্রি করে দেন। আবার জালিপাড়ার বাসিন্দা তারা জালি দিন গুনছেন, কবে তাঁকেও না কিডনি বিক্রি করতে হয় এই ভেবে! কেন? উত্তরে তিনি জানান, দিনকয়েক আগে তাঁর ছেলে পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়ে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি। ছেলের চিকিৎসার খরচের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করেছেন। ঋণ শোধের জন্য সময়মতো টাকা জোগাড় করতে না পারলে কিডনি বিক্রি করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না বলে তাঁর আশঙ্কা।

এলাকায় কাজ না পেয়ে বালিয়া, ভুইসমারি, জালিপাড়া গ্রামের অধিকাংশ তরুণ ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যান। এই কয়েকটি গ্রামে অভাব এতটাই তাড়া করে বেড়ায় যে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অনেকে কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। অঙ্গ খুইয়ে কারও আবার অকালে প্রাণও চলে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্রেফ অভাবটাই কি কিডনি বিক্রির একমাত্র কারণ? দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম তো জেলায় কিংবা গোটা বঙ্গে আরও রয়েছে। তাহলে নির্দিষ্ট এই কয়েকটি গ্রামের মানুষই কেন বারবার এই ফাঁদে পা দিয়ে অঙ্গ খোয়াচ্ছেন?

এর দুটি কারণ হতে পারে। এক, পুরো কারবারটাই চলছে চুপিসারে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়পক্ষের যোগসাজশে। ফলে কবে কে কোথায় নিজের কিডনি বিক্রি করে দিল তা থানায় অভিযোগ না আসা পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনও টের পায় না। যখন কেউ চুক্তিমতো টাকা না পেয়ে প্রতারিত হন, তখনই পুলিশের খাতায় অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু তাতে আবার কিডনি বিক্রি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকে না। যেমন মাইজুলি বর্মন মুখে কিডনি বিক্রির কথা বললেও থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগপত্রে তিনি কিডনি বিক্রির কথা উল্লেখ করেননি। থানায় দায়ের করা অভিযোগে মাইজুলি লিখেছেন, রবি জালি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়ে তা শোধ করছে না। হয়তো সেই কারণেই কিডনি বিক্রির বিষয়টি থেকে যায় পুলিশি তদন্তের বাইরে। সেই সুযোগে কিডনি কারবারের দালালরাও ব্যবসা চালিয়ে যায় বহালতবিয়তে। দ্বিতীয়ত, এই কয়েকটি গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় হয়তো বিশ্বাস করে ফেলেছেন, একটি কিডনি কেটে ফেললেও দিব্যি বেঁচে থাকা যায়। আর চাইলেই কিডনি বিক্রি করে হাতে কিছু কাঁচা টাকাও পাওয়া যায়। হাত বাড়ালেই পেয়ে যান ওঁত পেতে থাকা এজেন্টদেরও।

ঠিক এই সুরই শোনা গেল বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিন্নাতুন খাতুনের কথায়। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বিভিন্ন গ্রাম সংসদের সদস্যরা রীতিমতো নজরদারি চালান। কিন্তু গ্রামের মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার নাম করে যদি কিডনি বিক্রি করেন তাহলে কার কী করার আছে? ফলে এখনও এই কারবার চলছে। তবে চুপিসারে।

একনজরে

‘আন্ধাধুন’ সিনেমাটার কথা মনে আছে? নায়ককে এক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কিডনি কেটে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এক চিকিৎসক জড়িত ছিলেন ওই ঘটনায়। তবে এই প্রবণতা কিন্তু কাল্পনিক নয়, সত্যিই ঘটে। আমাদের দেশে কিডনি বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ। দান অবশ্য করা যায়। বাজারের চাহিদা মেটাতে চোরাগোপ্তা অনেকের কিডনি কেটে নেওয়া হয়, আর অনেকে অভাবের তাড়নায় যেচে নিজেদের কিডনি বিক্রি করে দেন। একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতি বছর অন্তত দু'হাজার ভারতীয় নিজেদের কিডনি বিক্রি করেন। আর এর বেশিরভাগটাই বিদেশি রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হয়।

হতভাগ্য।। কিডনি কাটা যাওয়া জালিপাড়ার এক বাসিন্দা।

প্রশ্ন করার অভ্যাস বজায় রাখা চাই

অনিমেষ দত্ত

যুক্তি দিয়ে না মেনে অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে অযৌক্তিক সমস্ত কাজকর্ম করে নিজের সঙ্গে আর পাঁচজনের বিপদ ডেকে আনার আরেক নামই হয়তো কুসংস্কার। এর পাল্লায় পড়ে কত মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

শিলিগুড়ির সুকান্তনগর। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পশ্চিম চেপানি। জায়গাগুলোর মধ্যে দূরত্ব অনেক। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব মিল। কুসংস্কার।

ঘটনা-১। শিলিগুড়ি। মাত্র ২৫ দিন আগে চরম প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিল যে মা, একলহমায় শিশুটিকে কুয়োয় ছুড়ে ফেলে দিল সে। প্রতিবেশীরা বললেন, কুসংস্কার। একরত্তি মেয়েটার ওজন ছিল মাত্র দেড় কিলো। আর এতেই দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন। মাথায় ঘুরছিল ‘প্রেতাত্মা’ তত্ত্ব। ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে ঝাড়ফুঁক। কিছুতেই কিছু হল না। শেষে মেয়েটাকে আর রাখতে চাইল না মা। সোজা কুয়োয়...। অবাক কাণ্ড, মেয়েকে ফেলে আসার পর বসে গান শুনল মা। সে মা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল কি না জানা নেই।

ঘটনা-২। আলিপুরদুয়ার। চেপানি গ্রামে একটা বাড়িতে গোখরো সাপ দেখা গেল। কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছিল না। এরপর ‘ফেক নিউজের’ মতো ছড়াল গুজব। সাপটিকে যাঁরাই তাড়ানোর চেষ্টা করলেন, তাঁরাই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর সাপটিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল পুজো। দুধকলা নিয়ে এসে গ্রামবাসীরা সাষ্টাঙ্গে নমো করলেন। পরে জানা গেল, সাপটি আসলে অসুস্থ। তাই নড়াচড়া করতে পারছিল না। শেষে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে সাপটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের দুটি ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল একুশ শতকে দাঁড়িয়ে ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়ায়’ এখনও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাগুলি সমাজের কতটা গভীরে প্রোথিত।

আরও দুটি ঘটনা উল্লেখ করি। এক, উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের রাসগাঁও। ডিএল পাবলিক স্কুল। বেসরকারি। বহুদিন ধরেই ধুঁকছিল। স্কুলের ডিরেক্টরের বাবা ‘কালাজাদু’তে বিশ্বাস করত। তাই স্কুলের ‘হাল’ ফেরাতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিশুকে হস্টেল থেকে নিয়ে এসে ‘নরবলি’ দিয়ে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে ‘উৎসর্গ’ করল। দ্বিতীয় ঘটনাটি পড়শি রাজ্য বিহারের। চম্পারণ, অওরঙ্গাবাদ, বক্সার, বৈশালী, সমস্তিপুর সহ বিভিন্ন জায়গায়। সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায় ‘জিতিয়া’ বা জীবিতপুত্রিকা রীতি পালন করেন সে রাজ্যের মায়েরা। তাই প্রথা মেনে সন্তান সমেত জলে ডুব দিতে গিয়েছিলেন। ৩৭ শিশু সহ ৪৬ জন ডুবে মারা গেলেন। চারটি ঘটনায় এটা অন্তত পরিষ্কার, উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তরপ্রদেশ, ভারতের বহু জায়গায় আজও কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে বেঁচে রয়েছে মানুষ।

২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘লক্ষ্মী ছেলে’ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের সেই ফুটফুটে মেয়েটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। মেয়েটি জন্মানোর পর দেখা যায় তার চারটে হাত। বিজ্ঞান বলে, একধরনের ডিসঅর্ডার। অথচ বাড়ির লোক, পাড়াপ্রতিবেশীরা মেয়েটিকে স্বয়ং ‘লক্ষ্মী’ ঘরে এসেছেন বলে রীতিমতো তীর্থক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেন। ছবির গল্পের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের ঘটনাটির কত মিল দেখুন। সাপটিকে ওইভাবে রেখে দিলে হয়তো আর বাঁচানো যেত না। লক্ষ্মী ছেলে গল্পেও মেয়েটির চিকিৎসা না করালে মারা যেত। মেয়ে ঘরে ‘লক্ষ্মী’ আনতে পারলে রাখব, আর মেয়ের পিছনে ‘লক্ষ্মী’ খরচ হয়ে গেলে কুয়োয় ছুড়ে ফেলে দেব। কুসংস্কার মানুষকে দ্বিচারিতা করতে শেখায়। সুকান্তনগরের ঘটনা তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ওই মায়ের কাছে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান থাকলে আজ একরত্তি মেয়েটার প্রাণ যেত না।

গত মাসেই উত্তরবঙ্গে অন্ততপক্ষে দুটি ঘটনা জানা গিয়েছে, যেখানে সাপে কামড়ানোর পর হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার শরণাপন্ন হয়েছেন রোগীরা। ফল মৃত্যু। একটি নদীতে পাঁচ মাথাওয়ালা সাপের দেখা মেলায় সেখানে পুজো শুরু হয়ে যাওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। গুনতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। কালাজাদু, নরবলি নিষিদ্ধ হলেও অবলীলায় হাথরসের শিশুটিকে ঈশ্বরকে ‘উৎসর্গ’ করা হল। ঈশ্বর কি ওই শিশুর প্রাণ চেয়েছিলেন? প্রশ্ন করলাম না।

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীতে কালনাগিনীর দংশনে লখিন্দর প্রাণ হারায়। তারপর কী হয়, আমরা জানি। প্রশ্ন করার অভ্যাস থাকলে হয়তো আমরা বলতাম, কালনাগিনীর ক্ষীণ বিষে তো মানুষ মরে না। লখিন্দর মরল কীভাবে? মানুষের নিজেদের বিশ্বাসেই রয়েছে দ্বিচারিতা। বিহারের ঘটনাটাই দেখুন। ঈশ্বর আমাদের জীবন-মরণ সব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন। এই ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাসীরাও সেদিন সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায় জলে ডুব দিতে গিয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরই সব আগে থেকে ঠিক করে রাখেন, তাহলে আবার দীর্ঘায়ু কামনা কেন? নিয়তি দেখুন, সেই ঈশ্বরের কাছে কামনা করতে গিয়ে কপালে জুটল মরণ।

আধুনিক হয়ে গেলেও স্কুল-কলেজে বহু বিজ্ঞান শিক্ষক হাতে আংটি পরেই ক্লাস নেন। জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নেতা-মন্ত্রীরা অবলীলায় অপবিজ্ঞান ছড়ালেও সেখানে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা তার প্রতিবাদ করেন না। উলটে হাততালি দেন। পিকে কিংবা ও মাই গড ছবি দেখে হাততালি দেওয়া মানুষেরাও প্রাত্যহিক জীবনে কুসংস্কার অনুশীলন করেন। উত্তরবঙ্গ তথা গোটা দেশেই ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে মারা কিংবা বাড়িছাড়া করার ঘটনা আকছার ঘটত। অক্ষয়কুমার অভিনীত ‘লক্ষ্মী’ ছবির এক দৃশ্যে তার খানিকটা বর্ণনা রয়েছে। বর্তমানে তেমন ঘটনার সংখ্যা কমে এলেও কুসংস্কার পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। হয়নি যে তার প্রমাণ, মহারাষ্ট্রে নরেন্দ্র দাভোলকরের মতো একজন যুক্তিবাদী মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন।

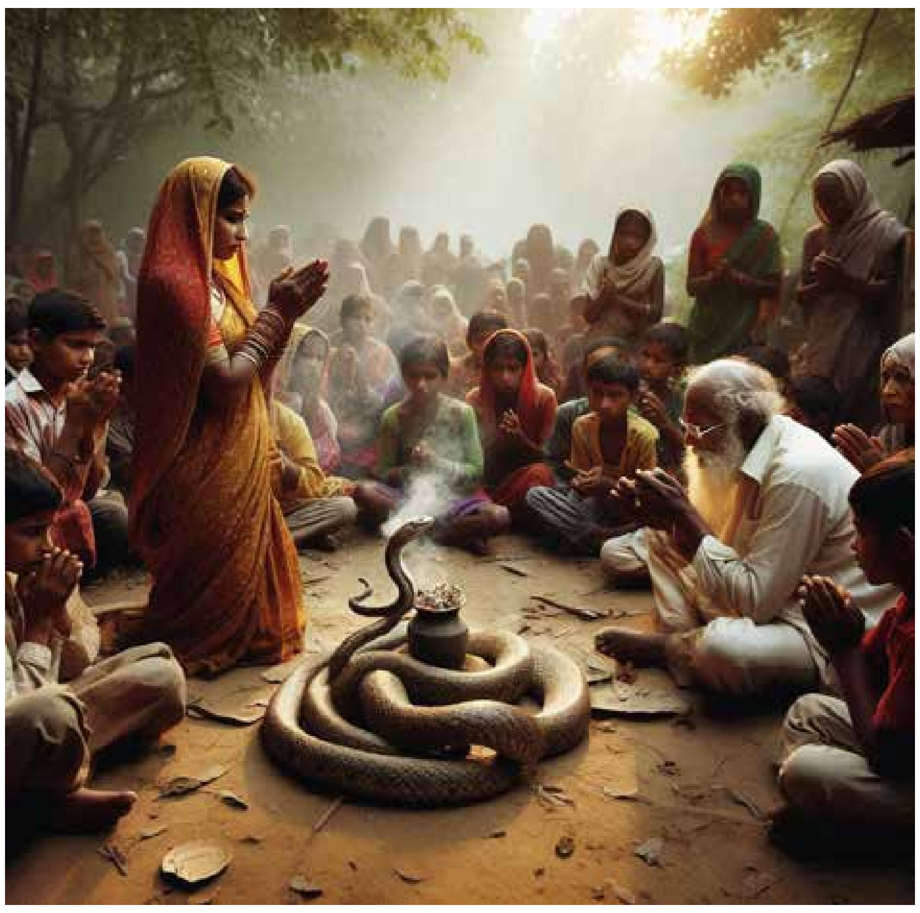

একসময় বাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছিল। সবকিছুতে খুঁজব কারণ/অন্ধভাবে মানব না/বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায়/বন্দি করে রাখব না- এই স্লোগান ছিল মুখে মুখে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিজ্ঞান আন্দোলনে ভাটা পড়ায় সবকিছুতে কারণ খোঁজার অভ্যাসটাও আমরা হারিয়ে ফেললাম। গণবিজ্ঞানের প্রসার না ঘটলে, এককথায় আবার বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে না উঠলে কুংসস্কারকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। সমস্যাটা সমাজের অনেক গভীরে। শিক্ষা ব্যবস্থায়। পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষাতেও। শুধুমাত্র একদিনের সচেতনতা শিবির, কিংবা স্লাইড শো করে মিটিয়ে দেওয়ার নয়। প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগের।

বরাবর ইনসিকিউরিটিতে ভোগে মানুষ। সেই ইনসিকিউরিটি থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। ইনসিকিউরিটির কারণ খোঁজা জরুরি। ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন- ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই- প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন করা প্র্যাকটিস করুন।

সিলিন্ডারের অবৈধ রিফিলিং, গ্রেপ্তার পাঁচ

ডালখোলা, ৫ অক্টোবর : ডালখোলা থানার সূর্য্যাপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঘেরাটোপ থেকে ১২৯টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, কাশিয়া মৌজায় দীর্ঘদিন থেকে অবৈধভাবে গ্যাসের ট্যাংকার থেকে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা হচ্ছিল। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাসিন্দারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এদিন স্থানীয়দের নজরে পড়ে, একটি ঘেরা জায়গায় সারিসারি সিলিন্ডার জড়ো করা হয়েছে। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাজেয়াপ্ত করে ১২০ টি গ্যাস সিলিন্ডার।

পঞ্চায়েত প্রধান নিরালা বেগমের প্রতিনিধি মহম্মদ আবিদ রেজা বলেন, 'গত তিন মাস ধরে এখানে গ্যাস কাটিংয়ের কাজ চলছিল। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরেও সুরাহা হয়নি।'

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মঞ্জরের কথায়, 'কয়েকজন দুষ্কৃতী দীর্ঘদিন ধরে এই কারবার চালিয়ে আসছিল। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকার ফলেই রমরম করে চলছিল কাবার। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি।'

এদিনের ঘটনার পর তদন্তে নেমেছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

ত্রাণশিবিরে সমস্ত ব্যবস্থা

পুরাতন মালদা, ৫ অক্টোবর : মহানন্দা বিপদসীমা ছুঁতেই উদ্বেগ আরও বেড়েছে নদীতীরের বাসিন্দাদের। পুরাতন মালদা পুরসভার ৮, ৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আরও কয়েকটি পরিবার শনিবার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের ত্রাণশিবিরে থাকার ব্যবস্থা করেছে পুর প্রশাসন। ত্রাণশিবিরগুলিতে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য সুবিধে প্রদান করা হচ্ছে। শুক্রবার সন্ধেয় ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসার ত্রাণশিবিরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ বিলি করা হয়। দুর্গতদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন উপপুরপ্রধান সফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলার শ্যাম মণ্ডল প্রমুখ। পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ জানান, শহরের প্রায় ৫০০টি পরিবার মহানন্দার জলে প্লাবিত।

কাজের লক্ষ্যমাত্রা

কুমারগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : সমজিয়া পঞ্চায়েত চলতি অর্থবর্ষে একগুচ্ছ জনমুখী কর্মসূচি সম্পন্ন করতে চলেছে। আগামী অর্থবর্ষে এক কোটি টাকার উপরে কাজ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দশটি ঢালাই রাস্তার কাজ চলছে। সাতটি ড্রেনের কাজ চলছে। কয়েকদিনের মধ্যেই এগুলো সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে। নবগ্রাম সমজিয়া সুন্দরপুর বাসন্তী কুতুবপুর বরইট ও বালুপাড়া এই সাতটি গ্রাম সংসদে মার্সিবল সহকারে সোলার জলের প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এসডব্লিউএম প্রোজেক্টের কাজ চলছে বদ্রীনাথ সংসদের কৃষ্ণপুর-আঙিনার মাঝামাঝি স্থানে।

গেরুয়া বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : কালিয়াগঞ্জ কলেজে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল গেরুয়া ছাত্র সংগঠন। শুক্রবার রায়গঞ্জ শহরের ফোয়ারা মোড়ে এবিভিপির তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়। ফোয়ারা মোড়ে পুলিশের সঙ্গে সামান্য ধস্তাধস্তির পর সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়ে এবিভিপি নেতৃত্ব।

আরজি করের উল্লেখে মাইক 'স্তব্ধ' মন্ত্রীর উপস্থিতিতে

হঠাৎ বন্ধ গীতি আলেখ্য

দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ, ৫ অক্টোবর : স্কুলের গীতি আলেখ্যতেও উঠে এল আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের প্রসঙ্গ। তাও আবার রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। যার জেরে ৪৫ মিনিটের ওই গীতি আলেখ্য দশ মিনিট চলার পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুক্রবার হেমতাবাদ ব্লকের বাঙ্গালবাড়ি হাইস্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ওই ঘটনায় প্রশাসনের অসহিষ্ণুতার অভিযোগ উঠছে।

ওই অনুষ্ঠানে মাঝপথে থেমে যায় স্কুলের ছাত্রীদের গীতি আলেখ্য 'আমার দুর্গা'। অভিযোগ, গীতি আলেখ্য-এর মধ্যে আরজি কর কাণ্ডের উল্লেখ থাকায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত তৃণমূল নেতারা আপত্তি জানান। সেই সময় স্কুলের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আসরাফুল আলি প্রমুখ। মাঝপথে গীতি আলেখ্য এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয় শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকদের মধ্যে।

> অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী এসে আমার ঘরে বসেছিলেন। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল, তাই গীতি আলেখ্য সংক্ষিপ্ত করে মন্ত্রীকে মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
>
> **কৃষ্ণেন্দু রায়**
> **প্রধান শিক্ষক,**
> **বাঙ্গালবাড়ি হাইস্কুল**

গীতি আলেখ্য বন্ধ করতে তড়িঘড়ি মাইকের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আলেখ্য চলাকালীন হঠাৎই মঞ্চের স্ক্রিন নেমে পড়ায় হতচকিত অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা উত্তেজিত গলায় বলতে শোনা যায়, 'কী হল? এটা কী হল'! এমন অনেক কথা। 'আমার দুর্গা' শিরোনামে প্রায় ৪৫ মিনিটের গীতি আলেখ্য আগে থেকেই সূচিতে নির্ধারিত ছিল। ওই গীতি আলেখ্যর মধ্যে 'অভয়ার মৃত্যু ও পরবর্তীতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে রাত দখলের ঘটনা' 'হাতুড়ির ঘা মেরেছে তিলোত্তমা', 'শিক্ষানবিশ ডাক্তার পথ দেখাচ্ছে' প্রভৃতি নানা সংলাপ ছিল। যথেষ্ট বিতর্কিত নানা বক্তব্যে গাঁথা হয় গীতি আলেখ্যটি। কলাকুশলীদের হাতে দেখা যায় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখা প্ল্যাকার্ড।

বিষয়টির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। তার দাবি, একটু সমস্যা হয়েছিল মিটে গেছে। তবে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আসরাফুল আলির বক্তব্য, 'গীতি আলেখ্য নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। গুজব ছড়াচ্ছে কেউ কেউ।'

যদিও মাঝপথে অনুষ্ঠান বন্ধের ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু রায় বলেন, 'অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী এসে আমার ঘরে বসেছিলেন। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল, তাই গীতি আলেখ্য সংক্ষিপ্ত করে মন্ত্রীকে মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি। ছাত্রীরা আমার দুর্গা পরিবেশিত করেছিল, এর সঙ্গে আরজি করের যোগাযোগ নেই। নারীদের ক্ষমতায়ন তুলে ধরেছে মেয়েরা। সেটাই যদি হত মন্ত্রী অনুষ্ঠানে থাকতেন না।' যদিও এব্যাপারে মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'আমি কিছুই জানি না।'

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও কাঁচা রাস্তা

মঙ্গলবাড়িতে বর্ষায় জুতো হাতে পথচলা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

৫ অক্টোবর : পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের রাস্তা বেহাল। ওই সব গ্রামের দুয়ারে উন্নয়ন এখনও পৌঁছায়নি। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও কাঁচা রাস্তা পাকা হয়নি। বর্ষায় রাস্তার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে মানুষকে জুতো হাতে নিয়ে চলাচল করতে হয়। রাস্তার এই লক্ষ্মীশ্রী চেহারা দেখে তিতিবিরক্ত পড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রী সকলেই। এলাকার বাসিন্দারা পাকা রাস্তার দাবিতে সরব হয়েছেন।

রাস্তা খারাপ বলাতুলি, হাইস্কুল পাড়া, ভেস্ট পাড়া , কালুয়াড়ি সহ একাধিক গ্রামের। হাইস্কুল পাড়ার বাসিন্দা স্মাইল হক বলেন, 'পঞ্চায়েত, প্রশাসনকে রাস্তার সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। ভোটের সময় নেতারা পাকা রাস্তার তৈরির প্রতিশ্রুতিও দিয়ে থাকেন। ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাঁচা রাস্তা কাঁচাই থাকে। বর্ষায় রাস্তায় কাদা জমে থাকে। চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা চাই প্রশাসন আমাদের সমস্যার কথা বোঝার চেষ্টা করুক।'

একই অভিজ্ঞতা এলাকার আরও এক বাসিন্দা সাইজুদ্দিন শেখের। তিনি বলেন, 'ভেস্ট পাড়া বাদে বাকি এলাকা বহু পুরোনো। আমাদের এলাকায় উন্নয়নের কোনও ছোঁয়া নেই। বেহাল রাস্তার জন্য প্রতিদিন আমাদের নাকাল হতে হয়। পঞ্চায়েত প্রশাসন সমস্যা মেটাতে পারিনি। শুধুই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পঞ্চায়েতের প্রধান বাপ্পা দাস।তিনি বলেন, 'কাঁচা রাস্তার বিষয়টি অস্বীকার করার নয়। এলাকার মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। তাঁদের সমস্যা মেটাতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এলাকায় বেশ কিছু কাঁচা রাস্তা পাকা হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত থেকে টেন্ডার করা হয়েছে। বর্ষা মিটলেই ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

অবশেষে পাকা রাস্তা

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : দীর্ঘ ৬ বছর আন্দোলনের পর পাকা রাস্তা পেল রায়গঞ্জ ১২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দারা। বরুয়া অঞ্চলের বাককামড়া মোড় থেকে সোনাডাঙি পর্যন্ত ৩.৪১ কিমি পাকা রাস্তার কাজ শেষ হল সোমবার। পথশ্রী প্রকল্পে এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে রাস্তা সংস্কার কমিটি এই বেহাল রাস্তা নতুন করে তৈরির দাবিতে আন্দোলন করছিল। তারা বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন সহ পথ অবরোধে শামিল হয়। কিন্তু কিছুতেই তাদের দাবি পূরণ হচ্ছিল না। অবশেষে গ্রামবাসীর দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি প্রত্যেকে। রাস্তা সংস্কার কমিটির সম্পাদক প্রণব দেবনাথ বলেন, 'লাগাতার আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটির টেন্ডার হয় এবং কাজ শুরু হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে সোনাডাঙি বাককামড়া মোড় ভায়া রাঙাপুকুর পর্যন্ত রাস্তাটির পূর্ণ সংস্কারের কাজ সোমবার শেষ হয়েছে।'

বরুয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ভবানন্দ বর্মন বলেন, 'রাস্তার কাজ শেষ হওয়ায় আমরাও খুশি। বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল।'

মিটল বকেয়া সমস্যা

ইটাহার, ৫ অক্টোবর : বকেয়া পারিশ্রমিকের দাবিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দপ্তরের ঠিকা এভিডি কর্মীদের সঙ্গে বিএমওএইচ-এর গোলমালের জেরে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে। ওই কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ভ্যাকসিন বহনকারী এভিডি কর্মীরা কাজ ফেলে আন্দোলনে নামায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল গর্ভবতী মা ও শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচিতে। অবশেষে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যুযুধান দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে গোলমাল মিটিয়ে দিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দিব্যেন্দু সরকার ও ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ। উভয়পক্ষই জানিয়ে দেন, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ নেই। পরস্পরের বিরুদ্ধে থানায় দায়ের করা অভিযোগও তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন।

বিডিও দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'এভিডি কর্মীরা বকেয়া পারিশ্রমিকের টাকা পাচ্ছিলেন না বলে তাঁরা আন্দোলন করছিলেন। সেই সময় বিএমওএইচ-এর আচরণ নিয়ে তাঁদের একটু অভিমান হয়েছিল। ফলে তাঁরা কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি একটি অত্যন্ত জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা। এটা কোনওভাবেই বন্ধ রাখা যায় না। আজ বৈঠক করে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া টাকাও ঢুকে গিয়েছে।'

জামার গন্ধ

প্রথম পাতার পর

হাতে আর টাকাপয়সা কিছু নেই। এখন কেউ যদি জামাকাপড় দান করে, তবে বাচ্চারা পুজোয় নতুন জামা পরতে পারবে।'

বাড়ির দোরগোড়ায় জল এসে পৌঁছেছে ঝুমকিদের। বারবার ঘরের বাইরে এসে নদীর জল মেপে যাচ্ছেন। জল কি আর বাড়ল? নাকি আগের মতোই আছে। এসব নজর রাখাই এখন মূল কাজ তাঁর। বলে উঠলেন, 'ঘরের দুয়ারে নদীর জল। যে- কোনও মুহূর্তে ঘরে ঢুকে পড়বে। তাহলে আর ঘরে থাকা যাবে না। ইতিমধ্যে মায়ের বাড়িতে মহানন্দার জল ঢুকে গিয়েছে। তাঁরা রাস্তার ধারে ত্রিপল টাঙিয়ে থাকছেন। স্বামী কাঠের কাজ করেন। বন্যা পরিস্থিতিতে হাতে তেমন কাজ নেই। মেয়েটা বড় হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে। ওর তো খানিকটা বুদ্ধি হয়েছে! মাঝেমধ্যেই বায়না ধরছে, পুজোর জামা কিনে দিতে হবে। কোনওরকমে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি। কী করব ভেবে উঠতে পারছি না।'

জরাজীর্ণ সেতু সুকদেবপুরে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জীর্ণ অনন্ত ভবানী সেতু। দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে আবার সেই সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। তারপর কেটে গিয়েছে কয়েক বছর।

অভিযোগ, সেতু নির্মাণের কাজ এখনও সেভাবে এগোয়নি। যার জেরে শুধু বর্ষাকাল নয়, সারা বছর চরম দুর্ভোগকে সঙ্গী করে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দ্রুত নির্মাণকাজ শেষের দাবিতে সরব হলেন বাসিন্দারা।

এক নিত্যযাত্রী গোলকেশ্বর সরকার জানান, '২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় দীর্ঘদিনের জীর্ণ সেতুটি ভেঙে পড়েছিল। ফলে আমাদের যাতায়াতে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন সংস্কারের কাজ শুরু না হওয়ায়, যাতায়াতের জন্য সেতু সংলগ্ন একটি রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়। যদিও সেটিও বর্ষায় জলে ডুবে যায়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে বটে, তবে সেই কাজ বেশি দূর এগোয়নি। চরম সমস্যার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' একই সুর আরেক বাসিন্দা বাসন্তী সোরেনের গলায়।

গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকারের আশ্বাস, 'সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। নির্মাণকাজ কেন দেরি করে হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

> সেতু নির্মাণ চলছে। নির্মাণকাজ কেন দেরি করে হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **বিউটি সরকার**
> **সভাপতি, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতি**

সাঁকোহীন নদীতে নৌকায় পারাপার

বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ৫ অক্টোবর : চাঁনগোলা-কালীবাড়িতে গেড়া নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবি আজকের নয়। সেতু তৈরি তো পরের কথা, ২০ বছরে সামান্য এমনকি বাঁশের সাঁকো পর্যন্ত নেই। ফলে, নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের আজও ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয়। বৈড়াল, কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের ডালখোলা যেতে হলে হাড়দা মোড়, পাতনুর হয়ে ১৫ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

২০ বছরেও পাকা সেতু না হওয়ায় আক্ষেপ কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তরুণ দাস, দীনেশ দাস, ধনঞ্জয় দাসদের। তাঁরা বলছেন, বর্ষায় নদী ভরে যাওয়ায় ছোট নৌকায় সাইকেল, মোটর সাইকেল, কৃষিপণ্য নিয়ে নদী পার হতে হয়।

রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সদস্য বিষ্ণুদেব ঋষি জানিয়েছেন, 'নদী পারাপারের জন্য পঞ্চায়েত থেকে একটি নৌকা দেওয়া হয়েছে।' প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য তাপস হালদার বলেন, 'নদীর ওপারে চাঁনগোলা গ্রামের অনেকের চাষের জমি আছে। বর্ষায় জমির ফসল তুলতে অসুবিধা হয়।' রানিগঞ্জের পঞ্চায়েত প্রধান শাহনোয়াজ আলম বলেন, 'চাঁনগোলা-কালীবাড়িতে গেড়া নদীর ওপর একটি বক্সব্রিজ তৈরির জন্য স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পাল উদ্যোগ নিয়েছেন'। বিধায়ক বলেন, 'জেলা পরিষদে ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্টের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' জেলা পরিষদ সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, 'শুসিলাপুরে গেড়া নদীর ওপরে বক্সব্রিজ নির্মাণের জন্য স্থানীয় বিধায়ক প্রস্তাব দিয়েছেন। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় হাত দেওয়া হবে। '

> শুসিলাপুরে গেড়া নদীর ওপরে বক্সব্রিজ নির্মাণের জন্য স্থানীয় বিধায়ক প্রস্তাব দিয়েছেন। ডিপিআর সম্পন্ন করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় হাত দেওয়া হবে।
>
> **পম্পা পাল**
> **জেলা পরিষদ সভাধিপতি**

রাজনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ কংগ্রেসের

ভেস্টপাড়ায় বঞ্চিত উন্নয়নে

আজাদ

মানিকচক, ৫ অক্টোবর : তৃণমূলের পরিবর্তে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় মানিকচকের ভেস্টপাড়ায় কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী রুনা বিবি। তাঁর দাবি, এই এলাকা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তাই মাত্র কয়েক মিটার রাস্তা সারাইয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। অথচ ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তবে অভিযোগ মানতে নারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আনোয়ার আলি।

কংগ্রেস সদস্য রুনা বিবির অভিযোগ,'পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্য তৃণমূলের সদস্যদের ষড়যন্ত্রে কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজই হচ্ছে না ভেস্টপাড়া বুথে। সাধারণ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এই এলাকার মানুষ। সামান্য রাস্তাটুকুও হচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে ষড়যন্ত্র করে অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে ভেস্টপাড়া বুথের জন্য কোনও কাজ ধরা হয়নি। দোষ একটাই। শাসকদলের প্রার্থীর বদলে কংগ্রেসের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এই এলাকার মানুষ।'

> দলমত নির্বিশেষে সব বুথে সমানভাবে কাজ করি। ওই এলাকায় নতুন করে জনবসতি হয়েছে। ওই বুথে এবার ড্রেনের কাজ ধরা হয়েছে। আগামীদিনে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে।
>
> **আনোয়ার আলি, প্রধান, চৌকিমির্জাপুর**

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একে তো কাঁচা মাটির রাস্তা। তার ওপর রাস্তায় জমে রয়েছে হাঁটুসমান জলকাদা। এতেই চরম দুর্ভোগে রয়েছেন সকলে। মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার রাস্তা করে দিলেই দৈনন্দিন কাজকর্মে বেশ সুবিধা হয়। এই সমস্যার কথা বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কেউ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীদিনে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভেস্টপাড়ার বাসিন্দারা।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা রুনা বিবির প্রতিনিধি কংগ্রেসের শেখ ইস্রাফিল বলেন, 'এই রাস্তার সমস্যার কথা প্রধানকে বহুবার বলেছি। আমাদের পঞ্চায়েত অফিসের নির্মাণ সহায়ককে রাস্তা দেখিয়েছি। রাস্তা হয়ে যাবে বলে শুধু আশ্বাস দিয়েছেন। আসলে প্রধান তৃণমূলের থাকায় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের এলাকাকে বঞ্চিত করছে। নির্মাণ সহায়কও শুধু তৃণমূল সদস্যের কথা শুনছেন। কিছুদিনের মধ্যে কাজ না করে দিলে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। প্রয়োজনে নিজের টাকা খরচ করে এই রাস্তা করে দেব।' তবে অভিযোগ মানতে নারাজ চৌকি মির্জাদপুর অঞ্চলের প্রধান তৃণমূলের আনোয়ার আলি। তিনি বলেন, 'আমি দলমত নির্বিশেষে সব বুথে সমানভাবে কাজ করি। ওই এলাকায় নতুন করে জনবসতি হয়েছে। ওই বুথে এবার ড্রেনের কাজ ধরা হয়েছে। আগামীদিনে রাস্তা সংস্কারের কাজ হলে সমস্যা মিটে যাবে।'

করণদিঘি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। শনিবার। - বরুণকুমার মজুমদার।

চাষি, পাইকারদের দখলে রাস্তা

চলাচলের অযোগ্য নিশীথ সরণি, সমস্যায় শহরবাসী

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : রায়গঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মোহনবাটি বাজার। বাজারের পাশ দিয়ে চলে গেছে নিশীথ সরণি। সহজেই শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে হলে এই রাস্তা ব্যবহার করে অনেকেই। ওই এলাকায় রয়েছে বহু অভিজাত পরিবারের বাস এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভোর হলেই এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দখল নেয় সবজি চাষি ও পাইকাররা। বাইক, টোটো ও ভ্যান গোটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা। কিন্তু এই পাইকারি বাজার স্থানান্তর করা হচ্ছে না। বসতিপূর্ণ এলাকায় ভোর হতেই কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন বাসিন্দারা।

ওই রাস্তায় বাড়ি রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তিলকতীর্থ ভৌমিক, লিপিকা ভৌমিকদের। তিলকতীর্থ ভৌমিকের কথায়, 'ভোর থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত এটা রাস্তা থাকে না। সবজি চাষি, পাইকার, টোটো, অটো ও বাইকে দখল করে নেয়। প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয়। এর আগে এই পাইকারি বাজার কৃষক বাজারে স্থানান্তরিত করবে শুনেছিলাম, কিন্তু সব ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে।'

সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে মোহনবাটি বাজার কমিটির সভাপতি জয়ন্ত সোম। তিনি জানান, 'আমরা সবজির পাইকারি বাজারকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা যেতে চাইছেন না। তবে বাজারের পাশে মাঠে সবজি চাষিদের বসানো হচ্ছে। বাইক ও টোটোতে চাষিরা গ্রাম থেকে মালপত্র নিয়ে আসেন, সেজন্য ভিড়টা হয়। তবে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে।'

সার্চের সুযোগ

প্রথম পাতার পর

গুগল ইতিমধ্যে যেসব বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় ভারতীয় ভাষা ডিজিটালি সংরক্ষণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশে প্রচলিত রাজবংশী, পশ্চিমবঙ্গ, অসম সহ একাধিক রাজ্যে প্রচলিত কুড়ুখ, মহারাষ্ট্রের মালবনি, রাজস্থানের শেখাওয়াতি, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের দুরুয়া, কর্ণাটক ও কেরলের বেয়ারিবাশে, বিহারের বজ্জিকা ও অঙ্গিকা ইত্যাদি।

জেমিনি নামে জেনারেটিভ এআই প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে গুগল বিলুপ্তপ্রায় ভারতের স্থানীয় ভাষাগুলিকে ডিজিটাল ফর্ম্যাটে রূপান্তরিত করে সেইসব নথি নেটমাধ্যমে দিচ্ছে, যাতে কেউ চাইলে ওইসব স্থানীয় বা উপভাষায় ভয়েস বা টেক্সট সার্চ করতে পারেন। এই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

গুগল জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজবংশী সহ ৫৯টি ভারতীয় ভাষাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন ১৫টি ভাষা রয়েছে, যেগুলির কোনও ডিজিটাল উপস্থিতি ছিল না শুধু তা-ই নয়, সেগুলির ব্যবহারও ক্রমশ কমে এসেছে।

গুগল ডিপমাইন্ডের পরিচালক মণীশ গুপ্ত জানিয়েছেন, 'কৃত্রিম মেধা (এআই)-র ব্যবহার সকলের নাগালে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। স্থানীয় ও উপভাষা নিয়ে কাজ করার কারণ এআই-এর ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারিক কার্যকারিতা প্রচুর। আমি বা আপনি ইংরেজি জানি বলে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারব। কিন্তু অসম বা ছত্তিশগড়ের যে আদিবাসী তরুণী ইংরেজি জানেন না, তিনি তা পারবেন না। এই বৈষম্য ঘোচাতে হবে। সেই কারণেই আমরা আমাদের প্রকল্পকে কেবল ২২টি স্বীকৃত ভারতীয় ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি।'

সচেতনতা শিবির : বিশ্ব সেরিব্রাল পলসি দিবস উপলক্ষ্যে শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার মা ও শিশুদের নিয়ে রায়গঞ্জ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতা শিবির। ছিলেন মেডিকেলের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সপ্তমীর সকালে

প্রথম পাতার পর

খই, মুড়ি, লুচি, সুজি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই জলভোগ দেওয়া হয় সাধারণ দর্শনার্থীদের। নবমীর দিন বহু সংখ্যক মানুষকে খিচুড়ি ভোগে আপ্যায়িত করা হয়। গ্রামের দুর্গাপুজোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ষষ্ঠী থেকে শুরু করে দশমীর ভোর পর্যন্ত চণ্ডীমঙ্গল গান।'

শারদীয়া উৎসবের শুরুতেই ষষ্ঠীর দিন পুজো কমিটির তরফে ১০০ জন শিশুকে বস্ত্রদান করা হয়। এবছর এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। এবারের পুজোতে সুদৃশ্য কয়েকটি গেট, বৈচিত্র্যময় আলোর সমাহার, মেয়েদের ধনুচি নাচ বাড়তি আনন্দের আবহ তৈরি করা হতে পারে ।

একই যাত্রায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের আনন্দ উপভোগ এবং রক্ষাকালী মন্দির দর্শনের আশায় এবছরও বোল্লার বাসিন্দাদের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনেরা আসতে শুরু করেছেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবারে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি সহ কয়েকটি জায়গার বিশিষ্টদের দুর্গা প্রতিমা দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাইরের জেলাগুলি থেকে এবার অনেক বেশি মানুষ বোল্লায় উপস্থিত হবেন। পুজো কমিটির সভাপতি দেবাশিস কর্মকার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে জানালেন, 'দশমীর দিন বিসর্জনের আগে দশমীর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত বোল্লা কালীমন্দির প্রাঙ্গণে জমজমাট দশমী মেলায় আসবেন বহু লোকজন।'

উত্তরপত্রে স্লোগান

প্রথম পাতার পর

লিখেছেন পরীক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ামক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ সবখানেই উত্তরপত্র পাঠানো হয় ক্রমিক নম্বর অনুসারে। ফলে ক্রমিক নম্বর মিলিয়ে উত্তরপত্রটি সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিক এবং প্রধান পরীক্ষকদেরও ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে। যে পরীক্ষক উত্তরপত্র যাচাই করেছেন নিয়ম মেনে তাঁকে রিপোর্ট করতেও বলা হয়েছে।

উত্তরপত্রে এই ধরনের বিষয়বহির্ভূত বা অবান্তর কথা লিখলে কী পদক্ষেপ হতে পারে? আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে পরীক্ষানিয়ামক বিভাগে অনিয়ম রোধের জন্য একটি বিশেষ কমিটি আছে। সেই কমিটি এইসব ক্ষেত্রে তদন্ত করে পদক্ষেপ করে। পরীক্ষার্থী বা প্রয়োজনে তাঁর অভিভাবকদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে কমিটি। গুরুত্ব বুঝে উত্তরপত্র বাতিল এমনকি পরীক্ষাও বাতিল করতে পারে। সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, কোনও পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে রাজনৈতিক স্লোগান, অশালীন শব্দ বা আপত্তিকর কিছু লিখলে সেই উত্তরপত্র বাতিল করা হতে পারে। কেন লিখেছে, পরীক্ষার্থীর তরফে তার সন্তোষজনক উত্তর না মিললে বাতিল করা হতে পারে গোটা পরীক্ষাই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।

ভার্চুয়াল উদ্বোধন

হরিশ্চন্দ্রপুর ও গঙ্গারামপুর, ৫ অক্টোবর : গঙ্গারামপুরের দুটি বিগ বাজেটের এবং একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুর্গামণ্ডপের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো দুর্গাবাড়ি দুর্গামণ্ডপ পুজো কমিটি, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গারামপুর ব্লক পাড়া নাট্য সংসদ ক্লাব ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের চৈতালি ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করেন মাননীয়া। পাশাপাশি, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তুলসীহাটাতে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের রাম মন্দিরের আদলে তৈরি দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন।

জেলার খেলা

জাতীয় কাবাডিতে ২

মোথাবাড়ি, ৫ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল অ্যান্ড গেমসে নজর কেড়ে জাতীয় পর্যায়ে কাবাডিতে সুযোগ পেল মোথাবাড়ির উত্তর লক্ষীপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির হামিদ শেখ ও দশম শ্রেণির শহিদুর ইসলাম। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা দুই ছাত্রের বাবা গ্রামে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। শনিবার স্কুলের তরফে দুই ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নভেম্বরে মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা।

চ্যাম্পিয়ন ত্রিমোহিনী

হিলি, ৫ অক্টোবর : ধলপাড়া পঞ্চায়েতের ফুটবেল চ্যাম্পিয়ন হল ত্রিমোহিনী কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে হিলি বিডিও অফিসকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা অজিত বাস্কে। সেরা গোলকিপার সুরজিৎ ওরাওঁ। সর্বাধিক গোলদাতা শুভম রায়।

মহিলা ফুটবল

পতিরাম, ৫ অক্টোবর : ইন্দ্রা আদিবাসী সমাজ কল্যাণ ক্লাবের মহিলা ফুটবল ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় ৮টি দল খেলবে।

সেরা নেত্রডাঙ্গা

কুমারগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : কামদেবপুর জুয়ান স্টারের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নেত্রডাঙ্গা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে ভিখাহার দলকে।

সোনা ঈশিতার

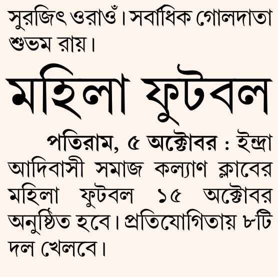

সোনার পদক গলায় ঈশিতা রায়।

বামনগোলা, ৫ অক্টোবর : রাজ্যস্তরের তাইকোন্ডোতে মালদার পাকুয়াহাট আনন্দ নিকেতন মহাবীর উচ্চবিদ্যালয়ের দুইজন পদক পেয়েছে। মহিলা বিভাগে সোনা জিতেছে একাদশ শ্রেণির ঈশিতা রায়। ব্রোঞ্জ জিতেছে নবম শ্রেণির আকাশ বর। দুইজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

ভিন্ন মেজাজে দুই সেনাপতি... মহারাষ্ট্রের ওয়াসিমে ড্রামবাদক নরেন্দ্র মোদি। কোলাপুরে শিবাজিমূর্তি হাতে রাহুল।

সমীক্ষায় ম্লান মোদি ম্যাজিক

হরিয়ানায় পালাবদল ■ ভূস্বর্গে ফিরছে এনসি-কংগ্রেস

হরিয়ানা (৯০)
ম্যাজিক সংখ্যা ৪৬

সংস্থা	বিজেপি	কংগ্রেস	জেজেপি	অন্যান্য
ইন্ডিয়া টুডে সি ভোটার	২০-২৮	৫০-৫৮	০-২	১০-১৪
দৈনিক ভাস্কর	১৫-২৯	৪৪-৫৪	০-১	৪-৯
রিপাবলিক	১৮-২৪	৫৫-৬২	০-৩	২-৫

জম্মু ও কাশ্মীর (৯০)
ম্যাজিক সংখ্যা ৪৬

সংস্থা	বিজেপি	কংগ্রেস-এনসি	পিডিপি	অন্যান্য
ইন্ডিয়া টুডে-সি ভোটার	২৭-৩২	৪০-৪৮	৬-১২	৬-১১
দৈনিক ভাস্কর	২০-২৫	৩৫-৪০	৪-৭	১২-১৬
রিপাবলিক	২৮-৩০	৩১-৩৬	৫-৭	৮-১৬

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : চার মাসেও ছবিটা বদলাল না। বরং জুন মাসে অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের সময় দেশজুড়ে মোদি ম্যাজিক ম্লান হওয়ার যে সূচনা হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা বিধানসভা ভোটেও তার খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। অন্তত তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায়। প্রায় সবকটি সমীক্ষাতেই দাবি করা হয়েছে, ৩৭০ পরবর্তী নতুন জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম সরকার গড়তে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ, পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদের জুজু, জাতীয়তাবাদের বুদবুদ নিয়ে আগ্রাসী প্রচার চালানো সত্ত্বেও বিজেপি জম্মুর বাইরে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারছে না। তবে কয়েকটি সমীক্ষক সংস্থার দাবি, জম্মু ও কাশ্মীরে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিংমেকার হওয়ার আশা একেবারে ছাড়তে নারাজ মেহবুবা মুফতির পিডিপি।

বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে এও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘ ১০ বছর পর হরিয়ানায় পরিবর্তনের ঝড় উঠতে চলেছে। বিজেপিকে হারিয়ে জাঠভূমে ফের ক্ষমতা দখল করতে চলেছে কংগ্রেস। সমীক্ষার এহেন পূর্বাভাসে স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট। যদিও বিজেপি দাবি করেছে, ভূস্বর্গ এবং হরিয়ানায় উভয় জায়গাতেই সরকার গড়বে গেরুয়া শিবির। ঘটনা হল, বুথফেরত সমীক্ষার ফল যে সবসময় মেলে এমনটা নয়। বরং বেশিরভাগ সময়ই দেখা গিয়েছে, বুথফেরত সমীক্ষায় যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে বাস্তবে ঠিক তার উলটোটাই ঘটেছে। লোকসভা ভোটের সময়ই সেটা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তবে বুথফেরত সমীক্ষাগুলিকে একেবারে খারিজ করে দিতে রাজি নয় রাজনৈতিক মহল।

জম্মু ও কাশ্মীরে দীর্ঘ ১০ বছর পর এবার তিন দফায় ভোট হয়েছে। তিন দফাতেই ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ চোখে পড়েছে এবার। অন্যদিকে শনিবার হরিয়ানায় ভোট ছিল। তাতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছে। রাজ্যের ৯০টি আসনে এক দফাতেই এদিন ভোট হয়। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, বিরোধী দলনেতা ভূপিন্দর সিং হুডা, দীপেন্দর সিং হুডা, কুমারী শৈলজা এদিন নিজেদের বুথে ভোট দিতে যান। ভোট দেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট, প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ী মনু ভাকের প্রমুখ। শিল্পপতি তথা বিজেপি সাংসদ নবীন জিন্দাল ঘোড়ায় চেপে ভোট দিতে যান। হরিয়ানাতেও ম্যাজিক সংখ্যা ৪৬। ৮ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ফল প্রকাশিত হবে। সমীক্ষার পূর্বাভাস সত্যি হলে আসন্ন মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে চাপ বাড়বে বিজেপির। উলটোদিকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওই তিনটি বিধানসভা ভোটে এগিয়ে থাকবে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট।

জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে এনসি-কংগ্রেস অবশ্য গোড়া থেকেই আশাবাদী। তবে বুথফেরত সমীক্ষার ফল নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি এনসি নেতা ওমর আবদুল্লা। লোকসভা ভোটের ফলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি সরাসরি বুথফেরত সমীক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওই অধ্যায়ের পরও টিভি চ্যানেলগুলি বুথফেরত সমীক্ষাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে। ৮ অক্টোবর যে ফল প্রকাশিত হবে সেটাই আসল কথা। বাকি সমস্ত কিছু শুধু টাইম পাস।’ বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস যদি মিলে যায় তাহলে দীর্ঘ ৯ বছর পর ফের জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষমতায় এনসি-কংগ্রেস জোট আসবে। দুই দলের প্রচারেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি নিয়েও তারা সরব হয়েছে।

হরিয়ানায় এবার কংগ্রেসের প্রচারে বারবার বিজেপির ১০ বছরের সরকারের অপশাসন এবং দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রচারের শেষদিনেও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তীব্র বেকারত্ব, প্রশ্নপত্র ফাঁস, মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার পাশাপাশি কৃষকদের অভিযোগগুলিকেও সামনে এনে প্রচারের পারদ তুঙ্গে তুলেছে কংগ্রেস। সেইসঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কী কী করা হবে সেই প্রতিশ্রুতিগুলিও বারবার ভোটারদের জানিয়েছে হাত শিবির। উলটোদিকে বিজেপির প্রচারে কংগ্রেস বিরোধিতা থাকলেও বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা, শিক্ষার বেহাল দশার মতো মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে কোনও সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভোটের আগে মন জয়ে মরিয়া দুই শিবির

কার হাতে মহারাষ্ট্র, ময়দানে মোদি-রাহুল

ওয়াসিম ও কোলাপুর, ৫ অক্টোবর : খাতায়-কলমে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ভোটযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু তার আগেই মহারাষ্ট্রের দখল নিতে সম্মুখসমরে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ফল প্রকাশিত হবে ৮ অক্টোবর। মনে করা হচ্ছে, ওই দুটি বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরই মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি করে দেওয়া হতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেশের যুযুধান দুই শিবিরের সেনাপতিরা ‘মারাঠা মানুষ’-এর মন জয়ে মরিয়া চেষ্টা চালালেন। শনিবার ওয়াসিম ও থানে জেলায় একাধিক প্রকল্পের সূচনা এবং শিলান্যাস করেন মোদি। উন্নয়নের পাশাপাশি ওয়াসিমের মঞ্চ থেকে পিএম কিষান সম্মান নিধির অষ্টাদশ কিস্তির টাকা দেওয়াও শুরু করেছেন তিনি।

> কংগ্রেস দেশের তরুণ প্রজন্মকে মাদকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেই টাকায় তারা নির্বাচনে জিততে চাইছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> মানুষকে ভয় দেখিয়ে, সংবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে শিবাজি মহারাজের সামনে মাথানত করে কোনও লাভ নেই।
>
> **রাহুল গান্ধি**

প্রধানমন্ত্রী এদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের টাকায় দল চালানোর অভিযোগ তোলেন। সম্প্রতি ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার হয়েছিল দিল্লিতে। ওই মাদকচক্রের প্রধান অভিযুক্তের সঙ্গে কংগ্রেসের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, ‘ওই মাদকচক্রের প্রধান অভিযুক্ত কংগ্রেসের নেতা। কংগ্রেস দেশের তরুণ প্রজন্মকে মাদকের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেই টাকায় তারা নির্বাচনে জিততে চাইছে।’ ওই নেতার নাম তুষার গোয়েল। যদিও কংগ্রেস তুষারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বলে আগেই সাফাই দিয়েছে। দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের আরটিআই দপ্তর থেকে ২০২২ সালেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে।

অপরদিকে রাহুল গান্ধি মহারাষ্ট্রে এসে হাতিয়ার করেছেন শিবাজি মহারাজকে। কোলাপুরে শিবাজির একটি মূর্তি উন্মোচনের পর বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন, ‘মানুষকে ভয় দেখিয়ে, সংবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে শিবাজি মহারাজের সামনে মাথানত করে কোনও লাভ নেই।’ বিজেপি এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধানের ওপর আক্রমণ শানানোর অভিযোগও তুলেছেন তিনি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এদিন সাফ বলেন, ‘ছত্রপতি শিবাজি এবং সাহুজি মহারাজ না থাকলে সংবিধানও থাকত না। শিবাজি মহারাজ যে আদর্শে অবিচল ছিলেন ভারতীয় সংবিধানে সেই আদর্শের কথাই বলা আছে।’

আসছে সোনিয়ার আত্মজীবনী

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও রাজনীতিতে নেহরু-গান্ধি পরিবারের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও তাদের অবদান নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন নেই। দেশের সবচেয়ে আলোচিত এই পরিবারের অন্দরের খবর এবার সামনে আসতে চলেছে।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনীর মলাট আপাতত খোলার অপেক্ষায়। এর আগে ইন্দিরা এবং রাজীব গান্ধির জীবনী প্রকাশিত হলেও তাঁদের কোনও আত্মজীবনী ছিল না। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী থাকলেও তা লেখা হয়েছিল পরাধীন ভারতে তিনি বন্দি থাকা অবস্থায়। সোনিয়ার আত্মজীবনীতে নেহরু তথা গান্ধি পরিবারের বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ ইতিহাস থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আত্মজীবনী লেখার জন্য অনেক দিন আগেই ব্রিটেনের প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্সের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সোনিয়ার। সোনিয়াও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আত্মজীবনী লেখার কাজে লেগে রয়েছেন। নিশ্চিত কোনও তারিখ না জানা গেলেও আগামী ডিসেম্বরে তাঁর জন্মদিনে বইয়ের প্রচ্ছদ প্রকাশিত হতে পারে।

হার্পার কলিন্সের ভারতের মুখ্য কার্যনির্বাহী অনন্ত পদ্মনাভন জানিয়েছেন, সংস্থার সঙ্গে সোনিয়ার পাকা কথা হয়ে গিয়েছে। ভারতে বইটি ছাপবে পেঙ্গুইন হাউস। বইটি ছাপা হবে আমেরিকাতেও। তবে আত্মজীবনী প্রকাশ নিয়ে কোনও মন্তব্য মেলেনি সোনিয়ার দিক থেকে।

মাধবীকে তলব পিএসি’র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে তলব করল সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)। ২৪ অক্টোবর তাঁকে এবং সেবির অন্য আধিকারিকদের কমিটির সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার সার্বিক কাজকর্মের পাশাপাশি হিন্ডেনবার্গ কাণ্ডে মাধবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা তদন্তে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি নিয়ে মাধবীর থেকে কৈফিয়ত চাইবে পিএসি।

সংঘর্ষে মৃত বেড়ে ৩১

রায়পুর, ৫ অক্টোবর : মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ে শুক্রবার বড়সড়ো সাফল্য পেয়েছিল সরকারি বাহিনী। মৃত্যু হয় ৩০ মাওবাদীর। শনিবার নারায়ণপুর-দান্তেওয়াড়া এলাকায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড ও রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের তল্লাশিতে আরও ১ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। ফলে সংঘর্ষে মৃত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে হল ৩১। এলাকাটি ঘিরে রেখেছে সরকারি বাহিনী। রবিবারও ওই এলাকায় তল্লাশি চলবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেঘালয়ে হড়পার বলি ১২

শিলং, ৫ অক্টোবর : দিনকয়েকের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মেঘালয়। হড়পা ও ধসের জেরে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ একাধিক। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পশ্চিম গারোপাহাড় এলাকায়। রাস্তা ও সেতু ভেঙে পড়ায় বেশ কিছু গ্রামের সঙ্গে জেলা সদরগুলির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ধসের জেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে গারোপাহাড়ের ডালু গ্রাম। শনিবার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

তুই-ই জিততবি ...

মায়ের আশীর্বাদ। ভিনেশ ফোগটের মুখে হাসি। হরিয়ানার চরখিতে ভোট দিয়ে আসার পর। শনিবার। -পিটিআই

জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানাবে ইমরানের দল

পাকিস্তানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নয় : বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ৫ অক্টোবর : একদশক বাদে কোনও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তান যাবেন। ১৫-১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে এস জয়শংকরের এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান ঘিরে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছিল, এসসিও সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি সেদেশের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন জয়শংকর। শনিবার সেই সম্ভাবনা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার নীতি থেকে সরে না এলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব বলে জানান তিনি। জয়শংকরের কথায়, ‘এই সফর একটি বহুপাক্ষিক কর্মসূচির অংশ। আমি ওখানে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। আমি এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছি।’

ভারতের সঙ্গে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে নীরব পাকিস্তান সরকার। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেদেশের বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। কয়েকদিন ধরে দেশের নানা অংশে শাহবাজ শরিফ সরকারবিরোধী অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছে ইমরান খানের দল। পিটিআই নেতা তথা খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাদেশিক তথ্য উপদেষ্টা আলি সইফ জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। তাই দলের কর্মসূচিতে পিটিআই কর্মী এবং দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানাবে পিটিআই।

আলি সইফ বলেন, ‘ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে পিটিআই-এর প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাব। তিনি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। সবাই দেখবে পাকিস্তান একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র। এখানে প্রত্যেকের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে।’ শাহবাজ শরিফ সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়ার পর তাঁকে ইমরান খানের দলের তরফে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য ভারতীয় কূটনীতিকদের মতে, পিটিআই আমন্ত্রণ জানালেও তাদের কর্মসূচিতে জয়শংকরের যোগদানের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

এদিন বিতর্কিত ইসলামি প্রচারক জাকির নায়েককে পাকিস্তানে স্বাগত জানানো নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, ‘ভারতের এক পলাতক অভিযুক্ত যে পাকিস্তানে ব্যাপক সংবর্ধনা পেয়েছেন তাতে আমরা অবাক হইনি। এটা হতাশাজনক এবং নিন্দনীয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক নয়।’

---

৫ মনোনীত সদস্যকে নিয়ে বিতর্ক কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৫ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই বিতর্কের জল গড়াল ঝিলাম নদীতে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভায় উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা পাঁচজন সদস্যকে মনোনীত করেছেন। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫। এর মধ্যে ৯০টি আসনে তিন দফায় ভোট হয়েছে। যদি ওই পাঁচ মনোনীত সদস্য বিধানসভায় ভোটাভুটিতে অংশ নেওয়ার অধিকার পান তাহলে বিধানসভার ম্যাজিক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪৮। যদি তা না হয় তাহলে ম্যাজিক সংখ্যা ৪৬ থাকার কথা।

২০১৯ সালের জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনে প্রথমে বলা হয়েছিল, উপরাজ্যপাল যদি মনে করেন, বিধানসভায় মহিলা সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়, তাহলে তিনি ২ জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। গতবছর ওই আইনে একটি সংশোধনী আনে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে আরও তিনজনকে বিধানসভায় মনোনীত করার অধিকার তুলে দেওয়া হয় উপরাজ্যপালের হাতে। ওই তিনজনের মধ্যে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে ২ জন এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা একজনকে মনোনীত করা হবে। আইনে অবশ্য মনোনীত ৫ জনের ভোটাধিকারের ব্যাপারে কিছু বলা নেই। সরকার গঠনের ব্যাপারেও তাঁদের কোনও ভূমিকা থাকবে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। তবে পুদুচেরি বিধানসভার উদাহরণ ধরে এগোলে ওই পাঁচ সদস্যের ভোটাধিকার থাকার কথা।

ফলপ্রকাশের আগে উপরাজ্যপালের তরফে পাঁচজনকে বিধানসভায় মনোনীত করার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি), কংগ্রেস এবং পিডিপি। জম্মুর কংগ্রেস নেতা রবিন্দর শর্মা বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠনের আগে উপরাজ্যপাল বিধানসভায় যেভাবে পাঁচজন সদস্যকে মনোনীত করেছেন আমরা তার বিরোধিতা করছি। এই ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্র, জনাদেশ এবং সংবিধানের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।’

ইরানের তেলে নজর বাইডেনের ■ পরমাণুকেন্দ্রে হামলার পক্ষে ট্রাম্প

ইজরায়েলি হানায় হত হিজবুল্লার নয়া প্রধান

বেইরুট, ৫ অক্টোবর : লেবাননে পূর্ণশক্তিতে হামলা শুরু করল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। শনিবার সারা রাত ধরে চলা বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ লেবানন। কমপক্ষে ২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন ১২ লক্ষ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হিজবুল্লা গোষ্ঠীর নতুন প্রধান হাসেম সফিউদ্দিনও। এছাড়া ইরানের এক সেনা কমান্ডার এবং প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসের একজন শীর্ষনেতাও মৃতদের তালিকায় রয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

হাসান নাসরুল্লার মৃত্যুর পর হিজবুল্লা প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সফিউদ্দিন। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৪ দিনের মধ্যে ইজরায়েলি হামলায় তাঁর মৃত্যু ইরান সমর্থিত হিজবুল্লার পক্ষে বড় ধাক্কা। এদিকে শনিবার দক্ষিণ লেবাননের গণ্ডি টপকে উত্তর লেবাননেও ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। সেখানকার একাধিক শহরে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। এক সেনা মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ লেবাননে অভিযান শুরু হওয়ার পর হিজবুল্লা জঙ্গিদের অনেকে উত্তরে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে ওই এলাকায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বোমা বর্ষণ করছে বিমানবাহিনী। ওই মুখপাত্রের দাবি, হিজবুল্লার ২ হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে

ইজরায়েল। এর মধ্যে আড়াইশোটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হিজবুল্লার ১২ জন কমান্ডার প্রাণ হারিয়েছেন।

লেবানন সরকার অবশ্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বেসমারিক এলাকায় হামলার অভিযোগ তুলেছে। সেখানকার স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, ইজরায়েলি হামলায় রাজধানী বেইরুটের ৩টি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব হাসপাতালে আহতদের ভিড় উপচে পড়েছে। এদিকে লেবাননে হামলা বন্ধ না করলে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। এর জেরে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর হয়েছে। ইজরায়েল ইরান আক্রমন করলে তারা যে ইজরায়েলের পক্ষে থাকবে আমেরিকার শাসক ও বিরোধী শিবিরের তরফে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইজরায়েল সরকারকে ইরানের তেলের খনিগুলি ধ্বংস না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পালটা হামলা নিয়ে ইজরায়েলিরা এখনও পরিকল্পনা করতে পারেনি। আমার মতে, ইরানের তেলের খনিতে হামলা না চালিয়ে ওদের বিকল্প পথ খোঁজা উচিত।’ প্রেসিডেন্ট ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ইজরায়েলকে ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছেন। বাইডেনকে কটাক্ষ করে ট্রাম্প বলেন, ‘উনি (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) তো ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে হামলা না চালানোর কথা বলেছেন। কিন্তু ওখানেই হামলা চালাতে হবে।’

দিল্লির ডাক্তার খুনে কিশোর সুপারি কিলার

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : দিল্লির নিমা হাসপাতালের ইউনানি চিকিৎসক জাভেদ আখতারকে খুন করতে ‘সুপারি’ দেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত বছর সতেরোর কিশোরকে। খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই কিশোরের মধ্যে একজন জানিয়েছে, তার প্রেমিকার বাবার কথাতেই খুন করা হয়েছে জাভেদকে।

বুধবার মধ্যরাতে দিল্লির জইতপুরে কালিন্দীকুঞ্জ থানা এলাকার নিমা হাসপাতালে নিজের চেম্বারে বসে কাজ করছিলেন জাভেদ। সেই সময় আচমকাই বছর ১৭-র দুই কিশোর ঢুকে পড়ে সেই চেম্বারে। জাভেদকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালিয়ে পালায় তারা।

পুলিশের জেরায় ধৃত যুবক স্বীকার করেছে, হাসপাতালের এক নার্সের স্বামীর কথাতেই জাভেদকে সে গুলি করেছে। ওই নার্সের স্বামীর সন্দেহ ছিল, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল জাভেদের। সন্দেহের বশেই খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

নেপথ্যে কি অবৈধ সম্পর্ক

কিন্তু কেন জাভেদকে খুন করতে রাজি হয় ওই কিশোর? তার স্বীকারোক্তি, ওই নার্সের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে তার। সে কথা জানার পর তাকে ডেকে প্রেমিকার বাবা জানান, জাভেদকে খুন করতে পারলে মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। সেই টোপ গিলেই খুন ডাক্তারকে।

পুলিশের দাবি, নাবালিকার বাবার এটিএম থেকে টাকাও তুলেছিল ওই নাবালক। কিন্তু কেন টাকা তুলেছিল, তা জানা যায়নি। খুন করার পর সমাজমাধ্যমে নাকি ওই কিশোর লেখে, ‘কর দিয়া ২০২৪ মে মার্ডার।’

অনুশীলন শুরুর আগে জগিংয়ে তরুণ ভারতের তিন প্রতিনিধি- ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং ও রবি বিষ্ণোই। গোয়ালিয়রে শনিবার।

মায়াঙ্কের গতিকে অস্ত্র বলছেন অধিনায়ক সূর্য

গোয়ালিয়র, ৫ অক্টোবর : টেস্ট সিরিজের লক্ষ্যপূরণ।

লাল বলের ক্রিকেটে হোয়াইটওয়াশে সম্পন্ন বাংলাদেশ বধ। আগামীকাল প্রতিপক্ষ এক। তবে মঞ্চটা নতুন। লড়াই এবার টি২০ ফরম্যাটে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে পদ্মাপাড়ের টাইগারদের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে সাফল্যের ধারা বজায় রাখার তাগিদ প্রত্যাশিত।

প্রাক সিরিজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিপক্ষ নয়, নিজের দলকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন সূর্য। তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে প্রত্যাশা ঝরে পড়ল অধিনায়কের গলায়। বলেছেন, 'একঝাঁক নতুন ছেলে। এই সিরিজ ওদের জন্য দারুণ মঞ্চ। ইতিমধ্যেই রাজ্য দল, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছে প্রত্যেকেই। নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখার সুবাদে ভারতীয় দলে সুযোগ। তবে নতুন কিছু করার দরকার নেই। রাজ্য দল, ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে যে খেলাটা খেলেছে, সেটাই চালিয়ে যাক।'

ওপেনিংয়েই সঞ্জু

তরুণ ব্রিগেডে নতুন সংযোজন মায়াঙ্ক যাদব। ভারতের জার্সিতে রবিবার অভিষেকও প্রায় নিশ্চিত। সূর্যের মতে, মায়াঙ্কের এক্সপ্রেস গতি দলের অস্ত্র হতে চলেছে। নিঃসন্দেহে দলের এক্স ফ্যাক্টরও। বলেছেন, 'অবশ্যই এক্স ফ্যাক্টর। শুধু মায়াঙ্ক কেন, দলের প্রত্যেকের মধ্যে 'ফ্যাক্টর' হয়ে ওঠার রসদ রয়েছে। মায়াঙ্কের হাতে বাড়তি গতি রয়েছে। তবে ওর বিরুদ্ধে নেটে সেভাবে ব্যাটিং করার সুযোগ হয়নি। ওর বোলিং দেখেছি। চোখের সামনে যখন নতুন কেউ উঠে আসে ভালো লাগে। সফল হওয়ার সমস্ত রসদ রয়েছে মায়াঙ্কের মধ্যে।'

ভারত বনাম বাংলাদেশ

প্রথম টি২০

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান** : গোয়ালিয়র
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ নেটওয়ার্কে

মায়াঙ্ককে নিয়ে কিছুটা সাবধানিও সূর্যকুমার। এক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের ভূমিকার কথা টি২০ অধিনায়কের মুখে। জানান, প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোডের প্রতি বিসিসিআইয়ের বাড়তি নজরও রয়েছে। আর মায়াঙ্কের মতো প্লেয়ারদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। স্বস্তির কথা, মায়াঙ্ক এই মুহূর্তে পুরো ফিট। খেলার জন্য প্রস্তুত। গোয়ালিয়রের বাইশ গজ নিয়ে চাপানউতোর। কারওর মতে, রানে ভরা উইকেট। কারওর মতে ব্যাট-বলের উপভোগ্য লড়াই হবে। সূর্যর পর্যবেক্ষণ, 'জানি না পিচ শেষপর্যন্ত কীরকম আচরণ করবে। বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। মন্থর বা কম বাউন্স, এরকম কিছু দেখে মনে হচ্ছে না।'

সঞ্জু স্যামসনের জন্য আরও একটা প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হতে চলেছে। রবিবাসরীয় দ্বৈরথে সঞ্জু ওপেন করবে, তা পরিষ্কারও করে দিলেন। সূর্যর যুক্তি, সঞ্জু আদপে ওপেনারই। ওপেন করে। ওপেনার হিসেবেই ব্যবহার করা হবে। স্পিন ব্রিগেড নিয়ে ছবিটা যদিও এখনও পরিষ্কার নয়। সূর্যের মতে, দলে একঝাঁক ভালো স্পিনার। স্পিন ব্রিগেডে সুস্থ প্রতিযোগিতা রয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখেই স্পিন কম্বিনেশন ঠিক করা হবে।

গত শ্রীলঙ্কা সফরে পুরোদস্তুর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব। টিম সূর্যের সামনে দাঁড়াতে পারেনি দ্বীপরাষ্ট্র। বাংলাদেশ সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে সূর্য বলেছেন, 'দায়িত্বটা আমি উপভোগ করছি। রোহিতের অধীনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সময়ও নিজের ইনপুটস দিতাম।'

ব্যাটিং অনুশীলনে সূর্যকুমার যাদব।

সূর্যের তরুণ ভারত বনাম শান্তর অভিজ্ঞ বাংলাদেশ

আজ প্রথম টি২০, অভিষেকের সম্ভাবনা মায়াঙ্কের

গোয়ালিয়র, ৫ অক্টোবর : ভাবনা, পরিকল্পনা সবই লাল বলকে কেন্দ্র করে। যার নেপথ্যে বছর শেষের মিশন অস্ট্রেলিয়া। তার মাঝে আচমকাই সাদা বলের টি২০!

আর সেই টি২০ ম্যাচে আগামীকাল গোয়ালিয়রের মাধব রাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত বনাম বাংলাদেশ। ১৪ বছর পর গোয়ালিয়রে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হচ্ছে। ফলে সেখানে উৎসাহ, উন্মাদনার শেষ নেই। সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের বনধের হুমকির জেরে পুরো গোয়ালিয়র শহরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

গোয়ালিয়র শহরের নিরাপত্তা নিয়ে সূর্যকুমার যাদবের তরুণ টিম ইন্ডিয়া ও নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশের কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং পরিস্থিতির বিচারে এই প্রথম অভিজ্ঞতার বিচারে টিম ইন্ডিয়ার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। লিটন দাস, শান্ত, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিমরা তারুণ্যে ভরপুর সূর্যের ভারতের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি অভিজ্ঞ। কিন্তু সবসময় কি আর অভিজ্ঞতাই শেষ কথা বলে? প্রশ্নের জবাবে বিতর্ক চলতেই পারে।

দিন কয়েক আগে বাংলাদেশকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে টিম ইন্ডিয়া। ১৬ অক্টোবর থেকে ঘরের মাঠে শুরু হতে চলেছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। তার আগে আচমকাই টিম ইন্ডিয়া সাদা বলের সিরিজে। যেখানে সূর্যের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নতুন ভারতকে আগামীকাল দেখা যাবে। জোরে বোলার মায়াঙ্ক যাদবের আন্তর্জাতিক অভিষেকের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দৌড়ে রয়েছেন হর্ষিত রানাও। ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে অভিষেক শর্মা। তিন নম্বরে অধিনায়ক সূর্য। অলরাউন্ডার হিসেবে দলে রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও ওয়াশিংটন সুন্দর। চোটের জন্য আরেক অলরাউন্ডার শিবম দুবে অবশ্য পিঠের চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর বদলে স্কোয়াডে এসেছেন তিলক ভার্মা। এমন অনভিজ্ঞ দল নিয়ে টিম ইন্ডিয়া শেষ কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমেছে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। যদিও রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজারা কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পর অবসর নেওয়ায় টি২০ ক্রিকেটে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সেই শূন্যতা সূর্যের তরুণ ব্রিগেড কতটা ভরাট করতে পারে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা বাংলাদেশ সিরিজে তার ইঙ্গিত মেলার সম্ভাবনা প্রবল।

গোয়ালিয়রে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল ২০১০ সালে। যেখানে শচীন তেন্ডুলকার তাঁর ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম দ্বিশতরান করেছিলেন। সেই মাঠের বর্তমান পিচের চরিত্র কেমন, কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে পিচ কেমন আচরণ করতে পারে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পিচ নিয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের উপর আস্থার কথাও শুনিয়েছেন। সাকিব আল হাসান টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বাকিরা কীভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান, সেদিকে তাকিয়ে ওপার বাংলার ক্রিকেট। শান্তর কথায়, 'আমরা একটা নতুন শুরু চাইছি।' টেস্ট সিরিজে জঘন্য হারের পর বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন শুরু বলতে তিনি ঠিক কী ইঙ্গিত করেছেন, স্পষ্ট নয়। তুলনায় সূর্যের ভারতের জন্য অনেক বেশি নতুন শুরুর পরিস্থিতি রয়েছে।

একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার দলে। যাঁদের আগামীর তারকা বলে মনে করা হচ্ছে। সেই দলকে অধিনায়ক সূর্য কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তার উপর তরুণ টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রয়েছে। আর সেই দলের অন্দরে 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে রয়েছেন হার্দিকও। কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবলভাবে হার্দিককে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নিয়ে যেতে চাইছেন। তার আগে সাদা বলের ক্রিকেটে হার্দিকের ফিটনেসের মান যাচাইয়ের কাজটাও হয়তো হয়ে যাবে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা সিরিজেই। শুধু তাই নয়, টেস্ট ক্রিকেটের জোশের মধ্যে কীভাবে সূর্যের তরুণ ব্রিগেড নিজেদের মেলে ধরে, সেদিকেও বাড়তি নজর থাকবে ক্রিকেটমহলের।

ওয়ার্ম আপের মাঝেই কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে পরিকল্পনা সেরে নিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব।

কোচ পার্থর পরামর্শ নিয়ে উত্তরপ্রদেশ যাচ্ছেন ঋষভ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর : কলকাতার ময়দানে পেস বোলার হিসেবে সুনাম রয়েছে জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেকের। এরিয়ান্সের হয়ে শুরুর পর কলকাতায় সুপার ডিভিশনে এখন তাঁর ক্লাব তপন মেমোরিয়াল। কিন্তু সেটাই যে তাঁকে বাংলার রনজি ট্রফির স্কোয়াডে জায়গা এনে দেবে তাঁর চেওড়াপাড়ার প্রতিবেশীরাও ধারণা করতে পারেননি। শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ তাঁর ছবি দেওয়া প্রতিবেদন পড়ে পাড়ায় আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছে।

ঋষভের হাত ধরে জলপাইগুড়ির একরকম শাপমুক্তি ঘটল। ২০ বছর আগে ডাঙাপাড়ার সুদীপ চন্দ রনজি খেলেছিলেন। তারপর ঋষভ। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকতে চান না। প্রত্যাশার চাপ সামলে তাঁর ঘোষণা, 'রাজ্য দলে স্থান পাওয়ায় আমার দায়বদ্ধতা আরও বেড়ে গেল। ভালো ফল করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখব না। পার্থ (মণ্ডল) স্যারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার লক্ষ্য ছিল রনজি দলে সুযোগ পাওয়া। সেটা পূরণ হয়েছে। এখন মাঠে আমাকে প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা।'

বাংলার রনজি দলে সুযোগ পাওয়া ঋষভ বিবেককে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে তাঁর গোটা পরিবার।

প্রথম রনজি ম্যাচ খেলতে ঋষভ উত্তরপ্রদেশ রওনা হওয়ার আগে ছোটবেলার কোচের পরামর্শ নিয়েছেন। পার্থ সেই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'সপ্তম শ্রেণিত পড়ার সময় থেকে ও আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শুরুতেই ওর প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলাম। তাই সবসময় ওকে নজরে রেখেছি। জলপাইগুড়ি শহরে ক্রিকেট মাঠের অভাব রয়েছে তার মধ্যেই ও লড়ে গিয়েছে।' ঋষভের বাবা সুনীলকুমার উপাধ্যায় বিহারের বাসিন্দা হলেও ২০১৬ সালে রানিনগর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর জলপাইগুড়িতেই রয়ে গিয়েছেন। ছোট্ট কাপড়ের দোকানের রোজগারের ওপর নির্ভর করেও ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর স্বপ্ন দেখা সুনীলের স্ত্রী ববিতার প্রতি নির্দেশ ছিল, ঋষভের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রাখার। এদিন রনজি স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার খবরে ঋষভের মা-দিদি আনন্দে নৃত্য করলেও সুনীল নতুন লক্ষ্যে ঋষভকে ফোকাস করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঋষভকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল তাঁর পরিবারকে আশ্বাস দিয়েছেন সবরকম সহযোগিতার। একইসঙ্গে তাঁর প্রার্থনা, ঋষভ বাংলা তথা জলপাইগুড়ি জেলার মুখ উজ্জ্বল করুক।

২৭ বছর পর ইরানি জয় মুম্বইয়ের

মুম্বই-৫৩৭ ও ৩২৯/৮
অবশিষ্ট একাদশ-৪১৬

লখনউ, ৫ অক্টোবর : দীর্ঘ ২৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান।

১৯৯৭-'৯৮ সালের পর ফের ইরানি ট্রফি জিতল মুম্বই। উত্তেজক দ্বৈরথে সেদিন অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশকে হারিয়েছিল সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মুম্বই। প্রায় তিন দশকের লম্বা প্রতীক্ষা শেষে এদিন ১৬তম ইরানি খেতাব। অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে (মুম্বই ৫৩৭, অবশিষ্ট একাদশ ৪১৬) এগিয়ে থাকার সুবাদে জয়ী মুম্বই।

নতুন ইতিহাস স্পর্শ করে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে বলেছেন, '২৭ বছর পর ইরানি জয়। দুর্দান্ত অনুভূতি। লাল মাটির পিচ। আমরা ওয়াংখেড়েতেও লাল মাটির পিচে খেলে অভ্যস্ত। উইকেট কীরকম আচরণ করবে, সেই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিলই। আলাদা করে তনুশ কোটিয়ানের কথা বলব। গত মরশুমে ভালো খেলেছে। এই ম্যাচেও দুর্দান্ত।'

দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের পর তনুশ কোটিয়ান। শনিবার।

তনুশের অপরাজিত ১১৪ এদিন অবশিষ্ট একাদশের জয়ের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয়। অথচ দিনের শুরুতে দুই দলের সামনেই সুযোগ ছিল। ১৫৩/৬ স্কোর থেকে শুরু করে একসময় ১৭১/৮ হয়ে যায় মুম্বই। সরফরাজ খান (৯) ও শার্দূল ঠাকুরকে (২) পরপর ফেরান সারাংশ জৈন (১২১/৬)। লিড তখন ২৯২।

এখান থেকে অবিচ্ছিন্ন নবম উইকেটে মোহিত অবস্থিকে (অপরাজিত ৫১) নিয়ে ১৫৮ রান যোগ করেন তনুশ। প্রথম ইনিংসেও ৬৪ রান করেছিলেন। এদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্বিতীয় শতরান। মুম্বই ৩২৯/৮ স্কোরে ইনিংসে ইতি টেনে দেয়। কিন্তু ম্যাচের ভাগ্য ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে যায়। জয়ের ক্ষীণ সম্ভাবনা না থাকায় দ্বিতীয় ইনিংসে নামার প্রয়োজন মনে করেনি অবশিষ্ট একাদশ। নিট ফল, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে জয়ী মুম্বই।

প্রথম ইনিংসে সরফরাজ খানের ২২২ রানের সুবাদে ৫৩৭ রান তোলে মুম্বই। জবাবে অভিমন্যু ঈশ্বরণের ১৯১-র হাত ধরে ৪১৬ করে অবশিষ্ট একাদশ। নির্ণায়ক ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা সরফরাজ। সেরার পুরস্কার হাতে সরফরাজ বলেছেন, 'পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে ইরানিতে নেমেছিলাম। বাবার সঙ্গে নেটে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি। বিভিন্ন পরিস্থিতি, পিচে খেলার অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে। সাফল্যটা দলের প্রত্যেকের।'

অবশিষ্ট একাদশের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও কৃতিত্ব দিলেন সরফরাজ, তনুশকে। বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে শার্দূল-সরফরাজের জুটি ম্যাচকে নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যায়। তবে হারলেও ঈশ্বরণ খুব প্রশংসনীয় প্রয়াস চালিয়েছিল। ধ্রুব জুরেলও ভালো ব্যাট করে। দ্বিতীয় ইনিংসেও সারাংশ বোলিংয়ে নজর কাড়ল।'

রাইট টু ম্যাচ কার্ড

বোর্ডকে চিঠি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের

গোয়ালিয়র, ৫ অক্টোবর : আইপিএল নিলাম সংক্রান্ত নিয়ম জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আর সেই নিয়ম নিয়েই ধুন্ধুমার বেধেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, রাইট টু ম্যাচ কার্ড বা আরটিআই নিয়ে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজির আপত্তি রয়েছে। যা নিয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে চিঠিও পৌঁছে গিয়েছে।

মোট ছয়জন ক্রিকেটারকে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি রিটেইন করতে পারে। এমন নিয়ম নিয়ে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির আপত্তির কথা শোনা যায়নি। কিন্তু রাইট টু ম্যাচ কার্ড নিয়ে রয়েছে আপত্তি। ঘটনাটা কী? জানা গিয়েছে, রাইট টু ম্যাচ কার্ড প্রয়োগের আগে যে দল সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের জন্য সর্বোচ্চ দর হাঁকবে, তাদের ফের দর বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে। বোর্ডের এই নিয়ম নিয়েই আপত্তি রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে কোনও ক্রিকেটার তাঁর প্রয়োজন বা চাহিদার চেয়ে বেশি দর পেয়ে যেতে পারেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এমন আপত্তির চিঠির বাউন্সার বিসিসিআই কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার।

আঙ্কোলার মায়ের গলাকাটা দেহ

পুনে, ৫ অক্টোবর : প্রাক্তন ক্রিকেটার সলিল আঙ্কোলার মায়ের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হল পুনের ডেকান জিমখানায় নিজের ফ্ল্যাট থেকে। ৭৭ বছরের মালা অশোক আঙ্কোলার গলাকাটা দেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যা করেছেন আঙ্কোলা-জননী। পেস বোলার হিসেবে মুম্বই তথা ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেন সলিল আঙ্কোলা।

মালা আঙ্কোলাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের তরফে প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কেস দায়ের করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার সন্দীপ সিং গিল বলেছেন, 'শুক্রবার কাজের মহিলা ফ্ল্যাটে এসে মৃত অবস্থায় দেখেন সলিল আঙ্কোলার মাকে। আত্মীয়দের ফোন করে তিনিই বিষয়টি জানান। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা মনে হচ্ছে। তবে আমরা সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখছি।'

কলকাতায় একটি পুজো উদ্বোধনে বাঙালি সাজে মনু ভাকের। শনিবার।

কলকাতায় এসে আপ্লুত মনু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : প্রথমবার কলকাতায় এসে উচ্ছ্বসিত অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার ভাকের। শনিবার বিকালে কলকাতায় পা রাখেন তিনি। বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনে আসেন মনু। কলকাতার উৎসবের জৌলুসে মুগ্ধ এই শুটার বলেছেন, 'কলকাতায় না আসেল এক বিরল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকতাম। এই প্রথমবার আমি দুর্গাপুজা চাক্ষুস করছি।' ভাকেরকে সামনে স্বাভাবিকভাবেই অলিম্পিকের প্রসঙ্গ উঠে আসে। অলিম্পিক নিয়ে এই পদকজয়ী শুটার বলেছেন, 'ওই স্মৃতি ভোলার নয়। পরের অলিম্পিকেও দেশকে সাফল্য এনে দিতে চাই।' নিজের সাফল্যের রহস্য ব্যাখা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নগুলোও আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। তাই পথভ্রষ্ট না হয়ে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।'

রানআউট বিতর্কে ক্ষুব্ধ ভারতীয় শিবির

পাক ম্যাচে জেমিমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই

দুবাই, ৫ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৮ রানের হার দিয়ে মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে ভারত। কিন্তু ফলাফলকে ছাপিয়ে নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কেরের রানআউট বিতর্ক শিরোনামে চলে এসেছে। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। তবে রানআউট বিতর্ক ও কিউয়িদের বিরুদ্ধে জঘন্য হার ভুলে সামনে তাকাতে চাইছেন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা জেমিমা রডরিগেজ।

রাত পেরোলেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। এশিয়া চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শুরুটা ভালো করেছে পাকিস্তান। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েই বিশ্বকাপের আসরে ঘুরে দাঁড়ানোর ভাবনায় জেমিমা। বলেছেন, 'কিউয়িদের বিরুদ্ধে হার আমাদের ভুলে যেতে হবে। কারণ এটা বিশ্বকাপ। তাই একটা হারে আটকে থাকলে চলবে না। এখন আমাদের কাছে প্রতিটা ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে চাই। আপাতত লক্ষ্য রবিবারের পাকিস্তান দ্বৈরথ। প্রক্রিয়া সঠিক রেখে সেরা ক্রিকেট খেললে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। সামনে তাকানোই আমাদের কাছে সেরা বিকল্প। কারণ একটা হারে প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যায়নি।'

মহিলাদের টি২০-র আসরে গত ১৫টি ভারত-পাক লড়াইয়ে ১২ বার টিম ইন্ডিয়া শেষ হাসি হেসেছে। কুড়ির বিশ্বকাপের মঞ্চের পরিসংখ্যানও চাপে থাকা হরমনপ্রীত ব্রিগেডকে স্বস্তি দেবে। যেখানে ৭ ম্যাচে পাঁচটি জয় রয়েছে ভারতের। ফলে সুপার সানডে-তে পরিসংখ্যান হরমনপ্রীতদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

শুক্রবার কিউয়িদের ১৬০ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চিত্রটা বদলাবে- আশায় অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যাটিং ভালো হয়নি। কিন্তু দলের ব্যাটাররা এরচেয়ে অনেক ভালো পারফর্ম করার ক্ষমতা রাখে। আশা করি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ঝলক আমরা দেখতে পাব। হেরে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের শুরুটা আমরা করতে চাইনি। আমাদের সামনে এগোতে হবে।'

উইমেন ইন ব্লু-র সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা আবার ভারত-পাক দ্বৈরথের আবেগের দিকটা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আমার মতে, ভারত-পাক লড়াইয়ে সমর্থকদের আবেগ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। এমন নয় যে, ক্রিকেটাররা এই বিষয় নিয়ে কথা বলে না। ক্রিকেটারদের মধ্যেও ভীষণরকম আবেগ কাজ করে। যার জন্যই এই দ্বৈরথ আলাদা মাত্রায় পৌঁছায় বারবার।'

রানআউট বাতিল নিয়ে ফিল্ড আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

মেগা লড়াইয়ে হরমনপ্রীতের ব্যাটিং, বোলিং ব্রিগেড রং ছড়াতে পারে কি না, তারজন্য আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কেরকে আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় ক্ষোভ যাচ্ছে না ভারতীয় শিবিরের। ঘটনার পরই মাঠের আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। ম্যাচ শেষে জেমিমা বলেছেন, 'আম্পায়ার যখন ওভার ঘোষণা করে দীপ্তিকে (শর্মা) টুপি দিয়েছিল, তখন আমি সামনে ছিলাম না। কিন্তু নিউজিল্যান্ড দুই রান নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। তাই আমরা রানআউট করেছি। তাছাড়া আউট জেনে অ্যামেলিয়া নিজেও ড্রেসিংরুমে চলে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় ওকে নটআউট ঘোষণা করা দৃষ্টিকটু।'

বিতর্কিত রানআউট দেখে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'দ্বিতীয় রান নেওয়ার আগেই ওভার ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে দোষ কার?' যদিও পোস্টটি পরে মুছে দেন অশ্বীন।

খেলায় আজ

২০১৮ : রাজকোটে কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে টেস্ট অভিষেকে শতরান করলেন পৃথ্বী শ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত এই টেস্টে এক ইনিংস ও ২৭২ রানে জয় পায়।

সেরা অফবিট খবর

রিঙ্কুর ট্যাটুতে রহস্য

সম্প্রতি রিঙ্কু সিং হাতে গডস প্ল্যান ট্যাটু করিয়েছিলেন। সেখানে আঁকা পাঁচটি গোল দেখে অনেকেই আঁচ করিয়েছিলেন এর মাধ্যমে ২০২২ আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচের শেষ ওভারে যশ দয়ালকে মারা চার ছক্কার কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম ম্যাচের আগে রিঙ্কু ট্যাটুর আরও রহস্যের কথা ফাঁস করেছেন, ‘জোড়া ছয় কভারের ওপর দিয়ে মেরেছিলাম। দুটো ছিল সামনে, আর একটা মেরেছিলাম লেগ সাইডে। ট্যাটুতে সেটা আঁকা হয়েছে।’

ভাইরাল

গগলস সেলিব্রেশন

আর্সেনালের সমর্থক আশা শোভানা। সেই দলেরই ফুটবলার লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড গোল করার পর গগলস সেলিব্রেশন করে থাকেন। শুক্রবার টি২০ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জর্জিয়া প্লিমারকে আউট করে গগলস সেলিব্রেশন করেছেন।

ইনস্টা সেরা

শুক্রবার এনবিএ আবু ধাবি গেমসে বোস্টন সেলটিকস ও ডেনভার নাগেটসের খেলা দেখতে স্ত্রী রীতিকাকে নিয়ে গিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ইকের ক্যাসিয়াসের। সেখানেই দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন।

স্পোর্টস কুইজ

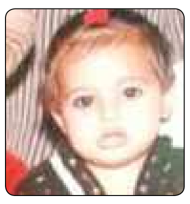

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে এক মরশুমে সর্বাধিক গোল কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হ্যারি কেন, ২. জাঁ ফতে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, সবুজ উপাধ্যায়, স্বর্ণদীপ ভৌমিক, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত।

বিতর্কে সঞ্জয়

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : আলটপকা মন্তব্য করে ফের বিতর্কে সঞ্জয় মঞ্জরেকার। মহিলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ধারাভাষ্যের মাঝে উত্তর ভারতের ক্রিকেটারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বিপত্তি। মঞ্জরেকার জানান, উত্তর ভারতের খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁর আগ্রহ নেই। মঞ্জরেকারের মন্তব্য সামনে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে তোপের মুখে। অবিলম্বে ছাঁটাই করার দাবিও তোলা হয়। উত্তর ভারতের ক্রিকেটারদের প্রতি যে মন্তব্যকে অনেকে বর্ণবিদ্বেষী বলেও ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় মহিলা দলের ফিল্ডিং কোচ মুনীশ বালির উদ্দেশ্যে মঞ্জরেকার বলেন, ‘মুনীশকে চিনতে পারিনি। আসলে উত্তরের প্লেয়ারদের নিয়ে আমার সেভাবে আগ্রহ নেই।’

সমর্থকদের শারদীয়ার উপহার দিল বাগান

গত তিন ম্যাচের ধারেকাছে নেই মহমেডান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩ (ম্যাকলারেন, শুভাশিস, স্টুয়ার্ট)

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় কলকাতা জুড়ে আকাশ ভাঙ্গা অঝোর ধারায় সবুজ-মেরুন জনতার এতদিনের যাবতীয় গ্লানি যেন ধুইয়ে দিলেন মা দুগ্গা।

যে মোহনবাগানকে এতদিন দেখতে চেয়েছিলেন সমর্থকরা এদিন মরশুমের প্রথম ডার্বির দিন, সেটাই যেন বার করে নিয়ে এল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। শুধুমাত্র একজন ফুটবলারের অন্তর্ভুক্তিতেই যেন বদলে গেলেন মনবীর সিং-লিস্টন কোলাসোরা। তিনি জেমি ম্যাকলারেন। প্রথম দুই ম্যাচে তাঁকে পরে নামালেও বিশেষকিছু করতে পারেননি। কিন্তু মাঝে কিছুটা সময়ে দলের সঙ্গে সড়গড় হতেই এদিন শুরু থেকে তাঁকে নামিয়ে দিতেই নিজের জাত চেনালেন এই অজি স্ট্রাইকার। তিনি কেন ‘এ’ লিগের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা বোঝাতে সময় নিলেন না। মাত্র ৮ মিনিটে তাঁর গোল। তাঁর আগেই অবশ্য প্রথম টাচটাই ছিল লাখ টাকার। গোলটা হল দলগত তালমিলে। লিস্টনের কর্নার থেকে ম্যাকলারেনের হেডে গোল। মাঝে গ্রেগ স্টুয়ার্ট হেড করে নামিয়ে দেন। এদিনের সেরা ফুটবলার এই স্কটিশই। বা আরও বিশদে বললে এটাই বলতে হয়, গত দুই-তিন মরশুমের সেরা স্কাউটিং সম্ভবত স্টুয়ার্টই।

২২ মিনিটে আবারও ম্যাকলারেনের একটা দূরন্ত থ্রু থেকে লিস্টন বা মনবীর সিং কেউ একজন গোল করতে পারতেন। কিন্তু লিস্টনের দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বল পাঠানো শটটা মনবীর অনুসরন করলেই হয়ত গোল পেয়ে যেতেন। তবে তার জন্য আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ৩১ ও ৩৬ মিনিটে পরপর দুই গোল করে এদিন প্রথমবার খেলাটা ওখানেই শেষ করে দেয় মোহনবাগান। প্রথমটায় স্টুয়ার্ট ফ্রি-কিক থেকে শুভাশিস বসুর হেডে ২-০। পাঁচ মিনিটের পর শুভাশিসের থেকে পাওয়া বল একাই কাটিয়ে নিয়ে গিয়ে দূর্দান্ত গোল স্টুয়ার্টের। প্রথমার্ধেই অন্তত গোটা পাঁচেক গোল করতে পারত মোহনবাগানের। এদিন দলে একাধিক পরিবর্তন করেন মোলিনা। গত দুই মরশুমের সেরা দিমিত্রি পেত্রাতোস ও গতবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা জেসন কামিন্সের সঙ্গে অভিষেক সূর্যবংশী ও দীপেন্দু বিশ্বাসকেও রাখা হয়নি প্রথম একাদশে। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপাকে ব্লকার হিসাবে না নামিয়ে স্টুয়ার্টকে সাহায্য করতে নামানোয় ঝাঁঝ বাড়ে আক্রমনে।

আর এতেই আটকে যায় মহমেডান। ঘটনা হল, আন্দ্রে চেরনিশভের গোটা দলটা দাঁড়িয়ে আছে মাঝমাঠে অ্যালেক্সিজ গোমেজের উপর। এদিন তাঁকে বল ধরতে না দেওয়াই ছিল মোলিনার পরিকল্পনা। আর তাতেই আটকে গেল সাদা-কালো শিবির। ফ্রাঙ্কা মাঠে ছিলেন কিনা বোঝা যায়নি। ডিফেন্সেও জোসেফ আদজেই এদিন মারপিটে যত বেশি ব্যস্ত ছিলেন খেলায় নয়। বরং তাঁকে এবং অ্যালেক্সিজকে লাল কার্ড না দেখিয়ে দয়া করেছেন রেফারি আর বেঙ্কটেশ। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাকলারেন-লিস্টন-মনবীররা বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট না করলে এদিন হয়ত আরও লজ্জা নিয়ে ফিরতে হত মহমেডানকে।গত তিন ম্যাচে খেলার ধারেকাছেও ছিল না এদিন চেরনিশভের দল। ম্যাচের শেষদিকে, মোহনবাগান আর গোল বাড়ানোর জন্য বাড়তি চেষ্টা না করায় মহমেডান বিচ্ছিন্নভাবে দু-একবার সবুজ-মেরুন গোলমুখে পৌঁছে গেলেও গোল হয়নি। শেষদিকে নেমে আশিক কুরনিয়নও একবার গোলমুখে পৌঁছে গেছিলেন। তাঁর শট বাঁচান পদম ছেত্রী।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দেওয়ার পর জেমি ম্যাকলারেন।

এদিনের হারের ফলে মহমেডান চার ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দশে নেমে গেল। সেখানে মোহনবাগান সাত পয়েন্টে উঠে এল চার নম্বরে। ১৯ অক্টোবরের আসল ডার্বির আশা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মনে দারুনভাবে জিইয়ে রাখার পাশাপাশি ম্যাকলারেনদের এটাই সমর্থদের জন্য পুজো উপহার।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, টম, অ্যালবার্তো, শুভাশিস, মনবীর (সুহেল), থাপা (টাংরি), আপুইয়া, লিস্টন, স্টুয়ার্ট (আশিক) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রি)।

মহমেডান ঃ পদম, জুডিকা (সামাদ), বোরা, আদজেই, জোডিংলিয়ানা, মাকান (বিকাশ), অমরজিৎ (লালরিনফেলা), কাশিমভ (আঙ্গুসানা), অ্যালেক্সিজ রেমসাঙ্গা ও ফ্রাঙ্কা (মানজোকি)।

টানা চার ম্যাচ হেরে আরও অন্ধকারে লাল-হলুদ

বিনোর হাতেও বদলাল না ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য

সায়ন ঘোষ

ইস্টবেঙ্গল-০

জামশেদপুর এফসি-২ (তাচিকাওয়া, নুঙ্গা আত্মঘাতী)

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : হেরেই চলেছে ইস্টবেঙ্গল। স্প্যানিশ কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতের বিদায়ের পরেও চিত্রটা বদলায়নি। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র কাছে ২-০ গোলে হারলেন ক্লেইটন সিলভারা। শুধু তফাতটা হল শেষ ম্যাচটা অত্যন্ত খারাপ খেলে হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল, এদিন ভালো খেলে হারতে হল তাদের। টানা চার ম্যাচ হেরে একরাশ অন্ধকারে নিমজ্জিত লাল-হলুদ শিবির। অথচ সমর্থকরা আশা করেছিলেন, অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জের অধীনে জামশেদপুর ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াবে দল। কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে যে গোল করতে হয়, সেটাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। গোটা ম্যাচজুড়ে অগুনতি গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন তাঁরা। ফলে চার ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরেও আইএসএলে পয়েন্টের খাতা খুলতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল।

অথচ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠে ফরাসি মিডিও মাদিহ তালালের শৈল্পিক ফুটবলে বারংবার গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল তারা। পর্যাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে প্রথমার্ধেই অন্তত পাঁচটি গোল পেতে পারত বিনো জর্জের ছেলেরা। কিন্তু ক্লেইটন, নন্দকুমার শেখররা সহজ সুযোগগুলি হেলায় হারালেন। ক্লেইটন তো হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। বিশেষ করে ৩৬ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের পাস থেকে সবচেয়ে সহজ সুযোগটি নষ্ট করেন তিনি। বাদ যাননি নন্দকুমারও। ৪৪ মিনিটে তালালের থ্রু পাস থেকে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমসের গায়ে মারেন তিনি। বরং ২১ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল পেয়ে যায় জামশেদপুর। দ্রুতগতিতে আক্রমণে উঠে আসা সানানকে ব্লক করেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে। সেখান থেকে ফিরতি বলে বক্সের বাইরে থেকে বিশ্বমানের গোল করেন রেই তাচিকাওয়া।

দ্বিতীয়ার্ধেও গোলশোধের জন্য আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে লাল-হলুদ। তবে প্রথমার্ধের মতো সুযোগ নষ্টের বহর ছিল অব্যাহত। ক্লেইটন আর কবে গোল করবেন? যেভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করলেন, তাতে তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক সুযোগ হারালেন তিনি। অবশ্য ক্লেইটনকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। তালাল, নন্দরাও সমানতালে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। তাছাড়া ভাগ্যও যেন সঙ্গ দেয়নি ইস্টবেঙ্গলের। গোটা দুয়েক শট বারে লেগে ফিরে আসে।

৬৪ মিনিটে ক্লেইটনকে বক্সে ফাউল করেন জাভি হার্নান্ডেজ। সংগত কারণে রেফারি জামাল মহম্মদ পেনাল্টি দেন। কিন্তু পেনাল্টি মারতে এসে সরাসরি গোলরক্ষকের হাতেই বল জমা দিলেন সাউল ক্রেসপো। উলটোদিকে ৭০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় জামশেদপুর। মিডিও ইমরান খানের শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের গোলে বল ঢুকিয়ে দিলেন লালচুংনুঙ্গা। ম্যাচের শেষলগ্নে যখন বিনো গোলের জন্য ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে নামালেন তখন রক্ষণে লোক বাড়িয়ে গোলমুখ বন্ধ করে দিয়েছেন খালিদ জামিল।

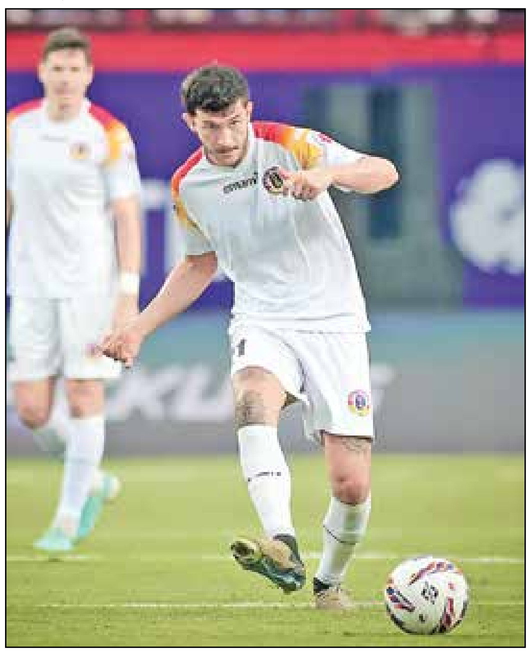

পেনাল্টি থেকেও গোল করতে পারলেন না সাউল ক্রেসপো।

এদিন বহু সমর্থক জামশেদপুর এসেছিলেন প্রিয় দলের খেলা দেখতে। কিন্তু ক্লেইটনদের এহেন পারফরমেন্স দেখে তাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, আর কবে জিতবে লাল-হলুদ? উৎসবের মরশুমে ইস্পাতনগরী থেকে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরছেন।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, লালচুংনুঙ্গা (ডেভিড),আনোয়ার, ইউস্তে, প্রভাত, তালাল, ক্রেসপো, সৌভিক, নন্দকুমার (আমন), মহেশ (বিষ্ণু) ও ক্লেইটন।

বৃষ্টিতে ভাসল ডার্বির উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : বিকেল থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি। পুজোর আগে ভাসল শহর কলকাতা। সেই বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল আইএসএলের প্রথম ডার্বির মেজাজও।

দীর্ঘদিন পর সিনিয়ার পর্যায়ে মুখোমুখি হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আইএসএলের ইতিহাসে প্রথমবার। বড় ম্যাচ হল বড় ম্যাচের মতোই। আশা করা হয়েছিল ভরে যাবে যুবভারতীর গ্যালারি। তবে তা হল কই। ম্যাচ যখন শুরু হয় খাঁখাঁ করছে গ্যালারি। বৃষ্টিতে কলকাতার রাজপথে যানজট। পথেই আটকে রইলেন দুই দলের বহু সমর্থক। ছাতা নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশের অনুমতি নেই। মেট্রো স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় একঝাঁক সবুজ-মেরুন ও সাদা-কালো সমর্থককে। ম্যাচ শুরুর পর বহু সমর্থক মাঠে ঢুকলেন বটে। তাতে গ্যালারি খানিকটা ভরলেও ৬২ হাজারি গ্যালারির কোনও ব্লকই পুরোপুরি ভরল না।

বড় ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামের বাইরে সমর্থকদের সেই চেনা উন্মাদনাও উধাও। চোখে পড়ল না দল বেঁধে প্রিয় দলের সমর্থনে স্লোগানও। বৃষ্টিতে মন্দার বাজার পতাকা, জার্সি বিক্রেতাদের। তাঁদের বিকিকিনি কার্যত হল না বললেই চলে। তাই মন খারাপ ওদেরও। ওরা তো এই দিনগুলোর অপেক্ষাতেই থাকেন। বৃষ্টির মধ্যে কেউ আশ্রয় নিলেন মেট্রো স্টেশনের নীচে। কেউ মালপত্র বাঁচাতে জিনিসপত্র গুটিয়ে ব্যবসায় ঝাঁপ ফেললেন।

স্বার্থের সংঘাতে হিরওয়ানি-প্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : অথই জলে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভিশন ২০২৫’। গত জুনে প্রো টি২০ লিগের সময় বন্ধ থাকা ‘ভিশন’ প্রকল্প নতুন করে চালু করেছিল সিএবি। পেস এবং স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয় যথাক্রমে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ও নরেন্দ্র হিরওয়ানিকে। কিন্তু সম্প্রতি দুইজনেই ভিনরাজ্যের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। হায়দরাবাদের ‘ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অপারেশন’ হয়েছেন প্রসাদ। অপরদিকে হিরওয়ানি ওডিশা ক্রিকেট দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে। পৃথক দুই রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার ফলে প্রসাদরা স্বার্থের সংঘাতে পড়বেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস। রাতের দিকে যোগাযোগ করা হলে পালটা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, ‘বিষয়টি (প্রসাদ, হিরওয়ানির অন্য রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়া) জানা নেই। আর তাই যদি হয়, মধ্যপ্রদেশ এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং একসঙ্গে কীভাবে করছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।’ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই হিরওয়ানি, প্রসাদরাও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। দুইজনের বক্তব্য, ‘এই বিষয়ে যা বলার সিএবি-ই বলবে। আমাদের কিছু বলার নেই।’

অন্ধকারে সিএবি!

হকি ইন্ডিয়া লিগের উদ্বোধনে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। শনিবার।

৭ বছর পর ফিরছে হকি ইন্ডিয়া লিগ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : ৭ বছর পর আবার ফিরছে হকি ইন্ডিয়া লিগ। নতুন খেলোয়াড় তুলে আনার পিছনে এই লিগের অবদান থাকলেও তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নানান কারণে। সেই টুর্নামেন্টকেই নতুন আঙ্গিকে ফেরানো হচ্ছে। লিগে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশকে।

প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পরই অবসর ঘোষণা করেন শ্রীজেশ। এবারের হকি ইন্ডিয়া লিগে দিল্লি এসজি পাইপার্সের ডিরেক্টর ও মেন্টরের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। নতুন লক্ষ্য প্রসঙ্গে শ্রীজেশ বলেছেন, ‘হকি ইন্ডিয়া লিগে আমি আরও দুই-একটা মরশুম খেলতে চেয়েছিলাম। আবার শেষটা করতে চেয়েছিলাম ভালো জায়গায় থেকে। সেদিক থেকে প্যারিস অলিম্পিকের থেকে ভালো মঞ্চ ছিল না।’ নতুন ইনিংস শুরুর অপেক্ষায় তিনি যে মুখিয়ে আছেন তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। বলেছেন, ‘আমার মনে হয় হকি ইন্ডিয়া লিগ এই মুহূর্তে আমার জন্য সঠিক মঞ্চ। নতুন চ্যালেঞ্জ আমার কাছে। নতুন ভূমিকায় নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ।’

নয়া ভূমিকায় শ্রীজেশ

৭ বছর আগে হকি ইন্ডিয়া লিগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের থেকে উইন্ডো না পাওয়া। এবার সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আগামী দশ বছরের জন্য লিগের অনুমোদন দিয়েছে এফআইএইচ। একইসঙ্গে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে বলে হকি ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে বলেছেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই লিগ ফিরিয়ে আনা স্বপ্ন ছিল। অবশেষে সফল হলাম। জাতীয় দলের জন্য খেলোয়াড় তুলে আনবে হকি ইন্ডিয়া লিগ। খেলাধুলোর জগতে ইতিহাস তৈরি করবে।’

এবারের হকি ইন্ডিয়া লিগে পুরুষ বিভাগে আটটি দল এবং মহিলাদের ছয়টি দল থাকছে। ছেলেদের খেলাগুলি হবে রৌরকেলায় এবং মেয়েদের রাঁচিতে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি চলবে প্রতিযোগিতা। ১৩-১৫ অক্টোবর লিগের নিলাম হবে। লিগে থাকছে কলকাতার দলও।

---

২২ বছর পর ইতালি দলে ফের মালদিনি

রোম, ৫ অক্টোবর : ২২ বছর পর আবার ইতালির বিখ্যাত নীল জার্সিতে দেখা যাবে মালদিনি নাম। পাওলো মালদিনির ছেলে ড্যানিয়েল মালদিনি প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেলেন। পাওলো শেষবার ইতালির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন ২০০২ বিশ্বকাপে। পাওলোর বাবা সিজারে মালদিনিও খেলেছিলেন ইতালির হয়ে। তিনি ইতালির কোচও ছিলেন। সিজারে শেষবার আজুরিদের জার্সিতে নেমেছিলেন ১৯৬৩ সালে।

২২ বছরের ড্যানিয়েল খেলেন সিরি আ-র ক্লাব মোনজার হয়ে। এসি মিলানের অ্যাকাডেমি থেকে তিনি উঠে এসেছেন। ড্যানিয়েল ছাড়াও আরও তিন তরুণ ফুটবলার প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তাঁরা হলেন জুভেন্তাসের গোলকিপার মিচেলে ডি গ্রেগরিও, এসি মিলান ডিফেন্ডার মাতেও গাব্বিয়া, রোমার মিডফিল্ডার নিকোলো পিসিল্লি। ইতালি ঘরের মাঠে নেশনস লিগের ম্যাচে নামবে বেলজিয়াম ও ইজরায়েলের বিপক্ষে। খেলা দুইটি যথাক্রমে চলতি মাসের ১০ ও ১৪ তারিখ।

ইতালি দলে সুযোগ পেলেন পাওলো মালদিনির ছেলে ড্যানিয়েল।

দুঃস্বপ্নের সময় শেষ দেখছেন পোগবা

প্যারিস, ৫ অক্টোবর : অবশেষে ‘দুঃস্বপ্নের সময়’ শেষ হল পল পোগবার। শাস্তি ঘোষণার ৯ মাসের মাথায় স্বস্তি। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতেই মাঠে ফিরছেন ৩১ বছরের ফরাসি মিডফিল্ডার।

নিষিদ্ধ মাদক গ্রহণ করার অপরাধে ৪ বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল পোগবাকে। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালের ২০ অগাস্ট। ডোপ পরীক্ষায় পোগবার শরীরে টোস্টোস্টেরনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাময়িকভাবে তাঁকে নিষিদ্ধ করে ইতালির ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং ট্রাইবিউনাল।

দোষ স্বীকার করে নিলেও শাস্তি কমাতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আবেদন জানান বিশ্বজয়ী ফরাসি ফুটবলার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পোগবার নির্বাসনের সময়সীমা ৪ বছর থেকে নেমে এসেছে ১৮ মাসে। এই সুখবর জানিয়ে পোগবা বলেছেন, ‘অবশেষ দুঃস্বপ্নের সময় শেষ হল। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন থেকে আবার নিজের স্বপ্নের পথে চলা শুরু করতে পারব।’ একইসঙ্গে জানান, ‘আমি জ্ঞানত নিয়মভঙ্গ করিনি। তবে এটা আমার জীবনের অত্যন্ত কঠিন সময় ছিল। কারণ, আমি যে কাজের জন্য এত পরিশ্রম করেছি, সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন পোগবা। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরতে পারবেন ১১ মার্চ থেকে।

নির্বাসনমুক্ত হতেই সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করলেন পল পোগবা।

পাক ক্রিকেটের পদস্খলনে হতাশ অশ্বীনও

‘নেতৃত্বে মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে’

চেন্নাই, ৫ অক্টোবর : পাক ক্রিকেট নিয়ে চিন্তার কথা আগেও প্রকাশ করেছেন।

আবারও একই সুর রবিচন্দ্রন অশ্বীনের গলায়। ভারতীয় অফস্পিনার রীতিমতো হতাশ পাকিস্তান ক্রিকেটের বেহাল অবস্থা দেখে। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে অশ্বীনের যুক্তি, পাকিস্তানের ক্রিকেট ঐতিহ্য অত্যন্ত গভীর। একঝাঁক ভালো মানের ক্রিকেটার। তারপরও চলতি ব্যর্থতা যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে হতাশার।

ভিডিওতে অশ্বীন বলেছেন, ‘সত্যি কথা বলতে, পাকিস্তান ক্রিকেটের যে অবস্থা, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ওরা যাচ্ছে, তা দেখে আমার খারাপ লাগছে। কারণ, পাক দলে একঝাঁক বিপজ্জনক ক্রিকেট রয়েছে। দুর্দান্ত টিম। দারুণ সব খেলোয়াড়। পাকিস্তানের ক্রিকেট ঐতিহ্য অত্যন্ত গর্বেরও। দক্ষতা নেই, বলা যাচ্ছে না। এত দক্ষ ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও এরকম অবস্থা মানতে খারাপ লাগছে।’

অধিনায়কত্ব নিয়ে পাক ক্রিকেটের ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’-এর দিকেও আঙুল তুললেন অশ্বীন। তারকা অফস্পিনারের যুক্তি, ‘বারবার নেতৃত্ব বদল করছে পাকিস্তান। যেন মিউজিকের তালে চেয়ার দখলের খেলা চলছে। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের বিপর্যয়ের পর বাবর আজম সরে দাঁড়ায়। কিছুদিনের মধ্যে শাহিন শা আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে দায়িত্ব। টেস্টে শান মাসুদ নেতৃত্বে। অথচ, ঘরের মাঠেও টেস্ট জিততে পারছে না! যতদূর জানি, ১০০০ দিন টেস্ট জয়ের স্বাদ পায়নি পাকিস্তান। প্রায় তিন বছর হয়ে গেল!’

অশ্বীনের কথায়, দলের মধ্যে অস্থিরতার প্রভাব পড়ছে খেলোয়াড়দের ওপর। ফোকাস সরছে। ‘ক্রিকেটাররা দোটানায় ভুগছে। নিজের খেলায় মন দেবে নাকি দল নিয়ে চলতি ডামাডোলে। দলের সাজঘরে যদি এরকম পরস্থিতি থাকে, তাহলে সমস্যা হতে বাধ্য। দল নয়, ব্যক্তিগত ভাবনায় অগ্রাধিকার পাবে। দলগত ফলাফলে যার ছাপ পড়বে। ঠিক সেটাই হচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেটে,’ দাবি অশ্বীনের।

হকি বেঙ্গলের নয়া সভাপতি সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : হকি বেঙ্গলের নতুন সভাপতি হলেন অগ্নিনির্বাপক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুজিত বসু। সংস্থার সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি এদিন নির্বাচিত হন। সচিব পদে থেকে গেলেন ইশতিয়াক আলি। হকি বেঙ্গলের সভাপতি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ সময় পর হকি বেঙ্গল থেকে সরতে হল তাঁকে।

মাঠকর্মীদের উপহার আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : ময়দানের মাঠকর্মীদের পাশে দাঁড়াল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। শনিবার বিকেলে তাঁদের হাতে শারদ উপহার তুলে দিলেন আইএফএ কর্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ ঝা প্রমুখ।

মাঠে ময়দানে

20 Uttarbanga Sambad
6 October 2024 Malda

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ভারত বনাম **পাকিস্তান**
স্থান : দুবাই
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI

Eastern India's Finest Natural Stone Experience
Subh Marbles 1985
Floors To Walls

☎ 9093260030
☎ 7828774703
www.subhmarbles.com

নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন স্বপ্না বর্মন। আশীর্বাদ শেষে হবু বর কৌশিক ভৌমিকের সঙ্গে বাড়ির কালীমন্দিরে তিনি। কৌশিক ত্রিপুরার ছেলে হলেও খড়গপুর আইআইটি-তে ফুটবল দলের কোচের পদে আছেন। কলকাতা এনআইএস থেকে কৌশিক ফুটবল কোচিং ডিগ্রি নিয়েছেন। তাঁদের নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বপ্নার কোচ সুভাষ সরকার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দেবাঙ্গনা (পুকু) :** আজ তোমার শুভ জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানায়। -বাবা **অমিত কুণ্ডু, ঠাকুমা বুলবুলি কুণ্ডু।**

Notice Inviting eBid

The Block Dev. Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNIT No: 26/KDI/2024-25, Memo No: 1457/Estt, Dated: 05/10/2024
Bid Proposal submission Start date: 05/10/2024 at 04.00 P.M.
Bid Proposal for submission Closing date: 19/10/2024 at 05.00 P.M.
Bid Opening for Technical evaluation date: 21/10/2024.

Sd/- Block Dev. Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

কষ্টার্জিত জয়ে শীর্ষে লিভারপুল

লিভারপুল, ৫ অক্টোবর : ক্রিস্টাল প্যালেসকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থান মজবুত করল লিভারপুল। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-২ গোলে হারিয়েছে ফুলহ্যামকে। অন্যদিকে, আর্সেনাল ৩-১ গোলে জয় পেয়েছে সাদাম্পটনের বিপক্ষে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে লিভারপুল, দুই ও তিনে থাকা সিটি ও আর্সেনালের পয়েন্ট ১৭। ৯ মিনিটে লিভারপুলের দিয়োগো জোটা ম্যাচের একমাত্র গোল করেন। বেশিরভাগ সময় ম্যাচ নিজেদের দখলে রাখলেও লিভারপুল গোল সংখ্যা বাড়াতে পারেনি। যদিও প্যালেস গোল লক্ষ্য করে মোট ১২টি শট নিয়েছিলেন মহম্মদ সালাহরা। আর্সেনাল ও সিটি দুই দলই এদিন শুরুতে গোল খেয়েও ম্যাচে ফিরে আসে। আন্দ্রেস পেরেরা ২৬ মিনিটে এগিয়ে দেন ফুলহ্যামকে। তারপর ৩২ ও ৪৭ মিনিটে জোড়া গোল করেন সিটির মাতেও কোভাসিচ। সিটির তৃতীয় গোল করেন জেরেমি ডোকু। রড্রিগো মুনিজ ফুলহ্যামের দ্বিতীয় গোল করেন। অন্যদিকে, সাদাম্পটনের ক্যামেরন আর্চারের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে কাই হাভার্জ ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও বুকায়ো সাকা গোল করে আর্সেনালের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন।

> পিছিয়ে থেকেও জয় সিটি ও আর্সেনালের

YAMAHA RACING
The call of the BLUE
পুজোর আনন্দ
SCENE FESTIVE হবে
FZ-S Fi VERSION 4.0
CASHBACK UP TO ₹7000*
LOW DOWN PAYMENT STARTING FROM ₹7999*
RayZR 125Fi HYBRID STREET RALLY
CASHBACK UP TO ₹4000*
LOW DOWN PAYMENT STARTING FROM ₹2999*
FZ-FI: STARTING FROM ₹1 17 400*
RayZR: STARTING FROM ₹85 930*
*Offer applicable on select variants. Limited period Offer. T&C Apply

Blue Square: Malda: Happie Wheels, Ph: 9007489838, 9046004390; **Siliguri, Sevoke Rd: National Motors,** Ph: 9851003401, 9851000666; **Siliguri, Burdwan Rd: Global Motors,** Ph: 9732053353, 9732067474; **Raiganj: Raimohan & Co.,** Ph: 9002220008, 9002220009; **Coochbehar: Global Motors,** Ph: 7001518459, 7479030626; **Alipurduar: Global Motors,** Ph: 9775988393, 7001437066; **Balurghat: Raimohan & Co.,** Ph: 9933950002, 9933950001; **Yamaha Bike Corner, North Bengal, Belakoba,** Ph: 9233467353; **Naxalbari,** Ph: 9002842772; **Birpara,** Ph: 9832350923; **Dhupguri,** Ph: 9851000333; **Shivmandir,** Ph: 7908203407; **Jalpaiguri,** Ph: 7001633676; **Moynaguri,** Ph: 9002248684; **Haldibari,** Ph: 9434718245; **Malbazar,** Ph: 9434065052; **Hashimara,** Ph: 9679955155; **Kalimpong,** Ph: 9832081885; **Kamakhyaguri,** Ph: 7872789047; **Dinhata,** Ph: 9679285012; **Mathabhanga,** Ph: 9434659248; **Odlabari,** Ph: 7908543851; **Toofanganj,** Ph: 9734076234; **Nazirhat,** Ph: 8391918202; **Hemiltanganj,** Ph: 9735920096; **Bidhannagar,** Ph: 9153074704; **Malda: Gazole,** Ph: 9910104734; **Tulishata,** Ph: 9046138666; **Dinajpur: Kaliaganj,** Ph: 6294689620; **Tungidigi,** Ph: 9083622110; **Gangarampur,** Ph: 9083622112; **Patiram,** Ph: 9134596060; **Rasakhowa,** Ph: 9002229998; **Kishanganj: Paridhi Motors,** Ph: 8404960006, 6204552824, **Katihar: Choudhary Automobiles,** Ph: 7004100062, 9931465039; **Dhubri: Triheni Enterprise,** Ph: 8486859269, 600078408.

TATA MOTORS
Connecting Aspirations
TATA
TATA MOTORS FESTIVAL OF CARS
BIG PRICE DROPS, BIGGER CELEBRATIONS
Powerful, Safest and Feature-loaded SUVs at Unbelievable Prices till 31st Oct '24
SAFARI
Festive Price Reduced up to ₹1,80,000*
Now Price Starts at ₹15.49 Lakh^^
- R19 Alloy Wheels with Aero Inserts
- Voice Assisted Panoramic Sunroof with Mood Lighting
- Ventilated 2nd Row Seats with Comfort Headrests
- Powered Tailgate with Gesture Control
HARRIER
Festive Price Reduced up to ₹1,60,000*
Now Price Starts at ₹14.99 Lakh^^
- 2.0 L KRYOTEC Diesel Engine
- ADAS with Adaptive Cruise Control'
- 31.24 cm Harman™ Touchscreen Infotainment System
- 10 Speaker JBL™ Music System
NEXON
Festive Price Reduced up to ₹80,000*
Now Price Starts at ₹7.99 Lakh^^
- Voice-assisted Panoramic Sunroof
- 360-degree Camera
- Ventilated Leatherette Seats
- 26.03cm Touchscreen Infotainment by HARMAN™
Additional Benefits up to ₹60000*

★★★★★ BY BHARAT NCAP ★★★★★ BY GLOBAL NCAP | India's Safest SUVs* | Up to 100% on-road financing' | tata SUVs

NORTH BENGAL: SILIGURI: Lexican Motors: 7506017275. **Rangeet Auto:** 7506017249. **NOUKAGHAT: Rangeet Auto:** 9619187814. **COOCH BEHAR: Rangeet Auto:** 7506015383. **BIRPARA: Rangeet Auto:** 7506015383. **MALDA: Lexican Motors:** 7506017220. **BALURGHAT: Lexican Motors:** 9167528535. **GANGTOK: Rangeet Auto:** 9167986441. **ISLAMPUR: Rangeet Auto:** 8291093108. **JAIGAON: Rangeet Auto:** 9152101462. **JALPAIGURI: Rangeet Auto:** 9152101467. **RAIGANJ: Rangeet Auto:** 8291094961. **DARJEELING: Rangeet Auto:** 7045208391. **JORTHANG: Rangeet Auto:** 9167528366. **ALIPURDUAR: Rangeet Auto:** 8879518024. **MALBAZAR: Rangeet Auto:** 9619185907.

Terms and Conditions apply. Benefits up to differs from model to model, and is inclusive of consumer offer, exchange bonus and maximum corporate offer. ^As per safety rating received on certain models. *Advanced Driver Assistance System applicable in selected models only. All offers are valid for limited period or till stocks last. 'Warranty cover for 3 years/ 1 Lakh km, whichever ends earlier. Images and illustrations are indicative and for information purposes only. All features/specifications are not available in all variants and may vary for different variants. Specifications/features are subject to change without prior information. Colours may vary due to printing limitations. ^^Price is Nexon Smart (O) MT Nexon is available in petrol diesel CNG and EV in India. Local taxes and octroi extra. India's safest as per 5 Star GNCAP 2023 rating. 5 Star BNCAP safety rating.^^ Price mentioned is Harrier, Safari Smart MT and Nexon Smart (O) MT petrol ex-showroom Delhi Local taxes extra. *Available in Safari only. Offer valid till 31st Oct 2024 only. ADAS with Adaptive Cruise Control in AT only. Price reduction varies from variant to variant and is included in the new ex-showroom prices. Festive Price reduced upto, ₹80000 for Nexon Creative + S, ₹160000 for Harrier Pure + S AT & ₹180000 for Safari.
12222227